-: ভক্তিপ্রসন্নম্ :-

.:.

..:: প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন ::..

(তান্ত্রিক)

* * * * *

. . .

শ্রী ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

* * * * * * *

–: ভক্তিপ্রসন্নম্ :–

.:.

..:: প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন ::..

(তান্ত্রিক)

...

শ্রী ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

* * * * * * *

:: বিজ্ঞপ্তি ::

লেখকের দ্বারা সর্বসত্ব সংরক্ষিত। সত্ত্বাধিকারীর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এই প্রকাশনার কোন অংশ ইহ পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন আকারে বা উপায়ে প্রকাশন, উৎপাদন, পরিবর্তন, রচনা, সংরক্ষণ, প্রেরণাদি, এবং ব্যবসায়িক, বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠান বা প্রচারাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অবৈধ; যাহার অন্যথায় কার্যকরী আইন লঙ্ঘনে সম্পর্কিত ব্যক্তি আইনানুগ ব্যবস্থার প্রতি দায়ী থাকবেন।

.:.

Pratyahik Sandhyavandan
(Tantrik)

Author’s Name **:** Bhabatosh Bhattacharya
Published by **:** Bhabatosh Bhattacharya
Publisher’s Address **:** Indranagar, Agartala, Tripura
Printer’s Details **:** Self Printed
Edition Details **:** I
ISBN **:** 978-93-5890-141-2
Copyright @ Bhabatosh Bhattacharya

- - -

.:.

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতা হি পরমং তপঃ ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতা ॥

...

যস্য কণ্ঠে স্থিতো ব্রহ্মা
চক্ষুষাং বৈষ্ণবী-পতি ।
শিবঃ ধ্যানে মূলে বামা
পিতৃ-পদে নমস্যামি ॥

যাঁহার কণ্ঠে স্বয়ং ব্রহ্মা
দৃষ্টির্মধ্যে বৈষ্ণবী-পতি ।
শিব ধ্যানে, মূলে বামা
সেই পিতৃপদে করি প্রণতি ॥

"পিতৃ স্মরণে অর্ঘ্যস্বরূপ"
– শ্রী ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

–: প্রাক্কথন :–

আস্তিক সনাতন উপাসকগণের, বিশেষতঃ দীক্ষিতজনের, নিত্য ও নৈমিত্তিক আচার-অনুষ্ঠান, তান্ত্রিক সন্ধ্যা এবং ইষ্ট'দেবতার পুজাদির জন্য দৈনিক ক্রিয়াকর্মের একটি নির্দেশিকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অতএব সুধী সনাতন উপাসকগণ এবং দীক্ষিতজনের উদ্দেশ্যে অদ্য "প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন (তান্ত্রিক)" গ্রন্থ সাদরে প্রকাশিত হইল। অদ্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য হইল-উক্ত উপাসকগণের প্রতি প্রাতঃকৃত্য, তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও ইষ্ট'দেবতার পূজাদি সহকারে দেবতার ধ্যান, গায়ত্রী, ঋষ্যাদি এবং স্তোত্রাদি, একত্রে সহজোপলব্ধ করিয়া দেওয়া।

যাহার মননে বিশ্বময় বিশিষ্ট'জ্ঞানের সঞ্চার ঘটে এবং সংসারপাশবন্ধন হইতে পরিত্রাণ ঘটে; যাহার দ্বারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গের প্রতি আমন্ত্রণ ত্বরান্বিত হয় —তাহাই মন্ত্র। শাস্ত্র'পরম্পরানুযায়ী হেন মন্ত্রাদি উপাসকগণের মধ্যে ব্রহ্মসদ্ভাব'সম্বন্ধী গুণের সূচনা করেন। পুনঃ, যাহা ব্রহ্মবিষয়ক'জ্ঞানের বিস্তার ঘটায় —তাহাই তন্ত্র। তন্ত্র উপাসক ও তত্ত্বমার্গীগণকে চৈতন্য ও ক্রিয়াযোগে সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম'রূপ উর্ধ্বোত্তর'কল্পে উন্নীত করে। অদ্য গ্রন্থে উল্লেখিত নিত্যকর্ম, তান্ত্রিক সন্ধা এবং ইষ্ট'পূজনাদি বিধিসকল, নিয়মিততা ও ভক্তিসহকারে সুধী উপাসকগণ দ্বারা সযত্নে সম্পাদিত হউক, ইহাই কাম্য।

শ্রীশ্রী জগন্মাতার অশেষ আশীর্বাদে সকল মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হউক। সকলে স্বীয় গুণকর্মানুসারে কর্মোপযোগী আধার ও চেতনাযুক্ত হইয়া চিরন্তন কর্তব্যরূপে ভগবৎমার্গে ভগবৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হউন; ইহাই প্রার্থনা।

অদ্য গ্রন্থ প্রাত্যহিক ক্রিয়াকর্ম ও তান্ত্রিক সন্ধ্যাবন্দন সম্বন্ধে সীমিতাকারে পারম্পরিক ক্রম-প্রক্রিয়াদি, উপাসক তথা সুধীজনের সকাশে সহজবোধ্য ভাষায় তুলিয়া ধরিতে যত্নশীল হইয়াছে। সাধ্যানুসারে গ্রন্থখানি নির্ভুল রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও কোনরূপ ত্রুটি বা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইলে এবং অনুগ্রহপূর্বক তাহা সূচিত করিলে, বিশেষভাবে বাধিত হইব। পরম'মঙ্গলময়ীর কৃপায় ইহ গ্রন্থ দ্বারা সনাতন আস্তিক ধারামার্গের উপাসকগণের কাহারও কোন উপকার হইলে অদ্যর্থে সকল শ্রম সার্থক হইবে।

ধন্যবাদ।

ভবদীয়

আগরতলা, ১২ই মার্চ, ২০২৬ ইং

শ্রী ভবতোষ ভট্টাচার্য্য

–: সূচীপত্র :–

বিবরণ		পৃষ্ঠা
∴ কঃ পন্থা	...	001
∴ নিত্যকর্ম	...	002
∴ প্রাতঃকৃত্য	...	003
প্রাতঃস্তোত্র	...	003
নিজ হস্ত দর্শন	...	005
নানাবিধ মন্ত্রাদি পাঠ ও কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান	...	005
চৌরগণেশ মন্ত্র	...	006
পৃথিবী প্রণাম ও কুলবৃক্ষ স্মরণ	...	006
∴ নিত্য স্নান	...	007
অবগাহন পদ্ধতি	...	008
স্নান বিধি	...	008
সঙ্কল্প	...	009
তীর্থাদি আবাহন ও মন্ত্র পাঠ	...	009
মৃত্তিকা লেপন ও মন্ত্র পাঠ	...	010
স্নান ও অভিষেক	...	011
সূর্য্যপ্রণাম	...	011
∴ সন্ধ্যা বিধি	...	012
∴ তান্ত্রিক সন্ধ্যা	...	015
আচমন	...	015
গুর্বাদি স্মরণ	...	016
জলশুদ্ধি	...	016
অঙ্গন্যাস	...	017
করন্যাস	...	017
ঋষ্যাদিন্যাস	...	018

বিবরণ		পৃষ্ঠা
অঘমর্ষণ	...	018
সূর্য্যার্ঘ্য	...	019
গায়ত্রীর ধ্যান	...	019
গায়ত্রী জপ	...	020
গায়ত্রী বিসর্জন	...	021
তান্ত্রিক তর্পণ	...	022
ইষ্টমন্ত্র জপ	...	023
জপ সমর্পণ	...	023
প্রাণায়াম	...	024
ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্র	...	024
ক্ষমা প্রার্থনা	...	024
গুরু প্রণাম মন্ত্র	...	024
সন্ধ্যা সমাপন	...	025
∴ সংক্ষেপ সন্ধ্যা	...	026
∴ পূজাদির আধার, প্রকার ও দ্রব্য বিষয়াদি	...	027
পূজাদির আধার	...	027
পূজাদির প্রকার	...	027
বহির্যজন (বাহ্যিক উপচারে পূজা) ও উপচার বিশেষ	...	028
নির্বাচিত দ্রব্যাদির বিবরণ	...	028
ইষ্ট দেবতার পূজার যন্ত্র, ঘট, মূর্তি, ইত্যাদি	...	029
পূজার ফুল পত্রাদি	...	029
ধূপ ও দীপ	...	030
অর্ঘ্য পাত্র	...	031
জপ ও পূজার আসনাদি	...	031
পূজার দ্রব্যাদির নির্মাল্য কালাদি	...	031
বাহ্য মালা	...	032
নিষিদ্ধ বাদ্যাদি	...	032
ধ্যান	...	032

বিবরণ		পৃষ্ঠা
প্রণাম	...	033
পূজার ক্রমাদি	...	033
⁂ নিত্য ইষ্টদেবতা পূজার সাধারণ পদ্ধতি	...	034
আচমন	...	034
আসন শুদ্ধি	...	035
গুর্বাদি স্মরণ	...	035
সামান্যার্ঘ্য	...	035
জলশুদ্ধি	...	036
প্রোক্ষণ	...	036
পুষ্প শুদ্ধি	...	037
কর শুদ্ধি	...	037
তিলক ধারণ	...	037
সূর্য্যার্ঘ্য	...	037
সূর্য্যনমস্কারাদি	...	038
ভূত শুদ্ধি	...	039
ভূতাপসারণ	...	040
অঙ্গন্যাস	...	040
করন্যাস	...	040
ঋষ্যাদিন্যাস	...	041
স্বস্তিবাচন	...	042
কর্মারম্ভে প্রার্থনা	...	043
প্রারম্ভে দেবতাদিগের পূজা	...	044
ইষ্ট’দেবতার যন্ত্র বা বিগ্রহাদির স্নান	...	044
ইষ্ট’দেবতার পূজা	...	045
ইষ্ট’দেবতার গায়ত্রী জপ	...	047
ইষ্ট’দেবতার নাম জপ এবং জপ সমর্পণ	...	047
প্রণাম	...	048
ক্ষমা প্রার্থনা	...	048

বিবরণ			পৃষ্ঠা
	মূল মন্ত্র জপ ও প্রাণায়াম	...	048
	প্রণামান্তে স্তোত্রপাঠ	...	048
⁘	মানস পূজা	...	049
⁘	ইষ্টদেবতাদির মন্ত্রাদি	...	050
১)	সূর্য্য	...	050
	ঋষ্যাদি	...	050
	ধ্যান	...	050
	গায়ত্রী	...	050
	প্রণাম	...	050
	স্তোত্র	...	050
২)	গণেশ	...	051
	ঋষ্যাদি	...	051
	ধ্যান	...	051
	গায়ত্রী	...	051
	প্রণাম	...	052
	স্তোত্র	...	052
৩)	বিষ্ণু	...	054
	ঋষ্যাদি	...	054
	ধ্যান	...	054
	গায়ত্রী	...	054
	প্রণাম	...	054
	স্তোত্র ১	...	054
	স্তোত্র ২	...	055
৪)	রাম	...	057
	ঋষ্যাদি	...	057
	ধ্যান	...	057
	গায়ত্রী	...	057
	প্রণাম	...	057

বিবরণ			পৃষ্ঠা
	স্তোত্র	...	057
৫)	কৃষ্ণ	...	058
	ঋষ্যাদি	...	058
	ধ্যান	...	059
	গায়ত্রী	...	059
	প্রণাম	...	059
	স্তোত্র	...	059
৬)	বাল গোপাল	...	061
	ঋষ্যাদি	...	061
	ধ্যান	...	061
	গায়ত্রী	...	061
	প্রণাম	...	061
	স্তোত্র	...	062
৭)	শিব	...	063
	ঋষ্যাদি	...	063
	ধ্যান	...	063
	গায়ত্রী	...	063
	প্রণাম	...	063
	স্তোত্র	...	064
৮)	বটুক ভৈরব	...	067
	ঋষ্যাদি	...	067
	ধ্যান	...	067
	গায়ত্রী	...	068
	প্রণাম	...	068
	স্তোত্র	...	068
৯)	দক্ষিণা কালী	...	073
	ঋষ্যাদি	...	073
	ধ্যান	...	073

বিবরণ		পৃষ্ঠা
গায়ত্রী	...	073
প্রণাম	...	074
স্তোত্র ১	...	074
স্তোত্র ২	...	076
১০) তারা	...	079
ঋষ্যাদি	...	079
ধ্যান	...	079
গায়ত্রী	...	079
প্রণাম	...	080
স্তোত্র	...	080
১১) ষোড়শী (ত্রিপুর-সুন্দরী)	...	081
ঋষ্যাদি	...	081
ধ্যান	...	081
গায়ত্রী	...	081
প্রণাম	...	082
স্তোত্র	...	082
১২) ভুবনেশ্বরী	...	083
ঋষ্যাদি	...	083
ধ্যান	...	083
গায়ত্রী	...	083
প্রণাম	...	083
স্তোত্র	...	083
১৩) ভৈরবী (ত্রিপুর-ভৈরবী)	...	085
ঋষ্যাদি	...	085
ধ্যান	...	085
গায়ত্রী	...	086
প্রণাম	...	086
স্তোত্র	...	086

বিবরণ		পৃষ্ঠা
১৪) ছিন্নমস্তা (প্রচণ্ড চণ্ডিকা)	...	087
ঋষ্যাদি	...	087
ধ্যান	...	087
গায়ত্রী	...	088
প্রণাম	...	088
স্তোত্র	...	088
১৫) ধূমাবতী	...	090
ঋষ্যাদি	...	090
ধ্যান	...	090
গায়ত্রী	...	090
প্রণাম	...	090
স্তোত্র	...	091
১৬) বগলা	...	092
ঋষ্যাদি	...	092
ধ্যান	...	092
গায়ত্রী	...	093
প্রণাম	...	093
স্তোত্র	...	093
১৭) মাতঙ্গী (উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী)	...	095
ঋষ্যাদি	...	095
ধ্যান	...	095
গায়ত্রী	...	095
প্রণাম	...	095
স্তোত্র	...	095
১৮) কমলাত্মিকা	...	096
ঋষ্যাদি	...	096
ধ্যান ১	...	096
ধ্যান ২	...	097

বিবরণ			পৃষ্ঠা
	গায়ত্রী	...	097
	প্রণাম	...	097
	স্তোত্র ১	...	097
	স্তোত্র ২	...	097
১৯)	জয়দুর্গা	...	098
	ঋষ্যাদি	...	098
	ধ্যান	...	098
	গায়ত্রী	...	099
	প্রণাম	...	099
	স্তোত্র	...	099
২০)	অন্নপূর্ণা	...	100
	ঋষ্যাদি	...	100
	ধ্যান	...	100
	গায়ত্রী	...	100
	প্রণাম	...	100
	স্তোত্র ১	...	101
	স্তোত্র ২	...	101
২১)	বাগীশ্বরী (মহাসরস্বতী চণ্ডিকা)	...	103
	ঋষ্যাদি	...	103
	ধ্যান ১	...	103
	ধ্যান ২	...	104
	গায়ত্রী	...	104
	প্রণাম	...	104
	স্তোত্র	...	104

* * *

–:: কঃ পন্থা ::–

মহাভারতে ‘যক্ষ – যুধিষ্ঠির সংবাদে’ বর্ণিত আছে, একদা এক যক্ষ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করেন, “কঃ পন্থা?” অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত পন্থা কী? অর্থাৎ, জ্ঞান, কর্ম ও কর্তব্য’জনিত জীবনপথে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক তথা আধ্যাত্মিক যাত্রাপথে, আমরা যেহেতু নানান অজানা বৈকল্পিক গতিপথের সম্মুখীন, এমনাবস্থায় বিহিত পন্থা কী?

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন—

শ্রুতিয়ো বিভিন্না স্মৃতিয়ো বিভিন্না
নৈক মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াম্
মহাজন যেন গতঃ সঃ পন্থা॥

শ্রুতি অর্থাৎ বেদ বিভিন্ন; স্মৃতি অর্থাৎ ধর্মতত্ব বা সামাজিক শাস্ত্র’ও বিভিন্ন। পরমপুরুষে সম্যকভাবে লীন বা সমাহিত মুনিগণদের প্রমাণভিত্তিক মত’ও এমন নয় যে একে অন্য হইতে ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ব বা সারমর্ম অতি গুহ্য রূপে নিহিত, অর্থাৎ তাহা অতি গূঢ় ও গোপনীয়। এমনাবস্থায়, সুগমতার লক্ষ্যে স্বীয় পূর্বপুরুষগণের মধ্যে প্রকৃষ্ট গুরুজন তথা ধর্মপুরুষগণ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন তথা নির্দেশ করিয়াছেন তাহাই সত্যের পথ, তাহাই প্রকৃত পন্থা।

পরমার্থের পথ চূড়ান্ত গন্তব্যের পথ। স্বয়ং ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদে মহান ঋষি ও মুনিগণ, স্বীয় অধ্যাত্ম’কর্ম এবং সাধন’বলে সেই পথ অন্বেষণ তথা অনুধাবন করিয়া আসিয়াছেন; এবং জগতের কল্যাণার্থে তাহা নানান পন্থাস্বরূপ সুবোধ্য রূপে বিধিবৎ নির্দেশিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদিগের বর্তমান সময়ে যাহাদিগের মধ্যে সনাতন ধর্ম’চেতনার শেষটুকু এখনও অবস্থিত আছে, অথচ স্বীয় অধ্যাত্ম’কর্ম তথা সাধন’বল সেই আধ্যাত্মিক উর্ধ্বত্বের সীমা অতিক্রমণ করে নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ’জন, স্বীয় পারম্পরিক ধারা অনুযায়ী নিজ-নিজ পূর্বপুরুষগণের মধ্যে বিশিষ্ট গুরুজন ও ধর্মপুরুষগণ কর্তৃক নির্বাহিত ও নির্দেশিত ধর্মকর্ম ও সংস্কারাদি, নিজ-নিজ জীবনের অঙ্গ ও পাথেয় রূপে বহন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাদিগের অধিকাংশের মধ্যে এখনও নিজ-নিজ বংশগতির ধারাসূত্র অনুযায়ী স্বীয় মার্গাদি, সংস্কার, গোত্র, প্রবর, বেদ, এবং বর্ণাশ্রমাদির পরিচয়, আচার ও রীতি ইত্যাদি বহন করতঃ শাস্ত্রোক্ত অধিকার ভেদে নির্দেশিত ক্রিয়াকর্ম তথা উপাসনাদি রক্ষা করিবার সাধ্যমত ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রবিহিত সেই কর্তব্যকর্মের প্রতি সৎ-চেতনা ও সদ্-ইচ্ছাই হয়ত সনাতন পরম্পরা ও ধারামার্গী’গণকে কলিযুগের অদ্যভাগেও যথাসম্ভব নিষ্কৃতি প্রদানে সক্ষম হইবে।

–:: নিত্যকর্ম ::–

যে সকল বিহিত কর্মের নিত্য সমাধা একান্ত কর্তব্য বলিয়া বিদিত, তাহাকে নিত্যকর্ম বলে। যে কর্মের প্রত্যহ অকরণে প্রত্যবায় (অর্থাৎ পাপ, দোষ, ক্লেশ ইত্যাদি) জন্মে তাহা নিত্যকর্ম। যথা– প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা, পিতৃতর্পণ প্রভৃতি।

অথোচ্যতে গৃহস্থস্য নিত্যকর্ম যথাবিধি।
যৎকৃত্বানৃণ্যমাপ্নোতি দৈবাৎ পৈত্র্যাচ্চ মানুষাৎ॥

শাস্ত্রবিধি অনুসারে গৃহস্থের নিত্যকর্ম নিরূপণ করা হয়, যাহার দ্বারা মনুষ্যজনের দেব-সম্বন্ধী, পিতৃ-সম্বন্ধী তথা মনুষ্য-সম্বন্ধী কর্তব্যকর্ম সমাধা হয়।

সন্ধ্যা স্নানং জপশ্চৈব দেবতানাং চ পূজনম্।
বৈশ্বদেবং তথাঽঽতিথ্যং ষট্ কর্মাণি দিনে দিনে॥

প্রত্যেক মনুষ্যকে সন্ধ্যা, স্নান, জপ, দেবপূজন, বলিবৈশ্বদেব (অর্থাৎ ভূতযজ্ঞ) তথা অতিথিগণের সৎকার –এই ষট্ কর্ম প্রতিদিন করা কর্তব্য।

পঞ্চৈব মহাযজ্ঞাঃ।
তান্যেব মহাসত্রাণি ভূতযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞঃ;
পিতৃযজ্ঞো দেবযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি॥

মহাযজ্ঞ পঞ্চ’প্রকার। তাহাদের মহাসত্র বলে। পঞ্চ’মহাযজ্ঞ হইল– ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ এবং ব্রহ্মযজ্ঞ। তাহারা নিম্নরূপ:–

- ব্রহ্মযজ্ঞ = জ্ঞানোপাসনা ও সন্ধ্যা-পূজাদি;
- পিতৃযজ্ঞ = পিতৃগণের আজ্ঞাপালনাদি;
- মনুষ্যযজ্ঞ = অতিথিগণের সৎকারাদি;
- ভূতযজ্ঞ = বলিবৈশ্যদেব অর্থাৎ প্রাণীগণের পোষণাদি;
- দেবযজ্ঞ = অগ্নিহোত্র অর্থাৎ অগ্নিতে হবনাহুতি প্রদানাদি।

পঞ্চ’মহাযজ্ঞে দেবতা, ঋষি-মুনি, পিতর, জীব-জন্তু, মানব ইত্যাদি সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি স্বীয় কর্তব্যাদির পালন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া থাকে।

–:: প্রাতঃকৃত্য ::–

প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে (অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের চার দণ্ড পূর্বে) জাগ্রত হইয়া শয্যায় স্থিরচিত্তে উত্তর কিংবা পূর্বাভিমুখে উপবেশনপূর্বক নিজ কুলদেবতা, ইষ্টদেবতা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ ও অন্য দেব-দেবীগণ তথা নবগ্রহকে স্মরণ করিয়া, শ্রীগুরুকে প্রনামপূর্বক নিম্ন প্রাতঃস্তোত্র মন্ত্র পাঠ করিবে।

অদ্য 'দণ্ড' বলিতে নির্দিষ্ট সময়কাল বোঝানো হইয়াছে। এক সূর্য্যোদয় হইতে পরবর্তী সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সময়'সীমাকে ষাট দণ্ডে ভাগ করা হয়। ঘন্টা হিসাবে ষাট দণ্ড সমান চব্বিশ ঘন্টা। অতএব এক ঘন্টা সমান আড়াই দণ্ড; অনুরূপ, এক দণ্ড সমান চব্বিশ মিনিট।

প্রাতঃস্তোত্র :–

"ওঁ(*) নমোঽস্তু গুরবে তস্মা, ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি, বিষং সংসারসংজ্ঞকম্॥"

"ওঁ ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী, ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনী রাহু কেতু, কুর্বন্তু সর্বে মম সুপ্রভাতম্॥

লোকেশ-চৈতন্যময়াধিদেব, শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং, সংসারযাত্রামনুর্বর্তয়িষ্যে॥

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা, পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী, পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥

কর্কোটকস্য নাগস্য, দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ, কীর্তনং কলিনাশনম্॥

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা, মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং, মহাপাতকনাশনং॥

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং, দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি, তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

(*) 'ওঁ':— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য "প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন"-গ্রন্থে 'ওঁ'-এর ক্ষেত্রে- 'ওঁ' অথবা 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

"ওঁ কালী তারা মহাবিদ্যা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ, বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥

বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ, মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতাদশমহাবিদ্যা, সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা॥"

"ওঁ জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥

কার্তবীর্য্যার্জুনো নামো রাজা, বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্তয়েন্নাম, প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ, স্যান্নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥"

"ওঁ জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

দিব্য-শঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরদার্ণব-সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্॥

ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্॥

প্রিয়ঙ্গুকলিকা-শ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্॥

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্॥

হিমকুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্বশাস্ত্র প্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্॥

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূতং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্॥

পলালধূম-শঙ্কাশং তারাগ্রহ-বিমর্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্॥

ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ॥

ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি আরোগ্যং পুষ্টিবর্ধনম্।
নরনারী-প্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে॥

তক্ষকোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রুয়ান্ন সংশয়ঃ॥”

নিজ হস্ত দর্শন :–

অতঃপর নিজ হস্ত দর্শন করতঃ, নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ করাগ্রে বসতী লক্ষ্মী, করমধ্যে সরস্বতী।
করমূলে তু গোবিন্দঃ, প্রভাতে করদর্শনম্॥”

“ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”

নানাবিধ মন্ত্রাদি পাঠ ওকুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান :–

অতঃপর নিম্নোক্ত তিনটি মন্ত্র, প্রতিটি অন্ততঃ অষ্টাদশ বার জপ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ॥”

“ওঁ হ্লীং বগলামুখী সর্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয়।
জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্রীং ওঁ স্বাহা(*)॥”

“ওঁ হ্রীং বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীং॥”

অতঃপর চিত্তশুদ্ধ অবস্থায় কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করতঃ নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতাম্॥”

(*) ‘ওঁ স্বাহা’:— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য “প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন”-গ্রন্থে ‘ওঁ স্বাহা’-এর ক্ষেত্রে- ‘নমঃ’ উচ্চারণ করিবে।

চৌরগণেশ মন্ত্র :–

অদ্য চৌরগণেশ মন্ত্র প্রতিক্ষেত্রে দশবার (অসমর্থ হইলে একবার) জপ করিবে। মন্ত্র যথা—

- দক্ষিণ চক্ষুতে – "হ্রীং॥"
- দক্ষিণ কর্ণতে – "হূং॥"
- দক্ষিণ নাসাতে – "ক্রীং॥"
- মুখে – "স্ত্রীং॥"
- হৃদয়ে – "ক্রৌং॥"
- লিঙ্গমূলে – "হসৌঃ॥"
- বাম চক্ষুতে – "হ্রীং॥"
- বাম কর্ণতে – "হূং॥"
- বাম নাসাতে – "ক্রীং॥"
- নাভিতে – "ক্লীং॥"
- ভ্রুমধ্যে – "হূং॥"
- গুহ্যে – "ক্লুং॥"

অতঃপর ইষ্টমন্ত্র যথাশক্তি (বা দশবার) জপ করিবে।

পৃথিবী প্রণাম ও কুলবৃক্ষ স্মরণ :–

অদ্য কৃতাঞ্জলিপূর্বক নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ত্রৈলোক্যচৈতন্যময়ি ত্রিশক্তে, শ্রীবিশ্বমাতর্ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্তয়িষ্যে॥

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাবান্॥"

অতঃপর পৃথিবীকে প্রণাম করতঃ নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ॥"

"ওঁ সমুদ্রমেখলে দেবি পর্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

ধারণং পোষণং ত্বত্তো ভূতানাং দেবি সর্বদা।
তেন সত্যেন মাং পাহি শাপান্মোচয় ধারিণি॥"

তৎপরে ভূমিতে পাদক্ষেপণপূর্বক কুলবৃক্ষ স্মরণ করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমস্তে কুলবৃক্ষায় সর্বপাপবিমুক্তয়ে।
শুভং বিধেহি মে নিত্যং কুলবৃক্ষায় তে নমঃ॥"

অতঃপর ইষ্টদেবতা ও কুলদেবতাকে প্রণাম করতঃ স্থান ত্যাগ করিবে।

-:: নিত্য স্নান ::-

সকল বর্ণেরই সূর্য্যদয়’কালে প্রাতঃস্নান করা একান্ত কর্তব্য। শৌচ কার্য্য ও দন্তধাবনাদি সম্পন্ন হইলে প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতে হয়। তদর্থে স্বগৃহে বা নদ্যাদিতে প্রত্যহ স্নান করিবার বিধান। প্রাতঃস্নানের পর দিবসে আলাদা করে তৈলস্নান ও অন্যান্য যোগবিশেষের স্নান বিধেয়।

প্রাতঃস্নানে ব্রতে শ্রাদ্ধে দ্বাদশ্যাং গ্রহণে তথা।
মদ্যলেপসমং তৈলং তস্মাৎ তৈলং বিবর্জয়েৎ॥

প্রাতঃস্নানে, ব্রতদিনে, শ্রাদ্ধদিনে, দ্বাদশী’তিথিতে, তথা সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ’দিনে তৈলমর্দন করিতে নাই। অবশ্য এই নিষেধ তিল’তৈল বিষয়ক।

অতৈলং সার্ষপং তৈলং যৎ তৈলং পুষ্পবাসিতম্।
অদৃষ্টং পক্কতৈলঞ্চ তৈলাভ্যঙ্গেষু নিত্যশঃ॥

খাঁটি সর্ষপতৈল, পুষ্পবাসিত সুগন্ধিতৈল, আয়ুর্ব্বেদীয় পক্কতৈল ইত্যাদি সর্বদা মর্দনযোগ্য; তাহারা তৈলমধ্যে গণ্য নয়।

শরীর অসুস্থ থাকিলে স্নানের উদ্দেশ্যে (কুশাগ্র দ্বারা বা যেমন সম্ভব) মস্তকে জল ছিটাইয়া, আর্দ্র বস্ত্রে গাত্র মুছিয়া বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিবে। অশুচি ব্যক্তি কোন যোগে কামনাপুর্বক স্নান করিলে, তাহাকে পূর্বে একবার স্নান করিয়া, পরে নিয়মানুযায়ী স্নান করিতে হয়।

বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞোপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ, তথা বিবাহ সংস্কারে পরিণীতা তাহাদিগের স্ত্রীগণ ও তাহাদিগের অবিবাহিতা কন্যাগণ, নিত্য স্নানমন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিবে। অন্যদের ক্ষেত্রে স্নানমন্ত্র পাঠ না করিলেও স্নানফলে অন্যথা হয় না।

নদ্যাদির স্রোতের জলে স্নান করিলে, স্রোতের অভিমুখে; তথা স্রোতহীন জলাশয়ে বা অন্যত্র স্নান করিলে, পূর্বাভিমুখে অর্থাৎ সূর্য্যের অভিমুখে স্নান করিবে। গ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিয়া বা উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করা নিষেধ। গ্রহণ ভিন্ন তথা বিশেষ যোগ ভিন্ন রাত্রিতে স্নান’ও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অবশ্য গঙ্গাস্নান রাত্রিতেও করা চলে।

অস্নাতা নাচরেৎ কর্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।
লালাস্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্॥
অত্যন্ত মলিনো কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেব দিবারাত্রং প্রাতঃস্নানং বিশোধনম্॥

অস্নাত অবস্থায় জপ, পূজা, হোম, ইত্যাদি কোনরূপ কর্ম কখনো করিতে নাই; কারণ, শয়নোত্থান কালে ব্যক্তি লালা, ঘাম ইত্যাদিতে আচ্ছন্ন থাকে। দিবারাত্র অতি স্রাব সংযুক্ত, নবচ্ছিদ্র সমন্বিত এই অতীব মলিন দেহ, প্রাতঃস্নানে বিশেষভাবে শোধন প্রাপ্ত হয়।

মান্ত্রং ভৌমং তথাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চৈব সপ্তস্নানং প্রকীর্ত্তিতম্॥

মান্ত্র স্নান (অর্থাৎ 'আপো হি ষ্ঠা' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠপূর্বক মার্জন), ভৌম স্নান (অর্থাৎ গাত্রে মৃত্তিকা লেপন), আগ্নেয় স্নান (অর্থাৎ অঙ্গে হোমাগ্নি বা গোময় ভস্ম লেপন), বায়ব্য স্নান (অর্থাৎ গাত্রে গো'পদোত্থিত ধূলি মিশ্রিত প্রবাহমান বায়ু গ্রহণ), দিব্য স্নান (অর্থাৎ গাত্রে রৌদ্রসংযুক্ত বৃষ্টিপাত গ্রহণ), বারুণ স্নান (অর্থাৎ নদী, সরোবর ইত্যাদির জলে সর্বাঙ্গ মজ্জন), তথা মানস স্নান (অর্থাৎ বিষ্ণু চিন্তন ও মনন ইত্যাদি) –এহেন সপ্তবিধ স্নানের কথা শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহাদের মধ্যে বারুণ স্নানই মুখ্য তথা দেশ'কালোপযুক্ত।

অবগাহন পদ্ধতি :–

নাভিসম জলে স্রোতাভিমুখ দাড়াইয়া, তথা স্রোতহীনজলে সূর্য্যামুখ হইয়া, হস্তদ্বারা চক্ষুকর্ণাদি আচ্ছাদন করতঃ প্রথমে অমন্ত্রক ডুব দিবে, পরে নিম্ন মন্ত্রাদি পাঠপূর্বক পুনঃ ডুব দিয়া স্নান করিবে। অসমর্থ হইলে, উভয় ক্ষেত্রে মস্তকে জল ছিটাইয়া স্নান করিবে।

স্নানবিধি :—

প্রথমতঃ নিম্ন মন্ত্রে আচমন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ(*) বিষ্ণু॥"

অনন্তর হাতযোড় করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥"

(*) 'ওঁ':— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য "প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন"-গ্রন্থে 'ওঁ'-এর ক্ষেত্রে- 'ঔঁ' অথবা 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

সঙ্কল্প :—

যাহাদের দীক্ষা হইয়াছে, তাহারা হস্তে জল লইয়া নিম্ন মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে। মন্ত্র যথা—

"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে'মাসি(*) অমুকে'পক্ষে(*) অমুক'তিথৌ(*)
অমুক'গোত্রঃ(*) [স্ত্রী– গোত্রাঃ] শ্রী অমুক'শর্ম্মা(**)
অমুক'দেবতা (নিজের ইষ্টদেবতা) প্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে॥"

যাহাদের দীক্ষা হয় নাই, তাহারা হস্তে জল লইয়া নিম্ন মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে। মন্ত্র যথা—

"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে'মাসি(*) অমুকে'পক্ষে(*) অমুক'তিথৌ(*)
অমুক'গোত্রঃ(*) [স্ত্রী– গোত্রাঃ] শ্রী অমুক'শর্ম্মা(**)
শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে॥"

অতঃপর উক্ত জলে নিম্ন মন্ত্রে একহস্ত পরিমিত স্থানে চতুষ্কোণ মণ্ডল তৈরী করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমো নারায়ণায়॥"

তীর্থাদি আবাহন ও মন্ত্র পাঠ :—

নিম্নমন্ত্র পাঠ করতঃ অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সেই স্থানে জল চক্রাকারে আলোড়নপূর্বক তীর্থাদি আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্বক নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

(*) '(অমুকে)মাসি, (অমুক)পক্ষে, (অমুক)তিথৌ, (অমুক)গোত্রঃ':— অদ্য '(অমুকে)মাসি'-তে "অমুক"-এর স্থলে বর্তমান চান্দ্রমাসের নাম; '(অমুকে)পক্ষে'-তে "অমুক"-এর স্থলে বর্তমান কৃষ্ণ বা শুক্ল পক্ষের নাম; '(অমুক)তিথৌ'-তে "অমুক"-এর স্থলে বর্তমান তিথির নাম; তথা 'শ্রী(অমুক)গোত্রঃ'-এর "অমুক"-এর স্থলে নিজের গোত্রের নাম যোগ করিবে। স্ত্রী ও কন্যাগণ অবশ্য 'গোত্রঃ'-এর স্থলে 'গোত্রায়াঃ' বলিবে।

(**) '(অমুক)শর্ম্মা':— অদ্য 'শ্রী(অমুক)শর্ম্মা'-র "অমুক"-এর স্থলে নিজের নাম যোগ করিবে। অদ্যগ্রন্থে সর্বত্র বিপ্রবর্ণের জন্য প্রযোজ্য 'শর্ম্মা' (শর্মন্ = শৃ + মন্) উপনাম (অর্থাৎ বৈদিক উপাধি বা সম্বোধন) ব্যবহৃত হইয়াছে (যাহার অর্থ ব্রাহ্মণ বা কল্যাণকারক); প্রাচীনস্মৃতিতে যাহা শর্ম্মা, নব্যস্মৃতিতে তাহাই দেবশর্ম্মা। বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত বিপ্রগণ অদ্য ক্রিয়া-কর্মে 'শর্ম্মা' বলিবে। অন্যদের ক্ষেত্রে উক্ত বর্ণভিন্নে 'শর্ম্মা'-র স্থলে প্রযুক্ত উপনাম ব্যবহার করিতে হইবে।

"ওঁ বিষ্ণোঃ পাদ-প্রসুতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নঃ তেনসঃ তস্মাদ্ আজন্ম মরণান্তিকাৎ॥

তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি॥

নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবা সিতা॥

বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোক প্রসাদিনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তি-প্রদায়িনী॥

এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে চ যঃ পঠেৎ।
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥"

"ওঁ ভাগীরথি ভোগবতি জাহ্নবি ত্রিদশেশ্বরি।
ত্বয়ি স্নানং করোমি অদ্য পাপং মে হর জাহ্নবি॥"

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র সহকারে নিজের মস্তকে তিন অঞ্জলি জল সেচন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ নমো নারায়ণায়॥"

মৃত্তিকা লেপন ও মন্ত্র পাঠ :—

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র পাঠপূর্বক তীরস্থ মৃত্তিকা গায়ে লেপন করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্॥

উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেণ শতবাহুনা।
নমস্তে সর্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্বং পাপং প্রমোচয়॥"

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
ত্রাহি গঙ্গে নমস্তুভ্যং সর্বতীর্থসমন্বিতে॥"

"ওঁ বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি॥

শ্রদ্ধয়া ভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতে নাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥"

"ওঁ গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রুয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥"

"ওঁ সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাসিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥"

"ওঁ পাপোঽহং পাপকর্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বপাপ হরো হরি॥"

স্নান ও অভিষেক :—

উক্ত মন্ত্র পাঠান্তে তিনবার ডুব দিয়া স্নান করিবে; অসমর্থ হইলে মস্তকে জল ছিটাইয়া স্নান করিবে। দীক্ষিতগণ সেই জলে নিজ ইষ্টদেবতার চরণারবিন্দ'নিঃসৃত জলে স্নান করিতেছি, এহেন ভাবনা করিয়া ইষ্টদেবতার ধ্যানপূর্বক ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নালিকা ও মুখ বন্ধ করিয়া তিনবার ডুব দিয়া বা মস্তকে জল ছিটাইয়া স্নান করিবে। অতঃপর দীক্ষিতগণ জলের উপর তিনবার "মূলমন্ত্র" জপ করিয়া; নিম্ন মন্ত্রে জল লইয়া ইষ্টদেবতার নামোল্লেখে নিজের মস্তক তিনবার অভিষিক্ত করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুকীং দেবীং (অমুকং দেবং) অভিষিঞ্চামি স্বাহা(*)॥"

সূর্য্যপ্রণাম:—

স্নানান্তে নিম্ন মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

(*) 'স্বাহা':— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য "প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন"-গ্রন্থে 'স্বাহা'-এর ক্ষেত্রে- 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

–:: সন্ধ্যা বিধি ::–

'সন্ধ্যা' শব্দ বলিতে সম্যক্‌রূপে পরব্রহ্মের ধ্যান (চিন্তন ও উপাসনাদি) বোঝায়। দিন ও রাত্রি রূপে দ্বিধা'বিভক্ত দিবসে দিন, রাত্রি, তথা পূর্বাহ্ন এবং অপরাহ্নের সন্ধিস্থলে উপাসনা করা হয় বলিয়া, তাহা সন্ধ্যা নামে পরিচিত। সন্ধ্যা ত্রিকাল ব্যাপী। প্রথমতঃ, রাত্রির শেষ একদণ্ড ও দিনের প্রথম একদণ্ড (অর্থাৎ এই দুই দণ্ড) হইল প্রথম সন্ধিস্থল; এই সময়ে প্রাতঃসন্ধ্যা করা হয় বলিয়া, এই সময়কে প্রাতঃসন্ধ্যা'কাল বলে। দ্বিধা বিভক্ত দিবসের পূর্বাহ্ন ও অপরাহ্নের সংযোগ' ক্ষণের পূর্বের একদণ্ড ও পরের একদণ্ড (অর্থাৎ এই দুই দণ্ড) হইল দ্বিতীয় সন্ধিস্থল; এই সময়ে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করা হয় বলিয়া, তাহাকে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা'কাল বলে। আবার দিবসের শেষ ভাগে অর্থাৎ সূর্যাস্তের পূর্বের একদণ্ড ও পরের একদণ্ড (অর্থাৎ এই দুই দণ্ড) হইল তৃতীয় সন্ধিস্থল; এই সময়ে সায়ংসন্ধ্যা করা হয় বলিয়া, তাহাকে সায়ংসন্ধ্যা'কাল বলে।

উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥

দিন ও রাত্রির সন্ধিসময়ে যে উপাসনা করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সন্ধ্যা বলিয়া থাকেন। সন্ধ্যাকালে উপাস্য দেবতার (সবিতৃরূপ পরব্রহ্মের) সন্ধ্যা (অর্থাৎ ধ্যান, চিন্তন ও উপাসনাদি) করা কর্তব্য। যদিও ঈশ্বর সর্বদা সকল পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান; এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, সকল-প্রকার জঙ্গম ও পর্বত, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি স্থাবর সমুদায় সকলই, তন্ময়; তথাপি তাঁহার উপাসনা করা প্রয়োজন।

ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥

দুগ্ধের অন্তর্গত ঘৃত গাভীর শরীরে সর্বদা বর্তমান থাকিয়াও তাহার অঙ্গপুষ্টি করে না; বরং সেই দুগ্ধকে বাহ্যিক কার্য্যবিশেষে ঘৃতরূপে পরিণত করিয়া, ক্ষতাদি রোগের শান্তির নিমিত্তে ঔষধরূপে পরিণত করিলে, তাহাদিগের রোগাদিরও বিশেষ উপশম সাধন করে। অনুরূপ, পরমেশ্বরের সত্তা সকল জীব'শরীরে অবস্থিত থাকিলেও, তাহা সম্যক ধ্যান উপাসনা বিহীন মানব'সকলের হিতসাধনে যথোপযোগী পোষন বা আনুকুল্য সাধন করে না। তজ্জন্য অধ্যাত্মপূর্ণ বিশেষ ধর্ম-কর্মাদিরও প্রয়োজন।

যা সন্ধ্যা সা তু গায়ত্রী দ্বিধাভূত্বা প্রতিষ্ঠিতা।
সন্ধ্যা চোপাসিতা যেন বিষ্ণুস্তেন উপাসিতঃ॥
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রঃ তেজসা তপসা তদা।
তৎপাদপদ্ম রজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা॥
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপুতো হি যো দ্বিজঃ।
অনর্হঃ কর্মণাং বিপ্রঃ সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্মতঃ॥

যিনি সন্ধ্যা, তিনিই গায়ত্রী, দ্বিধামূর্তিতে এক’ই। যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তাঁহার বিষ্ণু উপাসনা করা হয়। আজীবন যিনি সন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি তেজ ও তপস্যায় সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান হইয়া থাকেন; তাঁহার পদধূলি দ্বারা বসুন্ধরা পবিত্রা হন। সন্ধ্যাপূত তেজস্বী দ্বিজগণ জীবন্মুক্ত। যে বিপ্রগণ সন্ধ্যা উপাসনা করেন না, তাঁহারা অশুচির ন্যায় কোনোরূপ ধর্মকর্মে অধিকারী হন না।

অব্রাহ্মণান্ত ষট্ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।
আদ্যো রাজভৃত্যস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী॥
তৃতীয়ো বহুযাজ্যঃ স্যাচ্চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভূতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ॥
অনাদিত্যাঞ্চ যঃ পূর্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ॥

শাতাতপ স্মৃতি ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের কথা বলিয়াছেন, যা ঋষি পরম্পরা ও তত্ত্ববাদী’গণ দ্বারা স্বীকৃত; যথা— প্রথমত, রাজার ভৃত্য; দ্বিতীয়, ক্রয়-বিক্রয়’কারী; তৃতীয়, বহুযাজ্য অর্থাৎ যাহার বহু যজমানাদি আছে; চতুর্থ, গ্রামযাজক অর্থাৎ যে বারোয়ারি পূজা করে; পঞ্চম, যে নগরবাসী ও গ্রামবাসী দ্বারা ভরণীয়; এবং ষষ্ঠ, যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-উপাসনা বিহীন।

সন্ধ্যামুপাসতে যে তু নিয়তং সংশিতব্রতাঃ।
বিধুতপাপাস্তে যান্তি ব্রহ্মলোকং সনাতনম্॥

যাঁহারা নিয়মাবলম্বী হইয়া নিত্য সন্ধ্যা উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অক্ষয় ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

নিশায়াং বা দিবা বাপি যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ।
ত্রিকালসন্ধ্যাকরণাৎ তৎসর্বং বিপ্রণশ্যতি॥

রাত্রিকালে কিংবা দিনমানে অজ্ঞানকৃত যত পাপই হউক না কেন, ত্রিকাল সন্ধ্যা দ্বারা (অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, সায়ংসন্ধ্যা উপাসনা দ্বারা) সেই সকল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ঋষয়ো দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদ্ দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়ুঃ।
প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্চসমেব চ॥

ঋষিগণ অধিক ক্ষণ সন্ধ্যা উপাসনা করেন বলিয়া তাঁহারা ইহলোকে দীর্ঘায়ু, জ্ঞান-বুদ্ধি, যশ, কীর্তি ও ব্রহ্মতেজ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতঃ প্রাতঃ-মধ্যাহ্ন-সায়ং কালভেদে যথাক্রমে তিনবার অর্থাৎ প্রাতঃকালীন, মধ্যাহ্নকালীন এবং সায়ংকালীন সন্ধ্যা করা একান্ত কর্তব্য।

সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু ন চ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
গয়ত্রীং দশধা জপ্ত্বা পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥
সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ পিতৃহা ভবেৎ॥

সন্ধ্যার সময়কাল অতিবাহিত হইলে অর্থাৎ নির্ধারিত সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা করিতে না পারিলে, প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে দশবার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করা বিধেয়। সংক্রান্তি, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী এবং শ্রাদ্ধবাসরে সায়ংসন্ধ্যা করা উচিত নয়; তজ্জন্য সাধ্যানুসারে বা অন্ততঃ দশবার গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য। ইহ বিধি বৈদিক সন্ধ্যাবিষয়ে জানিবে। অনুরূপ, জন্মমরণাশৌচেও বৈদিক সন্ধ্যা করিতে নাই; সেক্ষেত্রে সাধ্যানুসারে গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা কোনদিনই নিষিদ্ধ নয়। যাহারা তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অধিকারী, তাহারা সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইলে ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ করিবার পর সন্ধ্যা করিবে।

যখন সন্ধ্যা করিবে, তখন কাহারও সহিত কথা বলিবে না, কথা বলিলে বা হাই তুলিলে, বা হাঁচি বা থুথু ফেলিলে, অধোবায়ু পরিত্যাগ করিলে, নিদ্রাকর্ষণ হইলে, বিষ্ণুনাম (তান্ত্রিক সন্ধ্যায়, ইষ্টনাম) স্মরণ করিয়া দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিয়া পুনঃ আচমন করিবে।

সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ॥

যদি কোনো ক্রমে সন্ধ্যা পতিত হয়, অর্থাৎ না করা হয়, সেই ক্ষেত্রে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবার বিধান। কোনো কারণে পূর্বসন্ধ্যা না করিতে পারিলে বা ভ্রমবশতঃ পূর্ব সন্ধ্যায় বিঘ্ন ঘটিলে, সেই সন্ধ্যা সম্পন্ন করিবার পর তৎকালীন অন্য সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়। সন্ধ্যার ক্ষেত্রে পূর্বমুখ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, পূর্ব বা উত্তরমুখ হইয়া মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয়।

–:: তান্ত্রিক সন্ধ্যা ::–

তান্ত্রিক সন্ধ্যায় সকলেরই অধিকার। দীক্ষিত মাত্রেরই ইহা একান্ত কর্তব্য। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক সন্ধ্যোপাসনা সমাপন করিয়া পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। সন্ধ্যাকাল উত্তীর্ণ হইলে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্তে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া তারপর উক্ত সন্ধ্যা করিবে। পুরুষগণ মৃতাশৌচে; এবং স্ত্রীগণ মৃতাশৌচে, মাসিক রজঃস্বলার চারদিন, তথা আঁতুড়ের অশৌচ-কালে, কেবলমাত্র ইষ্ট মন্ত্র জপ করিবে। পর্বাদিতে তান্ত্রিক সন্ধ্যা নিষিদ্ধ নয়।

আচমন :–

শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে 'শ্রীবিষ্ণু' এবং ইষ্ট'দেবতাকে স্মরণ করিবে। অতঃপর জলপাত্র হইতে জল লইয়া [দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি (অর্থাৎ গরুর কান'এর ন্যায় হাতের তেলো) করিয়া, তন্মধ্যে একটি মাত্র মাষকলাই ডুবিতে পারে, এই পরিমান জল লইয়া], ইষ্ট'স্মরণ করিতে-করিতে, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করতঃ, ঐ জল ত্রিধা (অর্থাৎ তিনবার), ব্রাহ্মতীর্থ(*) দ্বারা পান করিবে, যেন গলা পর্য্যন্ত ভিজিতে পারে; এর অধিক বা কম পরিমান জলে শোণিত'পানের ফল হয়। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ(**) আত্মতত্ত্বায় স্বাহা(***)॥" । "ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা॥" । "ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা॥"

অতঃপর দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশ দ্বারা, দক্ষিণপ্রান্ত হইতে বামপ্রান্তের প্রতি ওষ্ঠাধর মুছিবে। তৎপশ্চাৎ মধ্যের তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে। উক্ত অচমনের পর চক্ষুঃকর্ণনাসিকাদি ইন্দ্রিয়সকল স্পর্শ করিবার বিধান; ইহাতে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের শান্তি বিধান হয়। পরে অবশ্যই উক্ত হস্ত প্রক্ষালন করিয়া লইবে।

(*) 'আচমনাদি':— 'ব্রাহ্মতীর্থে' আচমন করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশকে 'ব্রাহ্মতীর্থ' বলে; একযোগে প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রভাগকে (একত্রে) 'দেবতীর্থ' বা 'দৈবতীর্থ' বলে। তর্জনীর মূলদেশ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যদেশকে 'পিতৃতীর্থ' বলে। এবং কনিষ্ঠার মূলদেশকে 'প্রজাপতিতীর্থ' বা 'কায়তীর্থ' বলে। পুনঃ, দক্ষিণহস্তের মধ্যবর্তী তালু'কে 'অগ্নিতীর্থ' বলে; বামহস্তের মধ্যবর্তী তালু'কে 'সোমতীর্থ' বলে। তাছাড়া, অঙ্গুলিদের ভাঁজ এবং সন্ধিক্ষেত্র'কে 'ঋষিতীর্থ' বলে। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি 'দেবতীর্থ' দ্বারা করিতে হয়; ঋষিগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি 'কায়তীর্থ' দ্বারা করিতে হয়; এবং পিতৃগণদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি 'পিতৃতীর্থ' দ্বারা করিতে হয়।

(**) 'ওঁ':— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য "প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন"-গ্রন্থে 'ওঁ'-এর ক্ষেত্রে- 'ঔঁ' অথবা 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

(***) 'স্বাহা':— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য গ্রন্থে নির্ধারিত 'স্বাহা'-এর ক্ষেত্রে- 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

গুর্বাদি স্মরণ :–

অনন্তর ক্রমানুসারে নিম্ন মন্ত্রে গুরুঃ আদি প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা:—

বাম'ভাগে—

"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ॥"

বাম-সম্মুখ'কোণে—

"ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ॥"

সম্মুখ'ভাগে—

"ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ॥"

সম্মুখ-দক্ষিণ'কোণে —

"ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ॥"

দক্ষিণ'ভাগে—

"গাং গণেশায় নমঃ॥"

ললাটে—

মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক "শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ॥"

(অমুক দেবতার স্থলে নিজ ইষ্ট দেবতার নাম বলিবে।)

জলশুদ্ধি :–

সম্মুখের মাটিতে একটি ত্রিকোণ'মণ্ডল, তাহার উপর গোলাকার এবং তাহার উপর একটি চতুষ্কোণ'মণ্ডল অঙ্কন করিয়া, কোশা'টি তাহার উপর বসাইয়া "ওঁ" মন্ত্রে তিনবার জল ঢেলে কোশা'টি ত্রি'চতুর্থাংশভাগ জলপূর্ণ করিয়া; তাহার অগ্রভাগে একটি তুলসীপত্র স্থাপন করিবে (সম্ভব হইলে, পুষ্প, বিল্বপত্র, আতপ চাউল এবং দূর্বা'ও স্থাপন করিবে)। অনন্তর নিম্ন মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায়(*) সেই জল চক্রাকারে আলোড়নপূর্বক তীর্থাদি আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

সেই জলে ধেনুমুদ্রা(**) ও মৎস্যমুদ্রা(***) দেখাইয়া "মূল মন্ত্র" অন্ততঃ দ্বাদশবার জপ করিবে। অতঃপর কুশদ্বারা বা তদ্যভাবে তত্ত্বমুদ্রা(****) দ্বারা, "মূল মন্ত্র" উচ্চারণপূর্বক, সেই জল বার'ত্রয় ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে, এবং সপ্ত'বার নিজের মস্তকে ছিটাইয়া অভিষেক করিবে।

(*) 'অঙ্কুশ-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাকে সোজা বাহির করিয়া, তাহার মধ্যপর্বে তর্জনী যোগ করিয়া, তর্জনীর অগ্রভাগ একটু বাঁকাইলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়।

(**) 'ধেনু-মুদ্রা':— বামহস্তের কনিষ্ঠায় দক্ষিণহস্তের অনামিকা, দক্ষিণ কনিষ্ঠায় বাম অনামিকা, বাম তর্জনীতে দক্ষিণ মধ্যমা এবং দক্ষিণ তর্জনীতে বাম মধ্যমা সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়।

(***) 'মৎস্য-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া রাখিয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশে বামহস্তের তলদেশ সংযুক্ত করিয়া, উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িতে থাকিলে মৎস্যমুদ্রা হয়।

(****) 'তত্ত্ব-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া রাখিয়া, সেই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যোগ করিলে তত্ত্বমুদ্রা হয়।

অঙ্গন্যাস :—

অঙ্গ ন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ, নিম্ন মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগ দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ॥"

অতঃপর নিম্নমন্ত্রে মাধ্যমা ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রীং শিরসে স্বাহা(*)॥"

অতঃপর নিম্নমন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রূং শিখায়ৈ বষট্(*)॥"

নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণ ও বামহস্তের সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহু'দ্বয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রৈং কবচায় হুং(*)॥"

নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্র'ত্রয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্(*)॥"

অতঃপর নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া, বাম করতলে আঘাত করিয়া তালি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্(*)॥"

করন্যাস :—

কর ন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ, নিম্ন মন্ত্রে উভয় হস্তের তর্জনী দ্বারা, সেই-সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥"

পরে নিম্ন মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের তর্জনীকে স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা॥"

(*) 'স্বাহা', 'বষট্', 'হুঁ', 'বৌষট্', 'ফট্' :— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য গ্রন্থে নির্ধারিত 'স্বাহা', 'বষট্', 'হুঁ', 'বৌষট্' এবং 'ফট্'-এই সকলের ক্ষেত্রে- 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

পরে নিম্ন মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের মধ্যমাকে স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্॥"

পরে নিম্ন মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের অনামিকাকে স্পর্শ করিবে। যথা—

"ওঁ হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং॥"

পরে নিম্ন মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের কনিষ্ঠাকে স্পর্শ করিবে। যথা—

"ওঁ হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্॥"

অতঃপর নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া, বাম করতলে আঘাত করিয়া তালি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥"

ঋষ্যাদিন্যাস :—

ঋষি আদি ন্যাসের ক্ষেত্রে 'তত্বমুদ্রা' দ্বারা উপাস্যদেবতাকে স্মরণ করতঃ উপাস্য দেবতার অনুবর্তী নিম্নোক্ত ঋষ্যাদির ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবে। যে যে স্থানে অমুক দেওয়া আছে, সেই-সেই স্থানে অমুকের পরিবর্তে মন্ত্রের যে ঋষি, ছন্দ ও দেবতা আছেন, তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিবে। (ঋষ্যাদি ন্যাসের ঋষি, ছন্দ ও দেবতা ইত্যাদি অদ্য গ্রন্থের অন্তে, 'ইষ্ট'দেবতার মন্ত্রাদি'তে আলাদা করিয়া দেওয়া আছে)।

প্রথমত, নিম্ন মন্ত্রে 'তত্বমুদ্রা' দ্বারা নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুক ঋষয়ে নমঃ॥"

অতঃপর নিম্ন মন্ত্রে নিজের মুখ স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুক ছন্দসে নমঃ॥"

অতঃপর নিম্ন মন্ত্রে নিজের হৃদয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ॥"

অঘমর্ষণ :—

বামহস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করতঃ "হং যং রং বং লং" —এই মন্ত্র ঐ জলের উপর বার'ত্রয় জপ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া; "মূল মন্ত্র" উচ্চারণপূর্বক

বামহস্তের অঙ্গুলির ছিদ্র হইতে গলিত জলবিন্দু'কে দক্ষিণহস্তে তত্ত্ব'মুদ্রা' দ্বারা সপ্ত'বার নিজের মস্তকে ছিটাইয়া অভ্যুক্ষণ করতঃ; বামহস্তস্থ শেষ জল দক্ষিণহস্তে আনিয়া, ঐ জলকে তেজোময় চিন্তা করিয়া, বাম নাসায় আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণ নাসায় নিঃসরণ করিয়া, এহেন অনুভব করিবে যে—

"আমার শরীরস্থ পাপ'পুরুষ "হং যং রং বং লং(*)" —মন্ত্রে অর্থাৎ 'আকাশবীজে লঘু হইয়া', 'বায়ুবীজে শুষ্ক হইয়া', 'বহ্নিবীজে দগ্ধ হইয়া', 'জলবীজে ধৌত হইয়া' (সেই জল কৃষ্ণবর্ণ হইয়া), 'পৃথিবীবীজে বহির্গত হইয়াছে', এবং এখন আমার এই দেহ এবং অভ্যন্তর শুদ্ধ ও পাপ রহিত হইয়াছে।"

—এহেন চিন্তন করিয়া উক্ত হস্তের জল বামপার্শ্বের মাটিতে নিক্ষেপ করিবে। এইপ্রকারে বার'ত্রয় জলগ্রহণ এবং বার'ত্রয় রেচন'কে অঘমর্ষণ বলে। অঘমর্ষণের পর অবশ্য হস্ত প্রক্ষালন করিবে।

সূর্য্যার্ঘ্য :—

অতঃপর পূর্বোক্ত নিয়মে আচমন করিয়া নিম্ন মন্ত্রে সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদ্রব্য (অর্থাৎ জল, আতপ চাউল, দূর্বা, রক্তপুষ্প ইত্যাদি) অথবা কেবল জল দ্বারা সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ হ্রীং হংস ঘৃণি সূর্য্য ইদমর্ঘ্যং তুভ্যং স্বাহা॥"

তৎপরে নিম্ন মন্ত্রে ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলিরূপ বার'ত্রয় অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা॥"

গায়ত্রীর ধ্যান :—

অনন্তর, কূর্মমুদ্রা(**)সহকারে, যে সময়ের সন্ধ্যা সেই সময়ের ধ্যান পাঠ করিবে। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন, এই তিন সময়ে গায়ত্রীরূপী পরমদেবতা তিন মূর্তিতে ধ্যেয়া।

(*) 'হং যং রং বং লং':— ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম -এই পঞ্চতত্ত্বের পঞ্চবীজ হয়। তাহাই অপরপক্ষে আকাশবীজ 'হং', বায়ুবীজ 'যং', বহ্নিবীজ 'রং', বরুণ বা জলবীজ 'বং' এবং পৃথিবীবীজ 'লং'।

(**) 'কূর্ম-মুদ্রা':— বামহস্ত ঊর্দ্ধমুখ করতঃ তাহার তর্জনীতে অধোমুখীকৃত দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিয়া, দক্ষিণহস্তের তর্জনীতে বাম অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিয়া, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ উঁচু করিয়া রাখিয়া, বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠার পৃষ্ঠদেশ দক্ষিণহস্তের ভেতরের কোলে সংযুক্ত করিবে; এবং দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকাকে বামহস্তের পিতৃতীর্থে (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগে) উপুড় করিয়া সংলগ্ন করতঃ, দক্ষিণহস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিলে কূর্মমুদ্রা হয়।

প্রাতঃকালে গায়ত্রীদেবী নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা, রক্তবর্ণা, পুস্তক ও জপমালা ধারিণী, মৃগচর্ম পরিধানা, সৃষ্টিকর্ত্রী ব্রাহ্মী মূর্তি; মধ্যাহ্নকালে সেই গায়ত্রীদেবী শ্যামবর্ণা, চতুর্বাহুযুক্তা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, স্থিতিকর্ত্রী বৈষ্ণবী মূর্তি; এবং সায়াহ্নে সেই গায়ত্রীদেবী বরদা, শুক্লবর্ণা, শুক্লবস্ত্রপরিধানা, বৃষবাহনা, ত্রিনয়না, বর-পাশ-নর-কপালধারিণী, সূর্য্যমণ্ডলস্থা সংহারকর্ত্রী মাহেশ্বরী মূর্তি।

প্রাতঃকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধার'কমলে দ্রব্যকাঞ্চনের ন্যায়, তরুণ'তপনপ্রভা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে; মধ্যাহ্নকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে অনাহত'কমলে কোটি'ভাস্করসন্নিভা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে; সায়াহ্নকালে কুণ্ডলিনী শক্তিকে আজ্ঞা'পদ্মে কোটি'শশাঙ্কসম প্রভাববিশিষ্টা চিন্তা করতঃ ধ্যান করিবে। মন্ত্র যথা—

প্রাতঃকালের ধ্যান—

"ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥"

মধ্যাহ্নকালের ধ্যান—

"ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥"

সায়াহ্নকালের ধ্যান—

"ওঁ বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সুর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ॥"

গায়ত্রী জপ :—

পঞ্চোপাসক পরম্পরা অনুযায়ী যে যেই'দেবতার উপাসক, সেই'দেবতার গায়ত্রী মনে-মনে জপ করিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় একশত-আট বার গায়ত্রী জপ করিবে; অসমর্থ হইলে অষ্টাদশ বা অন্ততঃ দশবার জপ করিবে। করমালা অনুসারে জপ করিলে— প্রাতঃসন্ধ্যায় বুকের কাছে বাম হস্ত ঊর্ধ্বে চিৎভাবে রাখিয়া, তাহার উপর দক্ষিণ হস্ত চিৎ করিয়া রাখিয়া জপ করিবে; মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় বুকের দিকে দক্ষিণ হস্ত বক্রভাবে রাখিয়া তাহার উপর বাম হস্ত সেই ভাবে রাখিয়া জপ করিবে; এবং সায়ংসন্ধ্যায় বুকের কাছে দক্ষিণ হস্ত অধোমুখে রাখিয়া তাহার

উপর বাম হস্ত অধোমুখে রাখিয়া জপ করিবে। জপকালে করমালায় সংখ্যা রাখিতে যথাক্রমে নিম্ন বিধি অনুসরণ করিবে—

- পুরুষদেবতার ক্ষেত্রে : অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব দ্বারা, ক্রমে অনামিকার মধ্যপর্ব ও মূলপর্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব; অনামিকার অগ্রপর্ব, মধ্যমার অগ্রপর্ব এবং তর্জনীর অগ্র, মধ্য ও মূলপর্ব ধরিয়া (অর্থাৎ এই দশপর্বে) ইষ্ট চিন্তন সহকারে মন্ত্র জপ করিবে।

- স্ত্রীদেবতার ক্ষেত্রে : অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব দ্বারা, ক্রমে অনামিকার মধ্যপর্ব ও মূলপর্ব; কনিষ্ঠার মূল, মধ্য ও অগ্রপর্ব; অনামিকা অগ্রপর্ব; মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূলপর্ব এবং তর্জনীর মূলপর্ব ধরিয়া (অর্থাৎ এই দশপর্বে) ইষ্ট চিন্তন সহকারে মন্ত্র জপ করিবে।

করমালায় জপের ক্ষেত্রে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রপর্ব দ্বারা প্রত্যেক অঙ্গুলির পর্ব ধরিবে, অঙ্গুলির গ্রন্থি অর্থাৎ গাঁইট তথা অঙ্গুলির অগ্রভাগ ধরিবে না। তাছাড়া রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি মালাতেও জপ সম্পন্ন করা যায়। (ইষ্ট’দেবতার গায়ত্রী মন্ত্র ইত্যাদি অদ্য গ্রন্থের অন্তে, ‘ইষ্ট’দেবতার মন্ত্রাদি’তে আলাদা করিয়া দেওয়া আছে)।

গায়ত্রী বিসর্জন :—

অনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জলত্যাগপূর্বক ইষ্টদেবতার গায়ত্রী জপ বিসর্জন করিবে। মন্ত্র যথা—

বিষ্ণু বিষয়ে বিসর্জন মন্ত্র—

“ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ জনার্দন॥”

শিব বিষয়ে বিসর্জন মন্ত্র—

“ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর॥”

অন্য পুরুষদেবতা বিষয়ে বিসর্জন মন্ত্র—

“ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥”

শক্তি বিষয়ে বিসর্জন মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি॥"

অন্য স্ত্রীদেবতা বিষয়ে বিসর্জন মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥"

তান্ত্রিক তর্পণ :—

তর্পণ স্নানেরই অঙ্গ; কিন্তু মহানির্বাণ তন্ত্রের মতে সন্ধ্যাতে তর্পণ করা বিধেয়। তান্ত্রিক তর্পণে দীক্ষিত ব্যক্তি'মাত্রেই অধিকারী, বৈদিক তর্পণের ন্যায় ইহাতে অধিকারী ভেদ নাই। সন্ধ্যাতে তর্পণ করিলে, কেবলমাত্র মধ্যাহ্নসন্ধ্যায় করিবে। তর্পণ করিবার সময় নিম্নোক্ত এক একটি মন্ত্র বলিয়া, বামহস্তে তত্ত্বমুদ্রার দ্বারা জল প্রদান করিবে। প্রথমে দেবতর্পণ এবং তৎপরে ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। শক্তি উপাসকগণ প্রত্যেককে এক-এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে; এবং অন্যান্যগণ প্রতেকে তিন-তিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

দেবতর্পণ—

"ওঁ দেবান্ তর্পয়ামি॥" "ওঁ ঋষীন্ তর্পয়ামি॥" "ওঁ পিতৃন্ তর্পয়ামি॥"
"ওঁ গুরুন্ তর্পয়ামি॥" "ওঁ পরমগুরুন্ তর্পয়ামি॥" "ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুন্ তর্পয়ামি॥"

তৎপরে "মূল মন্ত্র" পূর্বে যোগ করিয়া নিম্নোক্ত ইষ্টদেবতার তর্পণ করিবে। প্রত্যেক উপাসকগণ পঞ্চবিংশতি, দশ বা অসমর্থ হইলে তিন অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

শক্তিদেবতার পক্ষে—

"ওঁ অমুকীদেবীং তর্পয়ামি স্বাহা॥"

"ওঁ অমুকদেবতায়াঃ পরিবারান্ তর্পয়ামি॥"

অন্যদেবতার পক্ষে—

"ওঁ অমুকীদেবতাং তর্পয়ামি নমঃ॥"

"ওঁ অমুকদেবতায়াঃ পরিবারান্ তর্পয়ামি॥"

ইষ্টমন্ত্র জপ :—

মনে-মনে ইষ্টদেবতার মূর্তি চিন্তন করিয়া, গুরু, দেবতা, ও মন্ত্র এই তিনটিকেই স্মরণ করিয়া যথাবিধ "ইষ্টমন্ত্র" জপ করিবে। প্রত্যেক সন্ধ্যায় একশত-আট বার বা অসমর্থ হইলে অন্ততঃ অষ্টাদশ বার "ইষ্টমন্ত্র" জপ করিবে। "ইষ্টমন্ত্র" জপ রুদ্রাক্ষ ইত্যাদি মালাতেও সম্পন্ন করা যায়। করমালা অনুসারে জপ করিলে এবং তাহাতে সংখ্যা রাখিতে যথাক্রমে উপরোক্ত 'গায়ত্রী জপ'-এর বিষয়ে (পুরুষদেবতা এবং স্ত্রীদেবতার ক্ষেত্রে) দেওয়া বিধি অনুসরণ করিবে।

জপ সমর্পণ :—

অনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জলত্যাগপূর্বক ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে জপ সমর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

বিষ্ণু বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ জনার্দন॥"

শিব বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর॥"

অন্য পুরুষদেবতা বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

শক্তি বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি॥"

অন্য স্ত্রীদেবতা বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥"

প্রাণায়াম :—

অনন্তর "মূল মন্ত্র" সহকারে প্রাণায়াম (অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক এবং রেচক) করিবে। অদ্য পূরক, কুম্ভক এবং রেচকের অনুপাত ১,৪,২, হইবে। অনেকের মতে সেটি ২,১,২, হইবে।

[পূরক, কুম্ভক, রেচক –এই তিন প্রক্রিয়ার নাম প্রাণায়াম। দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বারা দক্ষিণ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া বাম'নাসিকা দ্বারা ধীরে-ধীরে শ্বাস গ্রহণ করার নাম 'পূরক'। উক্ত দক্ষিণ'নাসিকা টিপিয়া রাখিয়া, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম'নাসিকা একসঙ্গে টিপিয়া ধরিয়া শ্বাস বন্ধ রাখার নাম 'কুম্ভক'। অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বাম'নাসিকা টিপিয়া রাখিয়া, দক্ষিণ'নাসা হইতে অঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া, ধীরে-ধীরে শ্বাস ত্যাগ করার নাম 'রেচক'।]

ইষ্টদেবতার প্রণাম মন্ত্র :—

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্বক ইষ্টদেবতার ধ্যান ও প্রনামমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। (ইষ্ট'দেবতার উক্ত মন্ত্রাদি অদ্য গ্রন্থে অন্তে, 'ইষ্ট'দেবতার মন্ত্রাদি'তে দেওয়া আছে)।

ক্ষমা প্রার্থনা :—

নিম্ন মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল প্রদান করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি#॥"

শক্তিদেবতার ক্ষেত্রে যেমন 'সুরেশ্বরি' বলিবে, তেমনি পুরুষদেবতার ক্ষেত্রে 'সুরেশ্বরি'-স্থলে 'সুরেশ্বর' বলিবে; পুনঃ, বিষ্ণুদেবতার ক্ষেত্রে 'জনার্দন' এবং শিবের ক্ষেত্রে 'মহেশ্বর' বলিবে।

গুরু প্রণাম মন্ত্র :—

অতঃপর নিম্ন মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুদেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

অতঃপর নিম্নোক্ত শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কৃত "গুরুপাদুকা স্তোত্র" পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

অনন্তসংসার-সমুদ্রতার-নৌকায়িতাভ্যাং গুরুভক্তিদাভ্যাম্।
বৈরাগ্যসাম্রাজ্যদ-পূজনাভ্যামং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥১॥
কবিত্ববারাশি-নিশাকরাভ্যাং দৌর্ভাগ্য-দাবাম্বুদ-মালিকাভ্যাম্।
দূরীকৃতানম্র-বিপত্তিতাভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥২॥
নতা যয়োঃ শ্রীপতিতাং সমীয়ুঃ কদাচিদপ্যাশু দরিদ্রবর্যাঃ।
মূকাশ্চ বাচস্পতিতাং হি তাভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥৩॥
নালীকনীকাশ-পদাহৃতাভ্যাং নানাবিমোহাদি-নিবারিকাভ্যাম্।
নমজ্জনাভীষ্ট-ততিপ্রদাভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥৪॥
নৃপালিমৌলি-ব্রজরত্নকান্তি-সরিদ্বিরাজজ্ঝষ-কন্যকাভ্যাম্।
নৃপত্বদাভ্যাং নতলোকপঙ্ক্তেঃ নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥৫॥
পাপান্ধকারার্ক-পরম্পরাভ্যাং তাপত্রয়াহীন্দ্র-খগেশ্বরাভ্যাম্।
জাড্যাব্ধি-সংশোষণ-বাড়বাভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥৬॥
শমাদিষট্কপ্রদ-বৈভবাভ্যাং সমাধিদান-ব্রতদীক্ষিতাভ্যাম্।
রমাধবাঙ্ঘ্রি-স্থিরভক্তিদাভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥৭॥
স্বার্চাপরাণামখিলেষ্টদাভ্যাং স্বাহাসহায়াক্ষ-ধুরন্ধরাভ্যাম্।
স্বান্তাচ্ছভাব-প্রদপূজনাভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥৮॥
কামাদিসর্প-ব্রজগারুড়াভ্যাং বিবেকবৈরাগ্য-নিধিপ্রদাভ্যাম্।
বোধপ্রদাভ্যাং দ্রুতমোক্ষদাভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্॥৯॥

সন্ধ্যা সমাপন :—

পরিশেষে সংহারমুদ্রা(*) দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে ইষ্টদেবতাকে স্বহৃদয়ে আনয়ন ও স্থাপন করতঃ সন্ধ্যা সমাপন করিতে হয়।

॥ ইতি তান্ত্রিক সন্ধ্যা সমাপ্ত ॥

(*) 'সংহার-মুদ্রা':— বামহস্তকে উপুড় করিয়া রাখিয়া তার উপর দক্ষিণহস্তকে চিৎ করিয়া রাখিয়া, বামহস্তের অঙ্গুলিগুলির মধ্যে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলিগুলি প্রবেশ করাইয়া, একটি মোচড় দিয়া উভয় হস্ত ঘুরাইয়া, তর্জনীদ্বয় বাহির করিয়া লইলে সংহারমূদ্রা হয়।

–:: সংক্ষেপ সন্ধ্যা ::–

কোন কারণে সন্ধ্যা করিতে অশক্ত হইলে, ইষ্টদেবতার প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনা করতঃ নিম্নপ্রকারে সংক্ষেপ সন্ধ্যা করিবে। যথা—

সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যান্মন্ত্রীহ্যশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ॥
— গৌতমীয়ে।

সন্ধ্যায় অশক্ত হইলে আচমন, অর্ঘ্যদান, গায়ত্রী জপ ও মূল-মন্ত্র জপ করিবে। তাহাতেও অসমর্থ হইলে কেবলমাত্র ধ্যান সহকারে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ॥

যদি সন্ধ্যার সময় অতীত হয়, তবে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিবে।

॥ ইতি সংক্ষেপ সন্ধ্যা সমাপ্ত ॥

–::পূজাদির আধার, প্রকার ও দ্রব্য বিষয়াদি ::–

সনাতন শাস্ত্রোক্ত কুল-ইষ্টদেবতার বীজমন্ত্রে দীক্ষিতদের ইষ্টপূজা অবশ্য কর্তব্য। বিপ্রগণের গনেশ, বিষ্ণু ও শিবপূজা অবশ্য কর্তব্য। কুল-ইষ্টদেবতার মন্ত্রে দীক্ষিতদের প্রাতঃসন্ধ্যা শেষ করিবার পর অবশ্যই গনেশ, বিষ্ণু ও শিব পূজা সহকারে গুরু ও ইষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। পূজাকালে ক্রমে গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, শক্তি, নবগ্রহ, দশদিক্‌পাল এবং সর্বদেবদেবীর পূজা শেষ করিবার পর ইষ্টপূজা করিবে। যদিও পঞ্চদেবতার পূজার সময় শিবপূজা এবং বিষ্ণুপূজা নির্দিষ্ট আছে, তথাপি মঙ্গলার্থী ব্যক্তিগণ পুনঃ পৃথকভাবে শিব ও বিষ্ণুপূজা করিবে।

পূজাদির আধার :—

লিঙ্গস্থণ্ডিলবহ্ন্যম্বুযন্ত্রকুড্যপটেষু চ।
মণ্ডলে বিশিখে মুর্দ্ধ্নি, হৃদি বা দশ কীর্তিতাঃ॥

এষু স্থানেষু দেবেশি যজন্তি পরমাং শিবাম্।
অরূপাং রূপিণীং কৃত্বা কর্মকাণ্ডরতা নরাঃ॥

গবাং সর্বাঙ্গজং ক্ষীরং স্রবেৎ স্তনমুখাৎ যথা।
তথা সর্বগতো দেবঃ প্রতিমাদিষু রাজতে॥

আভিরূপ্যাচ্চ বিশ্বস্য পূজায়াশ্চ বিশেষতঃ।
সাধকস্য চ বিশ্বাসাৎ দেবতাসন্নিধির্ভবেৎ॥

অর্থাৎ লিঙ্গ (প্রতিমা), স্থণ্ডিল (যজ্ঞবেদী), বহ্নি (অগ্নি), অম্বু (জল), যন্ত্র (দেবতার যন্ত্র), কুড্য (ভিত্তি), পট (আলেখ্য), মণ্ডল (পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি দ্বারা রচিত চিত্রবিশেষ), বিশিখ (অস্ত্রাদির অবয়ব), এবং হৃদয়, এই দশ পূজার আধার। কর্মকাণ্ডনিরত সাধকগণ এই দশের মধ্যে যে কোনো এক আধারে দেবতার পূজা করিতে পারেন। যেমন দুগ্ধ গাভীর সর্বাঙ্গজ হইলেও একমাত্র স্তনমুখেই ক্ষরিত হয়, তদ্রূপ দেবতা সর্বব্যাপী হইলেও প্রতিমাদি'বিশেষে বিশেষ'স্থানে ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হন। প্রতিমাদির আভিরূপ্য, পূজার উৎকৃষ্টতা এবং পূজকের গাঢ়-ভক্তি, এই তিনের উপরে উক্ত যে'কোনো পূজাধারে পূজ্যদেবতার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

পূজার প্রকার :—

বাহ্য'পূজা এবং মানস'পূজা রূপে দেবপূজা দ্বিবিধ। বাহ্য'পূজা, বাহ্যিক উপকরণাদি সহযোগে বহিঃকর্মকাণ্ডের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে; অপরপক্ষে অন্তর্যাগ'বিধানানুসারে মানসপূজা সম্পন্ন হয়। দেবতা মাত্রেরই পূজায় ধ্যানের পর মানস-উপচারে পুজা করিতে হয়।

বহির্যজন (বাহ্যিক উপচারে পূজা) ও উপচার বিশেষ :—

সাধারনতঃ বহির্যজন বা বাহ্যিক উপচারে পূজা ষোড়শ'উপচারে, দশ'উপচারে, পঞ্চ'উপচারে, দ্বি'উপচারে ও এক'উপচারে হয়। শক্তাশক্ত ভেদে উপচারের ভেদাভেদ হইয়া থাকে। তথাপি পূজা প্রসঙ্গে নানাবিধ উপাচার নিম্নে প্রদত্ত হইল—

- একোপচার :- ১. পুষ্প, পত্র অথবা জল।
- দ্বি'উপচার :- ১. গন্ধ ও ২. পুষ্প।
- পঞ্চোপচার :- ১. গন্ধ, ২. পুষ্প, ৩. ধূপ, ৪. দীপ ও ৫. নৈবেদ্য।
- দশোপচার :- ১. পাদ্য, ২. অর্ঘ্য, ৩. আচমনীয়, ৪. মধুপর্ক (বা স্নানীয়), ৫. গন্ধ, ৬. পুষ্প, ৭. ধূপ, ৮. দীপ, ৯. নৈবেদ্য ও ১০. পুনরাচমনীয় বা পানার্থ জল।
- ষোড়শোপচার :- ১. পাদ্য, ২. অর্ঘ্য, ৩. আচমনীয়, ৪. স্নানীয়, ৫. বসন, ৬. ভূষণ, ৭. গন্ধ, ৮. পুষ্প, ৯. ধূপ, ১০. দীপ, ১১. নৈবেদ্য, ১২. আচমনীয়, ১৩. তাম্বুল, ১৪. স্তোত্র, ১৫. তর্পণ ও ১৬. নমস্কার। ইহা ছাড়া তাম্বুল (পান) ও পানার্থ জলও দেওয়া হয়।
- অষ্টাদশোপচার :- ১. আসন, ২. স্বাগত, ৩. পাদ্য, ৪. অর্ঘ্য, ৫. আচমনীয়, ৬. স্নানীয়, ৭. বস্ত্র, ৮. যজ্ঞোপবীত, ৯. ভূষণ, ১০. গন্ধ, ১১. পুষ্প, ১২. ধূপ, ১৩. দীপ, ১৪. অন্ন, ১৬. তর্পণ, ১৭. মাল্য ও অনুলেপন ও ১৮. নমস্কার। ইহা ছাড়া তাম্বুল ও পানার্থ জলও দেওয়া হয়।

  এতদ্ব্যতীত ষটত্রিংশৎ (৩৬) ও চতুঃষষ্টি (৬৪) উপচার প্রভৃতিতেও পূজা করিবার বিধি আছে।

নির্বাচিত দ্রব্যাদির বিবরণ :—

- আসন :- স্বর্ণাসন, রজতাসন, পুষ্পাসন ইত্যাদি।
- স্বাগত :- দেবতার শুভাগমন প্রশ্ন করার নাম স্বাগত প্রশ্ন।
- পাদ্য :- পাদ প্রক্ষালনার্থ জল।
- অর্ঘ্য :- গন্ধ, পুষ্প, দূর্বা, অক্ষত (তণ্ডুল অর্থাৎ আতপ চাউল) এবং জল।
- আচমনীয় :- আচমনার্থ জল।
- পুনরাচমনীয় :- পুনরায় আচমনার্থ জল।
- স্থানীয় :- স্নানার্থ, সুগন্ধ ও সুশীতল জল।

- মধুপর্ক :- দধি, ঘৃত, মধু, রম্ভা ইত্যাদি একটি কাংস্য পাত্রে করিয়া লইতে হয়। বিষ্ণুপূজাদি করিবার কালে সকলে মধূপর্কে নারিকেল-জল দিবে না; নারিকেলের জল দেওয়া কেবল বীরাচারী পূজার বিধি।
- বস্ত্র :- পরিধানার্থ বসন।
- আভরণ :- স্বর্ণ, রজত, পুষ্প ইত্যাদি নির্মিত অলঙ্কার।
- গন্ধ :- শ্বেত চন্দন, রক্ত চন্দন।
- পুষ্প :- দেবতার বিহিত পুষ্প।
- নৈবেদ্য :- আতপ তণ্ডুল, রম্ভা ও নানাপ্রকার মিষ্টমধুর দ্রব্য; আতপ চাউল না হইয়া কেবল মিষ্টান্নাদিও নৈবেদ্য হইতে পারে।

ইষ্ট দেবতার পূজার যন্ত্র, ঘট, মূর্তি, ইত্যাদি :—

নিজ 'ইষ্টদেবতার যন্ত্রে', নিজ ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা করা শ্রেয়; অন্যথা জলের উপরও ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা করা চলতে পারে। সাধারণতঃ নারায়ণ এবং বাণেশ্বর বা প্রতির্ষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপর নিজ দেব-দেবীর পূজা চলতে পারে। যদি শিবলিঙ্গ না থাকে, তাহলে বিষ্ণুর উপর শিব প্রভৃতি সকল দেব-দেবীর পূজা চলতে পারে। যাহারা দীক্ষিত, তাহারা যদি পার্থিব (মাটির তৈরী) শিবলিঙ্গও সংগ্রহ করতে না পারেন, তাহলে বাণেশ্বরের কিংবা বিষ্ণুর উপরও শিবপূজা করিতে পারিবে। ইষ্ট দেব-দেবীর স্থাপিত মূর্তি বা ঘট ইত্যাদি থাকিলে, সেই মূর্তি বা ঘট ইত্যাদির উপর ইষ্ট'দেবতার পূজা করিবে। প্রতির্ষ্ঠিত ঘটাদি এবং নারায়ণ পূজা করিবার সময়, আবাহন করা আবশ্যক নয়। প্রতিমা, ঘট, পট, যন্ত্র, শালগ্রাম প্রভৃতি কিছুই না থাকিলে, কেবল জলের উপর সকল দেব-দেবীর পূজা করা চলতে পারে। পার্থিব শিবলিঙ্গের উপর শিবপূজা ভিন্ন অন্য কোন দেব-দেবীর পূজা করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শিব ও শক্তিপূজা উত্তরমুখে এবং অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা পূর্বমুখে বা উত্তরমুখে বসে করা যাইতে পারে। উপনীত বিপ্রগণ (যাহার উপনয়ন হয়েছে) ছাড়া প্রতিমা ও শালগ্রাম পূজার অধিকার নাই। তৎব্যতীত অন্যেরা ইষ্ট দেব-দেবীর পূজা ইষ্ট যন্ত্রে, পটে, ঘটে, মূর্তি ইত্যাদি বা জলে সম্পন্ন করিবে। একত্রে দুই শিবপূজা, দুই গণেশপূজা, দুই শক্তিপূজা, দুই সূর্য্যপূজা এবং দুই শালগ্রাম পূজা করিবে না।

পূজার ফুল পত্রাদি :—

দেবতাভেদে পুষ্পাদিভেদ। শক্তিপূজায় বিহিত পুষ্প যথা— কুমুদ, কহ্লার, উৎপল, শেফালিকা, কুন্দ, জবা, শ্বেত দ্রোণ, পদ্ম, রক্ত ও শ্বেতকরবী, অতসী ও অপরাজিতা পুষ্পাদি। যোগিনীতন্ত্র অনুসারে- পীত ঝিন্টী, টগর, তুলসী, মন্দার, কুশ ও কাশপুষ্পে দেবীপূজা করিবে না। স্ত্রীদেবতা এবং শবারুঢ়া দেবীকে পূজা করিবার সময় তুলসী দিবে না। শিবপূজায় প্রশস্ত পুষ্প যথা—

দ্রোণ, করবী, অপরাজিতা, ধূতুরা, আকন্দ, কহ্লার, টগর, মল্লিকা, যুথিকা, কেতকী, কুমুদ, রক্তপদ্ম, চম্পক ও বিল্বপুষ্পাদি। শিবকে কেবল তিনটি তুলসী দিয়ে পূজা করা যাইতে পারে। কুন্দ, শেফালিকা, জবা, জাতি ও মালতী ফুল এবং গর্তযুক্ত দূর্বা শিবকে প্রদান করিবে না। বিষ্ণু পূজায় প্রশস্ত পুষ্প যথা— মল্লিকা, মালতী, জাতি, কেতকী, অশোক, চম্পক, বকুল, পদ্ম, করবী, পলাশ, নাগকেশর, বক, টগর, শ্বেতজবা, ভূমিচম্পক, অতসী, যুথিকা, কুন্দ, কদম্ব, পাটল, লবঙ্গ, কুরুবক, কহ্লার ও বাসক পুষ্পাদি। রক্তচন্দন, রক্তপুষ্পে, বিল্বপত্রে, বিল্বপুষ্পে, যন্ত্রপুষ্পে, আকন্দ ও ধতুরপুষ্পে বিষ্ণুপূজা করিবে না। সূর্য্য ও গণেশের রক্ত পুষ্প অতিপ্রিয়।

যামল অনুসারে- কেবল অক্ষত দ্বারা বিষ্ণু, কেবল তুলসী দ্বারা গনেশ, কেবল দূর্বা দ্বারা দুর্গা, এবং কেবল বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্য পূজা করিবে না। উগ্রগন্ধ, গন্ধহীন বা বাসি ফুলে পূজা হয় না। বিল্বপত্র, তমালপত্র, আমলকীপত্র, তুলসীপত্র, কুন্দপুষ্প, কহ্লারপুষ্প, পদ্মপুষ্প, বকপুষ্প এবং পুষ্প-কলিকা বাসী হয় না। পদ্ম'পুষ্প তিনদিন অবধি শুদ্ধ থাকে। তুলসীপত্র এবং বিল্বপত্র সর্বদা শুদ্ধ থাকে। ভূ'পতিত এবং বৃন্তশূন্য পুষ্প স্পর্শযোগ্য নয়; কিন্তু শেফালী ও মৌলশিরী পুষ্প এবং বিল্বপত্র ভূ'পতিত হইলেও পূজায় প্রশস্ত। বৃন্তহীন বকুল, অশোক এবং অর্জুন পুষ্প সকল দেবতার পূজায় প্রশস্ত; ইহারা বৃন্তযুক্ত হইলে ত্যাজ্য। অথচ অপরাজিতা, নাগকেশর পুষ্প বৃন্তযুক্ত হইলেই পূজায় প্রশস্ত। পদ্মপুষ্প, জাতিপুষ্প, বিল্বপত্র ও তুলসীপত্র ছিন্ন-ভিন্ন হইলেও দুষিত হয় না। পদ্ম ও চম্পক ভিন্ন অন্য কোনো পুষ্প-কলিকার দ্বারা দেবতার পূজা করিবে না। দূর্বা সর্বপুষ্পময়ী, দূর্বা দ্বারা পূজা করিলে সর্ব পুষ্প দ্বারা পূজার ফললাভ হয়। বাসি, ছিন্ন, কীটদন্ত, মলিন, ভিজা বা অস্পৃশ্য-স্পর্শিত পুষ্পাদি দেবতাকে দিতে নাই। বিল্বফল ও দাড়িম্ব কখনো নির্মাল্য হয় না। পূজাদিতে পুষ্প না থাকিলে, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য পূজায় কেবল তণ্ডুল, দেবতাবিশেষে কেবল বিল্বপত্র, বা সকলকে কেবল জল দ্বারা পূজা করিলেও, পূজা সিদ্ধ হয়।

পুষ্প এবং তুলসী যেমন ভাবে বৃক্ষে উৎপন্ন হয়, সেই প্রকারেই অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা ধরিয়া দেবতাকে দিতে হয়। তুলসী চিৎভাবে উৎপন্ন হয়, অতঃ চিৎভাবেই দিতে হয়। কেবল বিল্বপত্র অধোমুখ অর্থাৎ উপুড় করিয়া দিতে হয়। বহু পুষ্প বা বহু বিল্বপত্রাদি একত্রে দিতে হইলে, চিৎ-উপুড়ের নিয়ম নাই। বিষ্ণুক্রান্তা ব্যতীত সর্বত্র বিল্বপত্র বোঁটা ফেলিয়া দিবার বিধান আছে।

পুনঃ এমনও উক্ত আছে, প্রকৃত ভক্তিমান উপাসক ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে যাহা দেন, দেবতা তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, অতএব হেন ভক্তের পক্ষে কোনোরূপ পুষ্প'দ্রব্যাদি দেওয়ায় বাধা নাই।

ধূপ ও দীপ :—

ধূপ বহু প্রকারের আছে; পূজাদিতে ষড়ঙ্গ ধূপ শ্রেয়। শর্করা (চিনি), মধু, ঘৃত, শ্বেতচন্দন'কাষ্ঠ, অগুরু'কাষ্ঠ এবং গুগ্গুল -এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে বাটিয়া রোদে শুকাইয়া ষড়ঙ্গ ধূপ নির্মিত

হয়। ধূপের ক্ষেত্রে বংশ’শলাকা বর্জন করিবে। ধূপপাত্র অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা ধরিয়া, দেবতার নাসিকা পর্য্যন্ত তিনবার ঘুরাইয়া, বামদিকে কোন পাত্রের উপরে রাখিতে হয়। ধূপ দেবতার ঘট, আসন বা মৃত্তিকায় রাখিতে নাই। দীপও ঐ প্রকারে ধারণ করিয়া দেবতার পাদ হইতে চক্ষু পর্য্যন্ত দশবার ঘুরাইয়া দেবতার দক্ষিণ দিকে রাখিবে। দীপ তিল’তৈলে বা ঘৃত দ্বারা প্রজ্বালিত করা শ্রেয়। দীপের ক্ষেত্রে মোমবাতি বর্জন করিবে।

অর্ঘ্যপাত্র :—

সামান্যার্ঘ্য ও বিশেষার্ঘ্য পৃথক্ দুই পাত্রে স্থাপন করিবে, কদাচ এক পাত্রে উভয় অর্ঘ্য স্থাপন করিবে না। সকল দেবতার পূজায় অর্ঘ্যস্থাপন কার্য্যে শঙ্খপাত্র প্রশস্ত, কেবল শিব এবং সূর্য্য পূজাতে শঙ্খপাত্র ব্যবহার করিবে না।

জপ ও পূজার আসনাদি :—

হংসমাহেশ্বর তন্ত্র অনুসারে, কম্বলাসনে, পট্টসূত্র নির্মিত কোমলাসনে, কুশাসনে, দারু’আসনে (কাষ্ঠাসনে) জপ-পূজাদি কার্য্যসিদ্ধিদায়ক। যে জন লোমযুক্ত চর্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনাদি করে, তাহার সকল কার্য্য নিষ্ফল হয়। কাম্য কর্ম সাধনে কম্বলাসন প্রশস্ত, তন্মধ্যে রক্ত কম্বল শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানসিদ্ধি কার্য্যে কৃষ্ণাজিন অর্থাৎ কৃষ্ণমৃগচর্মাসন প্রশস্ত। মোক্ষ ও সম্পৎ কামনায় ব্যাঘ্রচর্মাসন প্রশস্ত। মন্ত্রসিদ্ধি কার্য্যে কুশাসন প্রশস্ত। মৃত্তিকাসনে অর্থাৎ ভূমিতে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিলে দুঃখ; বংশাসনে দারিদ্র; পাষাণে রোগপীড়া; তৃণাসনে অর্থাৎ ঘাসের আসনে যশহানি; পত্রাসনে চিত্ত-বৈকল্য প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র বস্ত্রাসনেও, জপ, ধ্যান ও তপস্যার হানি হয়, অথচ কুশাসনোপরি বস্ত্রাসন প্রশস্ত, তাহাতে রোগ নিবারণ হয়। যোগিনীহৃদয় তন্ত্রানুসারে আদিক্ষিত গৃহস্থ কদাচ কৃষ্ণমৃগচর্মাসনে উপবেশন করিবে না। ব্রহ্মচারী, বনবাসী এবং ভিক্ষুক কৃষ্ণমৃগচর্মাসনে উপবেশন করিতে পারিবে। আগমকল্পদ্রুম অনুসারে মেষচর্ম, ব্যাঘ্রচর্ম, গজচর্ম, উষ্ট্রচর্ম ও সর্পচর্ম আসন অভিচার কার্য্যে (অর্থাৎ ষট্‌কর্মে) বিহিত।

পূজার দ্রব্যাদির নির্মাল্য কালাদি :—

পট্টসূত্র নির্মিত শাড়ি ষন্মাসে (ছয়মাসে) নির্মাল্য হয়। অন্য পট্টবস্ত্র তিনমাসে নির্মাল্য হয়। যজ্ঞসূত্র একদিনে নির্মাল্য হয়। মোদক ও তিলতণ্ডুল নির্মিত মিষ্টদ্রব্য অর্ধযামে (অর্থাৎ অর্ধ’প্রহরে) নির্মাল্য হয়। দধি এবং দুগ্ধ এক’মুহূর্তে নির্মাল্য হয়। ঘৃত এক’যামে (অর্থাৎ এক’প্রহরে) নির্মাল্য হয়। নৈবেদ্য এবং তাম্বুল নিবেদনমাত্রে নির্মাল্য হয়। অন্ন এবং পরমান্ন যাবৎ কাল উষ্ণ থাকে, তাবৎ নির্মাল্য হয় না। বিল্বফল ও দাড়িম্বফল কখনো নির্মাল্য হয় না। অখণ্ড ফল দেবতাকে নিবেদন করিলে কৈবল্য’পদ লাভ হয়।

বাহ্য মালা :—

রুদ্রাক্ষ, শঙ্খ, পদ্মবীজ, জীবপুত্রিকা, মুক্তা, স্ফটিক, মণি, রত্ন, সুবর্ণ, প্রবাল, রৌপ্য এবং কুশমূলের মালা ইত্যাদি, গৃহস্থ ব্যক্তি দ্বারা বাহ্যজপের জন্য প্রশস্ত। অঙ্গুলিতে জপ করিলে এক'গুণ ফল হয়; অঙ্গুলিপর্বে জপ করিলে অষ্ট'গুণ ফল হয়; জীবপুত্রিকা মালায় দশ'গুণ ফল হয়; শঙ্খমালায় শত'গুণ ফল হয়; প্রবাল মালায় সহস্র'গুণ ফল হয়; মণি, রত্ন ও স্ফটিক মালায় দশসহস্র'গুণ ফল হয়; মৃক্তা মালায় লক্ষ'গুণ ফল হয়; পদ্মমালায় দশলক্ষ'গুণ ফল হয়; সুবর্ণ মালায় কোটি'গুণ ফল হয়; কুশমূল মালায় শতকোটি'গুণ ফল হয়; এবং রুদ্রাক্ষ মালায় অনন্ত ফল লাভ হয়। কালিকাপুরাণে কথিত আছে– যে ব্যক্তি একজাতীয় মালার মধ্যে অন্য জাতীয় মালা যোগ করিয়া জপ করে, ভাগবতী তাহাকে কোনরূপ কাম্য বা মোক্ষ ফল প্রদান করেন না। যে কোনো মালাতে জপকালে, মালার মেরু কদাপি লঙ্ঘন করিবে না।

নিষিদ্ধ বাদ্যাদি :—

শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ সুর্য্যাগারে চ শঙ্খকম্।
দুর্গাদ্বারে বংশীবাদ্যং মাধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।
বিরিঞ্চেস্তু গৃহে ঢক্কাং ঘন্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেৎ॥

শিবের নিকট করতাল নিষিদ্ধ; সুর্য্যের নিকট শঙ্খ নিষিদ্ধ; দুর্গার নিকট বাঁশী নিষিদ্ধ; ব্রহ্মার নিকট ঢাক নিষিদ্ধ; এবং লক্ষ্মীর নিকট ঘন্টা নিষিদ্ধ।

ধ্যান :—

ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্বরূপারূপভেদতঃ।
অরূপং তব যদ্ধ্যানমবাঙ্মনসগোচরম্॥

অব্যক্তং সর্বতো ব্যাপ্তমিদমিত্থং বিবর্জিতম্।
অগম্যং যোগিভির্গম্যং কৃৎস্নৈর্বহু সমাধিভিঃ॥

মনসো ধারণার্থায় শীঘ্রস্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
সূক্ষ্মধ্যান প্রবোধায় স্থূলধ্যানং বদামি তে॥

ধ্যান সাকার (স্থূল) ও নিরাকার (সূক্ষ্ম) ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে নিরাকারের ধ্যান বাক্য ও মনের অগোচর। ইহা অব্যক্ত ও সর্বব্যাপী। ইহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। ইহা সাধারণের অগম্য; কেবল যোগিগণই সমাধিবলে এবং বহু কষ্টে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সাধারণের মনে ধারণা আছে যে, শীঘ্র অভীষ্টসিদ্ধি এবং ভবিষ্যতে সূক্ষ্ম ধ্যানবোধের জন্য স্থূল

ধ্যান কথিত হইয়াছে। দেবতার শক্তি সূক্ষ্ম শক্তি, অতএব ধ্যানও সূক্ষ্ম। কিন্তু বিষয়বোধে আচ্ছন্ন স্থূল মানবের তাহা বোধগম্য নয় বলিয়া, দেবতার স্থূল ধ্যানের প্রয়োজন। হেন ধ্যানাদি দ্বারা মানব ভবিষ্যতে সূক্ষ্ম ধ্যান বুঝিবার শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্থূল ধ্যানও মন্ত্র ও তন্ত্র ভেদে এক এক দেবতার বহু প্রকারের আছে। যেমন একই বিষ্ণুদেবতা, কিন্তু তাঁহার একাক্ষর মন্ত্রের উপাসনায় যেই ধ্যান, অষ্টাক্ষর মন্ত্রের উপাসনায় সেই ধ্যান নয়। তেমনি একই শক্তি দেবতার যন্ত্র-ভেদে বিভিন্ন ধ্যান বিহিত আছে। আবার পুরাণ’ভেদে বা তন্ত্র’ভেদে একই মূর্তির বিভিন্ন ধ্যান পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। যিনি যে মন্ত্রের উপাসক, তাঁহার সেই মন্ত্রের ধ্যানই পাঠ করা কর্তব্য। তবে তা নিতান্ত না জানতে পারলে, অন্য ধ্যান পাঠেও পূজাদি চলতে পারে। ধ্যান বলতে কোন মন্ত্রবিশেষ’কে বুঝায় না। আক্ষরিক অর্থে ধ্যান, সম্যক নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা। ধ্যান মন্ত্রে যে রূপের বর্ণনা আছে, নিরবচ্ছিন্ন চিত্তে সেই রূপ চিন্তা করাই ধ্যান। স্থূল ধ্যানের ক্ষেত্রে, কূর্মমুদ্রা করিয়া তন্মধ্যে ধ্যানের উদ্দেশ্যে পুষ্প বা জল লইয়া, মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মন্ত্রবর্ণিত রূপের চিন্তা করিতে হয়।

প্রণাম :—

প্রণাম দ্বিবিধ। মন্ত্র পাঠ করিয়া মনে-মনে যে প্রণাম করা হয়, তাহা মান্ত্রিক। মস্তক নত করিয়া কায়দ্বারা যে প্রণাম করা হয়, তাহা কায়িক। কায়িক প্রণামও দ্বিবিধ। বাহু, পাদ, জানু, বক্ষ ও মস্তক ভূপতিত করিয়া, চক্ষুতে দর্শন, মুখে মন্ত্রবাক্য এবং দেবতার চরণে মন সমর্পণে অষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়। আবার বাহু, জানু, মস্তক, বাক্য, ও চক্ষু এই পঞ্চ অবয়বের প্রণাম, পঞ্চাঙ্গ প্রণাম।

পূজার ক্রমাদি :—

যে কোনো দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ, গন্ধাদি অর্চনা, নারায়ণাদি অর্চনা, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, জলশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, গুরু-পঙক্তি প্রণাম, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, দির্ঘন্ধন, ভূতশুদ্ধি, ব্যাস, প্রাণায়াম ও মানস পূজাদি, গণেশাদি পঞ্চদেবতা (গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, শক্তি), নবগ্রহ, দশদিকপাল, সর্বদেবদেবীর পূজা ও পীঠপূজা (গন্ধপুষ্পদ্বারা বা উক্ত উপচারে পূজা) করিয়া পুনঃ ধ্যান, আবাহন ও প্রধান পূজা করিতে হয়।

একাসনে বসিয়া একাধিক দেব-দেবীর পুজা করিতে হইলে, আচমনাদি ও পঞ্চদেবতাদির পূজা একবার করিলেও চলিবে। নারায়ণাদি নিত্যপুজায়, অনেকেই ন্যাসাদি করেন না এবং তাহাতে সঙ্কল্প করিবারও আবশ্যকতা নাই। পূজাকার্য্যে প্রথমে ভূতশুদ্ধি না করিয়া পূজার জন্য ফললাভ হয় না। সকল উপাসকগণেরই প্রথমে গণেশ, বিষ্ণু এবং শিব পূজা কর্তব্য।

স্নান, সন্ধ্যা, পূজা, স্তোত্র পাঠ এবং হোম —এই সমুদয় কর্ম, আহ্নিক কর্ম নামেও পরিচিত।

–:: নিত্য ইষ্টদেবতা পূজার সাধারণ পদ্ধতি ::–

স্নানাদি নিত্যক্রিয়া উপরান্তে নিজ হস্ত-পাদ প্রক্ষালন করিয়া, উত্তর বা পূর্বাভিমুখে আসনে উপবেশনপূর্বক; প্রথমে নিজ কুলদেবতা এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিবে। অতঃপর নিজ বামপার্শ্বে প্রদীপ প্রজ্বলন করিয়া, দক্ষিণপার্শ্বে ধূপ প্রজ্বলন করিয়া; বামহস্তের নিকট নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া; এবং দক্ষিণহস্তের নিকট পুষ্পপাত্র স্থাপন করিয়া (পুষ্পপাত্রে বিবিধ পুষ্প, রক্তপুষ্প, দূর্বা, তণ্ডুল (আতপ চাউল), শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, শ্বেত তুলসীপত্র এবং বিল্বপত্র ইত্যাদি সাজাইয়া লইয়া), নিজ অগ্রে কোশা-কুশী (জলপাত্র) ও তাম্রপাত্র (নিবেদনপাত্র) স্থাপন করিয়া, কোশা'টি ত্রি-চতুর্থাংশ জলপূর্ণ করিয়া, তাহাতে তুলসীপত্র, বিল্বপত্র, অক্ষত ও পুষ্প স্থাপন করিবে। ইষ্ট'দেবতার নিত্যপূজাদিতে, নিম্নোক্ত ক্রমাদি অনুসরণ করিতে পারিবে।

আচমন :–

জলপাত্র হইতে জল লইয়া [দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি (অর্থাৎ গরুর কান'এর ন্যায় হাতের তেলো) করিয়া, তন্মধ্যে একটিমাত্র মাষকলাই ডুবিতে পারে, এই পরিমান জল লইয়া], ইষ্ট'স্মরণ করিতে-করিতে, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করতঃ, ঐ জল ত্রিধা (অর্থাৎ তিনবারে), ব্রাহ্মতীর্থ(*) দ্বারা পান করিবে যেন গলা পর্য্যন্ত ভিজিতে পারে; এর অধিক বা কম পরিমান জলে শোণিত'পানের ফল হয়। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ(**) বিষ্ণু॥" । "ওঁ বিষ্ণু॥" । "ওঁ বিষ্ণু॥"

অতঃপর দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির তলদেশ দ্বারা, নিজ ওষ্ঠাধর দক্ষিণপ্রান্ত হইতে বামপ্রান্তের প্রতি মুছিয়া লইবে। অতঃপর মধ্যের তিনটি অঙ্গুলি দ্বারা নিজ ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিবে। উক্ত অচমনের পর নিজ চক্ষুঃকর্ণনাসিকাদি ইন্দ্রিয়সকল স্পর্শ করিবার বিধান; ইহাতে তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের শান্তি বিধান হয়। পরে অবশ্যই উক্ত হস্ত প্রক্ষালন করিয়া লইবে।

(*) 'আচমনাদি':— 'ব্রাহ্মতীর্থে' আচমন করিতে হয়। অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশকে 'ব্রাহ্মতীর্থ' বলে; একযোগে প্রত্যেক অঙ্গুলির অগ্রভাগকে (একত্রে) 'দেবতীর্থ' বা 'দৈবতীর্থ' বলে। তর্জনীর মূলদেশ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যদেশকে 'পিতৃতীর্থ' বলে। এবং কনিষ্ঠার মূলদেশকে 'প্রজাপতিতীর্থ' বা 'কায়তীর্থ' বলে। পুনঃ, দক্ষিণহস্তের মধ্যবর্তী তালু'কে 'অগ্নিতীর্থ' বলে; বামহস্তের মধ্যবর্তী তালু'কে 'সোমতীর্থ' বলে। তাছাড়া, অঙ্গুলিদের ভাঁজ এবং সন্ধিক্ষেত্র'কে 'ঋষিতীর্থ' বলে। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি 'দেবতীর্থ' দ্বারা করিতে হয়; ঋষিগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি 'কায়তীর্থ' দ্বারা করিতে হয়; এবং পিতৃগণদের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি 'পিতৃতীর্থ' দ্বারা করিতে হয়।

(**) 'ওঁ':— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি (তথা স্ত্রীগণ) অদ্য "প্রাত্যহিক সন্ধ্যাবন্দন"-গ্রন্থে 'ওঁ'-এর ক্ষেত্রে- 'ওঁ' অথবা 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

অতঃপর করজোড়ে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং, সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্‌॥"

অতঃপর পূর্ব নিয়মে পুনঃ আচমন করিয়া, উক্ত হস্ত প্রক্ষালন করিয়া লইবে।

আসন শুদ্ধি :–

নিজের বসার আসনের নিচে বা বামপার্শ্বে জলদ্বারা একটি নিম্নমুখ ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া, নিম্ন মন্ত্রে তাহাতে একটি ফুল প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা:—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে আসনায় নমঃ॥"

অতঃপর নিজ সম্মুখপার্শ্বে, দুইহস্ত একের উপর এক আড়াআড়ি ভাবে রাখিয়া, সেই অবস্থায় নিজের বসার আসন স্পর্শ করিয়া, নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলংছন্দঃ
কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ॥"

"ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতালোকা দেবিত্বং বিষ্ণুনাধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্‌॥"

গুর্বাদি স্মরণ :–

অনন্তর ক্রমানুসারে নিম্ন মন্ত্রে গুরুঃ আদি প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা:—

বাম'ভাগে—

"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ॥"

বাম-সম্মুখ'কোণে—

"ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ॥"

সম্মুখ'ভাগে—

"ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ॥"

সম্মুখ-দক্ষিণ'কোণে —

"ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ॥"

দক্ষিণ'ভাগে—

"গাং গণেশায় নমঃ॥"

ললাটে—

মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক "শ্রীঅমুকদেবতায়ৈ নমঃ॥"

(অমুক দেবতার স্থলে নিজ ইষ্ট দেবতার নাম বলিবে।)

সামান্যার্ঘ্য :–

নিজ সম্মুখে মাটিতে একটি ত্রিকোণ'মণ্ডল, তাহার উপর গোলাকার এবং তাহার উপর চতুষ্কোণ'মণ্ডল অঙ্কন করিয়া, তাহার উপর চন্দন মিশানো চাউল বা ফুল লইয়া নিম্ন মন্ত্রে অর্চনা করিবে। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ আধারশক্ত্যায়ে নমঃ॥" "ওঁ অনন্তায় নমঃ॥"
"ওঁ কূর্মায় নমঃ॥" "ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ॥"

অনন্তর "ফট্" মন্ত্র বলিয়া কোশা'টি ধুইয়া উক্ত মণ্ডলের উপর বসাইয়া, তাহাতে "ওঁ" মন্ত্রে তিনবার জল ঢেলে কোশা'টির ত্রি'চতুর্থাংশ ভাগ জলপূর্ণ করিয়া; তাহার অগ্রভাগে একটি তুলসীপত্র সহ, তাহাতে বিল্বপত্র, আতপ চাউল, দূর্বা এবং পুষ্প স্থাপন করিবে।

জলশুদ্ধি :–

নিম্নোক্ত মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রায়(*) কোশা'র জল চক্রাকারে আলোড়নপূর্বক তীর্থাদি আবাহন করিবে। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

অতঃপর "ওঁ॥" মন্ত্রে কোশার জলে গন্ধপুষ্প দিয়া; "বং॥" মন্ত্রে উক্ত জলে ধেনুমুদ্রা(**) দেখাইয়া, মৎস্যমুদ্রা(***)দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া "ওঁ॥" মন্ত্র অন্ততঃ দশবার জপ করিয়া, 'তুড়ি' দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া, ঊর্দ্ধোর্দ্ধ তিনবার হাততালি দিবে।

প্রোক্ষণ :–

নিম্ন মন্ত্রে তুলসীপত্র দ্বারা বা তত্ত্বমুদ্রা(****) দ্বারা, উক্ত কোশার জল নিজ মস্তকে ছিটাইয়া অভিষেক করিবে। মন্ত্র যথা:—

(*) 'অঙ্কুশ-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাকে সোজা বাহির করিয়া তাহার মধ্যপর্বে তর্জনী যোগ করিয়া, তর্জনীর অগ্রভাগ একটু বাঁকাইলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়।

(**) 'ধেনু-মুদ্রা':— বামহস্তের কনিষ্ঠায় দক্ষিণহস্তের অনামিকা, দক্ষিণ কনিষ্ঠায় বাম অনামিকা, বাম তর্জনীতে দক্ষিণ মধ্যমা এবং দক্ষিণ তর্জনীতে বাম মধ্যমা সংযুক্ত করিলে ধেনুমুদ্রা হয়।

(***) 'মৎস্য-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বামহস্তের তলদেশ সংযুক্ত করিয়া, উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়িতে থাকিলে মৎস্যমুদ্রা হয়।

(****) 'তত্ত্ব-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া সেই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যোগ করিলে তত্ত্বমুদ্রা হয়।

“ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥”

“ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ হরিঃ॥”

পুষ্প শুদ্ধি :–

পুষ্পপাত্রে পুষ্পাদিতে শ্বেতচন্দন ছিটাইয়া, তাহার উপর হস্ত রাখিয়া বা “নারাচ’মুদ্রা”(*) দ্বারা তাহা স্পর্শ করতঃ, নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা:—

“ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে
পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা(**)॥”

কর শুদ্ধি :–

অদ্য গন্ধপুষ্প লইয়া নিম্ন মন্ত্রে দুই হাতে পিষিয়া বামপার্শ্বে ফেলিয়া দিবে। মন্ত্র যথা:—

“ঐং বং অস্ত্রায় ফট্॥”

তিলক ধারণ :–

দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলী দ্বারা চন্দন (তান্ত্রিক বিষয়ে রক্তচন্দন) লইয়া, নিম্ন মন্ত্রে নিজ কপালে তিলক ধারণ করিবে। মন্ত্র যথা:—

“ওঁ কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌম্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥”

সূর্য্যার্ঘ্য :—

‘সূর্য্যদেবতাকে’ স্মরণ করিয়া, কুশী’তে অর্ঘ্যদ্রব্য অর্থাৎ জল, তণ্ডুল, দূর্বা, রক্তপুষ্প গন্ধ (অত্র রক্তচন্দন) ইত্যাদি সংযোজন করিয়া (বা কেবল জল লইয়া); উক্ত কুশী বাম করতলে স্থাপন করিয়া, তাহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গোকর্ণাকৃতভাবে আচ্ছাদন করিয়া, নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করতঃ, সূর্য্যদেবতার উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

(*) ‘নারাচ-মুদ্রা’:— দক্ষিণহস্ত অধোমুখ অবস্থায় প্রসারিত রাখিয়া, দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা তর্জনীর উর্দ্ধরেখা স্পর্শ করিয়া, অন্য অঙ্গুলিগুলি একত্রে আনত ভাবে সংযুক্ত করিলে নারাচ’মুদ্রা হয়।

(**) ‘হুং’, ‘ফট্’, ‘স্বাহা’, ‘স্বধা’:— দ্বিজগণ’ব্যতীত অন্যসকলে (তথা স্ত্রীগণ),‘হুং’, ‘ফট্’, ‘স্বাহা’ ও ‘স্বধা’ -এর ক্ষেত্রে, ‘নমো’ বা ‘নমঃ’ বলিবে। পুনঃ, ঋগ্বেদী দ্বিজগণ অদ্য ‘স্বাহা’ -এর ক্ষেত্রে, ‘স্বাহানমঃ’ এবং ‘স্বধা’ -এর ক্ষেত্রে, ‘স্বধানমঃ’ বলিবে।

◉ [সামবেদ :-]

"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য (অমুকে)মাসি(*) (অমুক)পক্ষে(*) (অমুক)তিথৌ(*), (অমুক)-গোত্রঃ(*), শ্রী(অমুক)শর্ম্মা(**) অস্মিন্ কর্ম্মণি ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমো ভগবতে কাশ্যপেয়ায় শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥"

◉ [যজুর্ব্বেদ :-]

"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য (অমুকে)মাসি(*) (অমুক)পক্ষে(*) (অমুক)তিথৌ(*), (অমুক)-গোত্রঃ(*), শ্রী(অমুক)শর্ম্মা(**) অস্মিন্ কর্ম্মণি ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ নমো ভগবতে কাশ্যপেয়ায় শ্রীসূর্য্যায় নমঃ॥"

◉ [ঋগ্বেদ :-]

"বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য (অমুকে)মাসি(*) (অমুক)পক্ষে(*) (অমুক)তিথৌ(*), (অমুক)-গোত্রঃ(*), শ্রী(অমুক)শর্ম্মা(**) কর্ত্তব্যেস্মিন্ কর্ম্মণি হংসঃশুচিষদিত্যস্য বামদেবঋষির্জ্জগতীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যার্ঘ্যদানে বিনিয়োগঃ॥"

"ওঁ হংসঃশুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোম সদব্জা গোজা ঋতজা অদৃজা ঋতম্॥"

"ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে
ইদমর্ঘ্যং ওঁ নমো শ্রীসূর্য্যায় ভট্টারকায় নমঃ॥"

সূর্য্যনমস্কারাদি :—

নিম্নমন্ত্র পাঠ করতঃ 'সূর্য্যদেবতাকে' প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা—

(*) '(অমুকে)মাসি, (অমুক)পক্ষে, (অমুক)তিথৌ, (অমুক)গোত্রঃ':— অদ্য '(অমুকে)মাসি'-তে "অমুক"-এর স্থলে বর্তমান চান্দ্রমাসের নাম; '(অমুকে)পক্ষে'-তে "অমুক"-এর স্থলে বর্তমান কৃষ্ণ বা শুক্ল পক্ষের নাম; '(অমুক)তিথৌ'-তে "অমুক"-এর স্থলে বর্তমান তিথির নাম; তথা 'শ্রী(অমুক)গোত্রঃ'-এর "অমুক"-এর স্থলে নিজের গোত্রের নাম যোগ করিবে। স্ত্রী ও কন্যাগণ অবশ্য 'গোত্রঃ'-এর স্থলে 'গোত্রায়াঃ' বলিবে।

(**) '(অমুক)শর্ম্মা':— অদ্য 'শ্রী(অমুক)শর্ম্মা'-র "অমুক"-এর স্থলে নিজের নাম যোগ করিবে। অদ্যগ্রন্থে সর্বত্র বিপ্রবর্ণের জন্য প্রযোজ্য 'শর্ম্মা' (শর্মন্ = শৃ + মন্) উপনাম (অর্থাৎ বৈদিক উপাধি বা সম্বোধন) ব্যবহৃত হইয়াছে (যাহার অর্থ ব্রাহ্মণ বা কল্যাণকারক); প্রাচীনস্মৃতিতে যাহা শর্ম্মা, নব্যস্মৃতিতে তাহাই দেবশর্ম্মা। বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত বিপ্রগণ অদ্য ক্রিয়া-কর্ম্মে 'শর্ম্মা' বলিবে। অন্যদের ক্ষেত্রে উক্তবর্ণভিন্নে 'শর্ম্মা'-র স্থলে প্রযুক্ত উপনাম ব্যবহার করিতে হইবে।

"ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যন্দিবাকর॥"

অতঃপর নিম্নমন্ত্র পাঠ করতঃ কুশী'র দ্বারা 'সূর্য্যদেবতাকে' জল প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"ইদং আচমনীয়ং ওঁ নমো ভগবতে শ্রী সূর্য্যায় নমঃ॥"

"ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমো ভগবতে শ্রী সূর্য্যায় নমঃ॥"

তৎপশ্চাৎ করজোড়ে নিজ-নিজ বেদ অনুযায়ী নিম্নমন্ত্রাদি পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

◉ [সামবেদ, যজুর্বেদ, এবং ঋগ্বেদ'ব্যতীত অন্য সকলে :-]

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

◉ [ঋগ্বেদ :-]

"ওঁ যোজনানাং সহস্রে দ্বে দ্বেশতে দ্বে চ যোজনে।
একেন নিমিষার্দ্ধেন ক্রমমাণ নমোঽস্তুতে॥"

"ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥"

"ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"

ভূত শুদ্ধি :–

"রং" মন্ত্রে নিজের চতুর্দিকে জলধারা দিয়া নিজেকে বহ্নি প্রাচীরের মধ্যবর্তী ভাবনা করিয়া; নিজ বক্ষে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া বা নাসিকাদ্বয় টিপিয়া, নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং
পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥"

"ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥"
"ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥"

"ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস
জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা॥"

ভূতাপসারণ :–

আতপ তাণ্ডুল বা শ্বেত সরিষা লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা চতুর্দিকে ছিটাইয়া দিবে। মন্ত্র যথা:—

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

অঙ্গন্যাস :—

নিম্ন মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা সহযোগে হৃদয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাধ্যমা ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা(*)॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্(*)॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে উভয় হস্তের সকল অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাহু'দ্বয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং(*)॥"

নিম্নমন্ত্রে দক্ষিণহস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্র'ত্রয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্(*)॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া, বাম করতলে আঘাত করিয়া তালি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্(*)॥"

করন্যাস :—

নিম্নোক্ত মন্ত্রে উভয় হস্তের তর্জনী দ্বারা, সেই-সেই হস্তের অঙ্গুষ্ঠকে স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥"

(*) 'স্বাহা', 'বষট্', 'হুঁ', 'বৌষট্', 'ফট্' :— বৈদিক বর্ণাশ্রম অন্তর্গত বেদানুযায়ী যজ্ঞপবীত সংস্কারে অভিষিক্ত দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য ব্যক্তি তথা স্ত্রীগণ অদ্য গ্রন্থে নির্ধারিত 'স্বাহা', 'বষট্', 'হুঁ', 'বৌষট্' এবং 'ফট্'-এই সকলের ক্ষেত্রে- 'নমঃ' উচ্চারণ করিবে।

নিম্নোক্ত মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের তর্জনীকে স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের মধ্যমাকে স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের অনামিকাকে স্পর্শ করিবে। যথা—

"ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সেই-সেই হস্তের কনিষ্ঠাকে স্পর্শ করিবে। যথা—

"ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া, বাম করতলে আঘাত করিয়া তালি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্॥"

ঋষ্যাদিন্যাস :—

ঋষি আদি ন্যাসে 'তত্বমুদ্রা'(*) দ্বারা উপাস্যদেবতাকে স্মরণ করতঃ উপাস্য দেবতার অনুবর্তী নিম্নোক্ত ঋষ্যাদির ক্রমান্বয়ে ন্যাস করিবে। যে যে স্থানে অমুক দেওয়া আছে, সেই-সেই স্থানে অমুকের পরিবর্তে মন্ত্রের যে ঋষি, ছন্দ ও দেবতাদি আছেন, তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করিবে। (ইষ্ট'দেবতা অনুযায়ী ঋষি, ছন্দ, দেবতা ইত্যাদি অদ্য গ্রন্থের অন্তে, 'ইষ্ট'দেবতার মন্ত্রাদি'তে আলাদা করিয়া দেওয়া আছে)।

প্রথমত, নিম্নোক্ত মন্ত্রে 'তত্বমুদ্রা' দ্বারা নিজ মস্তক স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুক ঋষয়ে নমঃ॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিজের মুখ স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুক ছন্দসে নমঃ॥"

নিম্নোক্ত মন্ত্রে নিজের হৃদয় স্পর্শ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ॥"

(*) 'তত্ব-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্ত অধোমুখ করিয়া সেই হস্তের মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রভাগে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ যোগ করিলে তত্বমুদ্রা হয়।

স্বস্তিবাচন :–

অদ্য দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা সহযোগে "প্রাণ'মুদ্রা"(*) দ্বারা শ্বেতচন্দন মিশ্রিত অন্ততঃ নয়টি তণ্ডুল লইয়া, নিজ-নিজ বেদ অনুযায়ী প্রযোজ্য নিম্নোক্ত মন্ত্রাদি পাঠ করতঃ, শেষে প্রতিবার 'স্বস্তি' উচ্চারণে এক'একবার করিয়া মোট তিনবার 'স্বস্তি' উচ্চারণে, তিনবারে হস্তে লওয়া তণ্ডুল'সকল ছিটাইয়া দিবে। মন্ত্র যথা:—

◉ [সামবেদ :-]

"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং॥"

উপরোক্ত মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবার পর, নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥"

"ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

◉ [যজুর্বেদ :-]

"ওঁ গণানাং ত্বাং গণপতিগুঁ(**) হবামহে।
প্রিয়াণাস্ত্বাং প্রিয়পতিগুঁ(**) হবামহে।
নিধীনাং ত্বাং নিধিপতিগুঁ(**) হবামহে, বসোমম॥"

"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥"

"ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥"

◉ [ঋগ্বেদ :-]

"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামিতি সপ্তর্চস্য সূক্তস্য পরমেষ্ঠি প্রজাপতিরিন্দ্রো
দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকর্মণি স্বস্তিপাঠে বিনিয়োগঃ॥"

"ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতিরনর্বণঃ।

(*) 'প্রাণ-মুদ্রা':— দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ'কে একত্রিত করিয়া, অন্য অঙ্গুলিদ্বয় আলাদাভাবে সংযুক্তাবস্থায় প্রসারিত করিলে প্রাণ'মুদ্রা হয়।

(**) 'গুঁ':—যজুর্বেদে (প্রাচীন পৌরাণিক মন্ত্র ভিন্ন) বৈদিক মন্ত্রে অনুস্বারের পর যদি 'শ', 'ষ', 'স', 'হ' এবং 'র' অক্ষর থাকে, তবে 'অনুস্বার'-এর স্থানে 'গুঁ' (বা 'হুঁ') হয়। বাংলায় ইহার সঠিক উচ্চারণ করা যদিও কঠিন; তবে ইহা 'গুঁ' (বা 'হুঁ')-এর নিকটবর্ত্তী।

স্বস্তিপূষা অসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবাপৃথিবী সুচেতুনা॥”

“ওঁ স্বস্তয়ে বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ।
বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যাসো ভবন্তুনঃ॥”

“ওঁ বিশ্বে দেবাঃ নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে।
দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পান্বংহসঃ॥”

“ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যেরেবতিঃ।
স্বস্তি নঃ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নঃ অদিতে কৃধি॥”

“ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
স্বস্তি নঃ ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নঃ অদিতে কৃধি॥”

“ওঁ স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব।
পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি॥”

“ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভূতং বায়সং দেবতানাম্।
অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৃৎসু বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম॥”

“ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং।
প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে স্বস্তি সম্বাধেস্বভয়ং নোঽস্তু॥”

“ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥”

“ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি॥”

◉ [দ্বিজগণ ব্যতীত অন্য সকলের জন্য :-]

“ঔঁ নমঃ কর্তব্যেঽস্মিন অদ্য পূজাকর্মাণি স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু॥”

“ঔঁ স্বস্তি, ঔঁ স্বস্তি, ঔঁ স্বস্তি॥”

কর্ম্মারম্ভে প্রার্থনা :—

করজোড়ে নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ সূর্য্যঃসোমোযমঃকালঃ সন্ধ্যেভূতান্যহঃক্ষপা।
পবনোদিকপতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহসন্নিধিম্॥”

“ওঁ তৎসৎ ওঁ। অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥”

প্রারম্ভে দেবতাদিগের পূজা :—

গন্ধ'পুষ্প দ্বারা ক্রমান্বয়ে নিম্নোক্ত'ভাবে প্রারম্ভিক পূজাদি করিবে। ক্রমানুসারে মন্ত্র যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঐঁ[*] শ্রী গুরবে নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং শ্রীগণেশায় নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীসুর্য্যায় নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নমো শিবায়॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কালিকাদি দশ'মহাবিদ্যাভ্যো নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥"

ইষ্ট'দেবতার যন্ত্র বা বিগ্রহাদির স্নান :—

প্রথমে ইষ্ট'যন্ত্র বা বিগ্রহাদি-তে ঘৃত মাখাইয়া, তাম্রপাত্র'তে বিল্বপত্রের উপর (বিষ্ণুর ক্ষেত্রে তুলসীপত্রের উপর) স্থাপন করিবে। অতঃপর জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, শর্করাদি দ্বারা নিম্নোক্ত ক্রমে নিজ-নিজ ইষ্ট দেবতার যন্ত্র বা বিগ্রহাদি-কে স্নান করাইবে। ক্রমানুসারে মন্ত্র যথা—

নারায়ণের ক্ষেত্রে—

◉ [সামবেদ :-]

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

"ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ॥"

---

[*] 'ঐঁ':— অদীক্ষিত'গণ অদ্য গুরু'পূজনের ক্ষেত্রে 'ঐঁ'-এর পরিবর্তে, 'নমো' বা 'নমঃ' বলিবে।

◉ [যজুর্বেদ :-]

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিগুঁ সর্বতঃস্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

"ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ॥"

◉ [ঋগ্বেদ :-]

"ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥"

"ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ॥"

শিবের ক্ষেত্রে—

"ইদং স্নানীয়ং (জলং, দুগ্ধং, দধিং, ঘৃতং, মধুং, শর্করাং) ওঁ নমো শিবায়॥"

শক্তি দেবতার ক্ষেত্রে—

"ইদং স্নানীয়ং (জলং, দুগ্ধং, দধিং, ঘৃতং, মধুং, শর্করাং)
ওঁ (বীজমন্ত্র) শ্রীমদ্ (অমুক)দেবতায়ৈ নিবেদয়ামি॥"
(অমুকের স্থলে 'শক্তিদেবতার' নাম বলিবে।)।

অন্যসকলের বা অন্যসকল দেবতার ক্ষেত্রে—

"ইদং স্নানীয়ং (জলং, দুগ্ধং, দধিং, ঘৃতং, মধুং, শর্করাং) ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥"
(অমুকের স্থলে 'দেবতার' নাম বলিবে।)

অতঃপর ইষ্ট'যন্ত্র বা বিগ্রহাদি-কে শুদ্ধ কাপড় দ্বারা মুছাইয়া, গন্ধাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া, উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবে; এবং নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুষ্পাদি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি (পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি) ওঁ শ্রীমদ্(অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥"
(অমুকের স্থলে 'দেবতার' নাম বলিবে।)

ইষ্ট'দেবতার পূজা :—

অদ্য নিম্নোক্ত'ভাবে ইষ্ট'পূজাদি করিবে। ক্রমানুসারে মন্ত্র যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীমদ্(অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥"

(অমুকের স্থলে 'দেবতার' নাম বলিবে।)

অতঃপর "কূর্ম'মুদ্রা"(*) দ্বারা গন্ধপুষ্প লইয়া, ইষ্ট'দেবতার জন্য নির্দিষ্ট "ধ্যানমন্ত্র" পাঠ করিয়া, ইষ্ট'দেবতাকে ধ্যানসহকারে আত্মজ্ঞানে নিজের মধ্যে সমাহিত অনুভব করিয়া, "সোঽহম্"-অন্তে সেই পুষ্প নিজ মস্তকে ধারণ করতঃ মানসপূজা করিবে। (ইষ্ট'দেবতার ধ্যানমন্ত্র অদ্য গ্রন্থের অন্তে, 'ইষ্ট'দেবতার মন্ত্রাদি'তে আলাদা করিয়া দেওয়া আছে)।

অতঃপর 'কূর্ম'মুদ্রা' দ্বারা পুনঃ গন্ধপুষ্প লইয়া, উক্ত নির্দিষ্ট "ধ্যানমন্ত্র" পাঠ করিয়া, অন্তে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ সহকারে, ইষ্ট'দেবতার উদ্দেশ্যে গন্ধপুষ্প'টি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীমদ্(অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥"

(অমুকের স্থলে 'দেবতার' নাম বলিবে।)

অতঃপর নিম্নোক্ত উপাচার'ক্রম (অত্র দশোপচার) অনুসরণ করিবে। ক্রমানুসারে মন্ত্র যথা—

- "এতৎ পাদ্যং ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (কুশী দ্বারা কোশা হইতে জল লইয়া।)
- "ইদমর্ঘ্যং ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (কূর্মমুদ্রায় কুশীতে দূর্বা, অক্ষত, ফুল ও জল।)
  (যজুর্বেদে— 'ইদমর্ঘ্যং'-এর স্থলে 'এষোঽর্ঘ্যঃ' বলিবে।)
- "ইদং আচমনীয়ং ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (কুশী দ্বারা আচমনের জল লইয়া।)
- "ইদং স্নানীয়ং ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (কুশী দ্বারা স্নানের জল লইয়া।)
- "এষ গন্ধঃ ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (তুলসীপত্র বা পুষ্পের দ্বারা চন্দন লইয়া।)
- "ইদং পুষ্পং ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (পুষ্প লইয়া।)
- "এষ ধূপঃ ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (কুশী দ্বারা জল লইয়া ধূপ নিবেদনপূর্বক।)
- "এষ দীপঃ ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (কুশী দ্বারা জল লইয়া দীপ নিবেদনপূর্বক।)
- "ইদং নৈবেদ্যং ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (নৈবেদ্য নিবেদনপূর্বক।)

(*) 'কূর্ম'মুদ্রা':— ঊর্দ্ধমুখ বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি'তে অধোমুখীকৃত দক্ষিণহস্তের তর্জনী এবং ঊর্দ্ধমুখ বামহস্তের তর্জনী'তে অধোমুখীকৃত দক্ষিণহস্তের কনিষ্ঠা যুক্ত করিয়া; দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি অধোমুখী সমান্তরাল উন্মুক্ত রাখিয়া; বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা দক্ষিণহস্তের মধ্যবর্তী কোলে মুড়িয়া রাখিয়া; দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামিকা মুড়িয়া বামহস্তের পিতৃতীর্থে উপুড় করিয়া বামহস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠার পৃষ্ঠদেশে যোগ করিয়া; দক্ষিণহস্তটি কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় করিলে, কূর্ম'মুদ্রা হইবে।

- "ইদং পানার্থোদকং / পুনরাচমনীয়ং ওঁ (অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥" (কুশীতে জল লইয়া।)
(অমুকের স্থলে 'দেবতার' নাম বলিবে।)

ইষ্ট'দেবতার গায়ত্রী জপ :—

মনে মনে ইষ্ট'দেবতার মূর্ত্তি স্মরণ করতঃ, সাধ্যানুসারে (অন্ততঃ দশবার) ইষ্ট'দেবতার গায়ত্রী জপ করিবে। (ইষ্ট'দেবতার গায়ত্র্যাদি অদ্য গ্রন্থের অন্তে, 'ইষ্ট'দেবতার মন্ত্রাদি'তে আলাদা করিয়া দেওয়া আছে)।

ইষ্ট'দেবতার নাম জপ এবং জপ সমর্পণ :—

মনে মনে ইষ্ট'দেবতার মূর্ত্তি স্মরণ করতঃ, সাধ্যানুসারে (অন্ততঃ দশবার) নিম্নোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ শ্রীমদ্(অমুক)দেবতায়ৈ নমঃ॥"
(অমুকের স্থলে 'দেবতার' নাম বলিবে।)

অনন্তর নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া এক অঞ্জলি জলত্যাগপূর্বক ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে জপ সমর্পণ করিবে। মন্ত্র যথা—

বিষ্ণু বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ জনার্দন॥"

শিব বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বর॥"

অন্য পুরুষদেবতা বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

"ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তাত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥"

শক্তি বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

“ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ মহেশ্বরি॥”

অন্য স্ত্রীদেবতা বিষয়ে জপ সমর্পণ মন্ত্র—

“ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রীত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপং।
সিদ্ধির্ভবতু তৎসর্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥”

প্রণাম :—

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্বক ইষ্টদেবতার প্রনামমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। (ইষ্ট’দেবতার প্রনামমন্ত্র অদ্য গ্রন্থের অন্তে, ‘ইষ্ট’দেবতার মন্ত্রাদি’তে আলাদা করিয়া দেওয়া আছে)।

ক্ষমা প্রার্থনা :—

নিম্ন মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল প্রদান করতঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। মন্ত্র যথা—

“ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি#॥”

শক্তিদেবতার ক্ষেত্রে যেমন ‘সুরেশ্বরি’ বলিবে, তেমনি পুরুষদেবতার ক্ষেত্রে ‘সুরেশ্বরি’-স্থলে ‘সুরেশ্বর’ বলিবে; পুনঃ, বিষ্ণুদেবতার ক্ষেত্রে ‘জনার্দন’ এবং শিবের ক্ষেত্রে ‘মহেশ্বর’ বলিবে।

মূল মন্ত্র জপ ও প্রাণায়াম :—

মনে মনে ইষ্ট’দেবতার মূর্তি স্মরণ করতঃ, সাধ্যানুসারে (অন্ততঃ দশবার) মূল মন্ত্র জপ করিবে। সমর্থ হইলে “মূল মন্ত্র” সহকারে প্রাণায়াম (অর্থাৎ পূরক, কুম্ভক এবং রেচক) করিবে। অদ্য পূরক, কুম্ভক এবং রেচকের অনুপাত ১,৪,২, হইবে। অনেকের মতে সেটি ২,১,২, হইবে।

প্রণামান্তে স্তোত্রপাঠ :—

অতঃপর কৃতাঞ্জলিপূর্বক ইষ্টদেবতার প্রনামমন্ত্র ও স্তোত্রাদি উচ্চারণপূর্বক ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। (ইষ্ট’দেবতার প্রনামমন্ত্র ও স্তোত্রাদি অদ্য গ্রন্থের অন্তে, ‘ইষ্ট’দেবতার মন্ত্রাদি’তে আলাদা করিয়া দেওয়া আছে)।

–:: মানস পূজা ::–

বহির্যাগ উপায়ে মানসপূজা— অত্র মনে-মনে চিন্তা সহকারে নিজ হৃদয়ে প্রার্থনামুদ্রা স্থাপন-পূর্ব্বক, বাহ্যপূজার উপচারাদির ক্রমে- প্রথমে আসন, পরে স্বাগত (শুভাগমন জিজ্ঞাসা), এবং ক্রমানুসারে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধূপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দ্রব্যাদির স্থূলরূপ কল্পনা করিয়া, তাহা দেবতাকে নিবেদন করিবে; এবং পরে যথাশক্তি মূলমন্ত্র মনে-মনে জপ করিবে। দেবতা মাত্রের পূজায়, ধ্যান উপারান্তে মানস-উপচারে পুজার বিধান। অত্র বাক্য, মন ও হৃদয় দ্বারা মানসপূজা করিতে হয়।

অন্তর্যাগ উপায়ে মানসপূজা— অত্র সূক্ষ্মভাবে মূলাধার হইতে কুলকুণ্ডলিনিকে উন্নীত করিয়া, আদিত্যমণ্ডলে স্থাপনপূর্ব্বক, 'মূল মন্ত্র' স্মরণ করতঃ সহস্রদল'পদ্ম-কর্ণিকামধ্য হইতে নিঃসৃত সোমামৃত দ্বারা কুলকুণ্ডলিনির অভিষেক করিবে। অত্র আরাধ্যের সহিত সোঽহং -রূপ তন্ময়তা'ই ন্যাস। ইহাকে আধ্যাত্মিক পূজাও বলে। যথাবিধ উপচারক্রমে আন্তরিক সূক্ষ্ম ভাবময় পাদ্যাদির দ্বারা পূজাদি করিতে হয়। হেন উপায়ে মানসপূজার ক্রম এইরূপ- উপাসক নিজ হৃদ্‌পদ্মকে আসনরূপ কল্পনা করিয়া অভীষ্ট দেবতাকে বসাইবে। তৎপরে সহস্রারবিগলিত অমৃত-ধারাকে পাদ্যরূপে কল্পনা করিয়া, ইষ্টদেবতার চরণ ধৌত করিবে। মনকে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিবে। উক্ত সহস্রারামৃতকে আচমনীয় ও স্বানীয়; দেহস্থ আকাশতত্বকে যন্ত্র; পৃথিবী-তত্বকে গন্ধ; চিত্তকে পুষ্প; ঘ্রাণকে ধূপ; তেজকে দীপ; সুধাসাগরকে নৈবেদ্য; অনাহতধ্বনিকে ঘন্টাবাদ্য; শব্দতত্ব গত ইন্দ্রিয়চাপল্যকে নৃত্য; বায়ুতত্বকে চামর; সহস্রারপদ্মকে ছত্র; শ্বাস-প্রশ্বাসকে পাদুকা; পদ্মাকার নাড়ীচক্রকে পদ্মমালা; অমায়, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অন্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য এবং অলোভ -এই ভাবময়কে দশপুষ্প; এবং অহিংসা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জ্ঞান, দয়া ও ক্ষমা -কে পঞ্চপুষ্প রূপে প্রদান করিবে। অদ্য সমস্তই সূক্ষ্ম চিন্তামায়। পরে আচারবিশেষে, সুধাসাগরকে মাংস ও মৎস্য, নানাপ্রকার সুভক্ষ্য, মুদ্রা, এবং স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, গগন ও জল যে-যে স্থানে যে-যে প্রমেয় বিদ্যমান সে সমুদয়কে নৈবেদ্য, কামকে ছাগ, ক্রোধকে মহিষ ইত্যাদি পৃথক্ পৃথক্ বলি প্রদান করিবে। ইহ সকল সূক্ষ্মময়।

অনন্তর জপ আরম্ভ করিবে। এই জপের মালা পঞ্চাশৎবর্ণ। ইহার গাঁথিবার সূত্র শিব-শক্তি; এবং গ্রন্থি কুণ্ডলিনী-শক্তি; তথা মেরু নাদবিন্দু। বর্ণময়ী এই মালা জপ করিবার প্রণালী এই যে- প্রত্যেক বর্ণগুলিকে মন্ত্র ও বিন্দুযুক্ত করিয়া লইবে। অকারাদি হইতে ৯কারান্ত বর্ণে অনুলোম এবং ৯কারাদি হইতে অকারান্ত বর্ণে বিলোম -উভয়ের মিলনে এক শত হয়। ক্ষ'বর্ণ মেরু (সীমা ও সাক্ষী) তাহাতে মন্ত্র যোগ করিবে না। ঐরূপ শত জপ ও অষ্টবর্ণের আদি অষ্টবর্ণে অষ্টজপ, -এই সমুদায়ে এক শত আটবার জপ হয়। জপান্তে "গুহ্যাতি গুহ্য" -ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া; ইষ্ট'দেবতার ধ্যান-স্তোত্রাদি পাঠ করতঃ আত্ম'সমর্পিত ভাবে প্রণাম করিবে।

–:: ইষ্টদেবতাদির মন্ত্রাদি ::–

সূর্য্য :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ দেবভাগ্‌ঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ আদিত্যায় দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষ-গুণৈক-সিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈঃ
মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে মার্কণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ আদিদেব নমস্তুভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর।
দিবাকর নমস্তুভ্যং প্রভাকর নমোঽস্তু তে॥১॥

সপ্তাশ্বরথমারূঢ়ং প্রচণ্ডং কশ্যপাত্মজম্।
শ্বেতপদ্মধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥২॥

লোহিতং রথমারূঢ়ং সর্বলোকপিতামহম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥৩॥

ত্রৈগুণাঞ্চ মহাশূরং ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥৪॥

বৃংহিতং তেজঃপুঞ্জঞ্চ বায়ুমাকাশমেব চ।
প্রভুঞ্চ সর্বলোকানাং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥৫॥

বন্ধূকপুষ্পসঙ্কাশং হারকুণ্ডলভূষিতম্।
একচক্রধরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥৬॥

তং সূর্য্যং জগৎকর্তারং মহাতেজঃ প্রদীপনম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥৭॥

তং সূর্য্যং জগতাং নাথং জ্ঞানবিজ্ঞানমোক্ষদম্।
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্॥৮॥

॥ইতি শ্রীশিবপ্রোক্তং সূর্য্যাষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

গণেশ :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ গণকঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ গণেশায় দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ সিন্দুরাভং ত্রিনেত্রং পৃথুতরজঠরং হস্তপদ্মৈর্দধানং
দণ্ডং পাশাঙ্কুশেষ্টান্যুরুকরবিলসদ্বীজপূরাভিরামম্।
বালেন্দুদ্যোতিমৌলিং করিপতিবদনং দানপূরার্দ্রগণ্ডং।
ভোগীন্দ্রাবদ্ধভূষং ভজত গণপতিং রক্তবস্ত্রাঙ্গরাগম্॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ দেবেন্দ্র-মৌলি-মন্দার-মকরন্দ-কণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজ-রেণবঃ॥

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশং করং দেবং হেরম্বং প্রনমাম্যহম্॥

সর্ববিঘ্ন বিনাশায় সর্বকল্যাণ হেতবে।
পার্বতী প্রিয়পুত্রায়, গনেশায় নমো নমঃ॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ ওঁকারমাদ্যং প্রবদন্তি সন্তো বাচঃ শ্রুতীনামপি যে গৃণন্তি।
গজাননং দেবগণানতাঙ্ঘ্রিং ভজেঽহমর্দ্ধেন্দুকৃতাবতংসম্॥১॥

পাদারবিন্দার্চনতৎপরাণাং সংসারদাবানলভঙ্গদক্ষম্।
নিরন্তরং নির্গতদানতোয়ৈস্তং নৌমি বিঘ্নেশ্বরমম্বুজাভম্॥২॥

কৃতাঙ্গরাগং নবকুঙ্কুমেন মত্তালিমালাং মদপঙ্কলগ্নাম্।
নিবারয়ন্তং নিজকর্ণতালৈঃ কো বিস্মরেৎ পুত্রমনঙ্গশত্রোঃ॥৩॥

শম্ভোর্জটাজুট-নিবাসি-গঙ্গা-জলং সমাদায় করাম্বুজেন।
লীলাভিরারাচ্ছিবমর্চয়ন্তং গজাননং ভক্তিযুতা নমন্তি॥৪॥

কুমারভুক্তৌ পুনরাত্মহেতোঃ পয়োধরৌ পর্বতরাজপুত্র্যাঃ।
প্রক্ষালয়ন্তং করশীকরেণ মৌগ্ধ্যেন তং নাগমুখং ভজামি॥৫॥

ত্বয়া সমুদ্ধৃত্য গজাস্যহস্তং যে শীকরাঃ পুষ্কররন্ধ্রযুক্তাঃ।
ব্যোমাঙ্গনে তে বিচরন্তি তারাঃ কালাত্মনো মৌক্তিকতুল্যভাসঃ॥৬॥

ক্রীড়ারতে বারিনিধৌ গজাস্যে বেলামতিক্রামতিবারিপূরে।
কল্পাবসানং পরিচিন্ত্য দেবাঃ কৈলাসনাথং শ্রুতিভিঃ স্তুবন্তি॥৭॥

নাগাননে নাগকৃতোত্তরীয়ে ক্রীড়ারতে দেবকুমারসঙ্ঘৈঃ।
ত্বয়ি ক্ষণং কালগতিং বিহায় তৌ প্রাপতুঃ কন্দুকতাং রবীন্দু॥৮॥

মদোল্লসৎপঞ্চমুখৈরজস্রমধ্যাপয়ন্তং সকলাগমার্থান্।
দেবান্ ঋষীন্ ভক্তজনৈকমিত্রং হেরম্বমর্কারুণমাশ্রয়ামি॥৯॥

পাদাম্বুজাভ্যামতিকোমলাভ্যাং কৃতার্থয়ন্তং কৃপয়া ধরিত্রীম্।
অকারণং কারণমাপ্তবাচাং তং নাগবক্ত্রং ন জহাতু চেতঃ॥১০॥

যেনার্পিতং সত্যবতীসুতায় পুরাণমালিখ্য বিষাণকোট্যা।
তং চন্দ্রমৌলেস্তনয়ং তপোভিরারাধ্যমানন্দঘনং ভজামি॥১১॥

পদং শ্রুতীনামপদং স্তুতীনাং লীলাবতারং পরমাত্মমূর্তেঃ।
নাগাত্মকো বা পুরুষাত্মকো বেত্যভেদ্যমাদ্যং ভজ বিঘ্নরাজম্॥১২॥

পাশাঙ্কুশৌ ভগ্নরদং ত্বভীষ্টং করৈর্দধানং কররন্ধ্রমুক্তৈঃ।
মুক্তাফলাভৈঃ পৃথুশীকরৌঘৈঃ সিঞ্চন্তমঙ্গং শিবয়োর্ভজামি॥১৩॥

অনেকমেকং গজমেকদন্তং চৈতন্যরূপং জগদাদিবীজম্।
ব্রহ্মেতি যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি তং শম্ভুসূনুং সততং ভজামি॥১৪॥

অঙ্গে স্থিতায়া নিজবল্লভায়া মুখাম্বুজালোকনলোলনেত্রম্।
স্মেরাননাব্জং মদবৈভবেন রুদ্ধং ভজে বিশ্ববিমোহনং তম্॥১৫॥

যে পূর্বমারাধ্য গজানন ত্বাং সর্বাণি শাস্ত্রাণি পঠন্তি তেষাম্।
ত্বত্তো ন চান্যৎ প্রতিপাদ্যমস্তি বদন্তি চেৎ সত্যমসত্যকল্পম্॥১৬॥

হিরণ্যবর্ণং জগদীশিতারং কবিং পুরাণং রবিমণ্ডলস্থম্।
গজাননং যং প্রবদন্তি সন্তস্তৎকালযোগৈস্তমহং প্রপদ্যে॥১৭॥

বেদান্তগীতং পুরুষং ভজেঽহমাত্মানমানন্দঘনং হৃদিস্থম্।
গজাননং যন্মহসা জনানাং বিঘ্নান্ধকারো বিলয়ং প্রয়াতি॥১৮॥

শম্ভোঃ সমালোক্য জটাকলাপে শশাঙ্কখণ্ডং নিজপুষ্করেণ।
সুভগ্নদন্তং প্রবিচিন্ত্য মৌগ্ধ্যাদাক্রোষ্টুকামঃ শ্রিয়মাতনোতু॥১৯॥

বিঘ্না গণানাং বিনিপাতনার্থং যন্নারিকেলৈঃ কদলীফলাদ্যৈঃ।
প্রভাবয়ন্তো মদবারণাস্যং প্রভুং সদাভীষ্টমহং ভজে তম্॥২০॥

যজ্ঞৈরনেকৈর্বহুভিস্তপোভিরারাধ্য সাধ্যং গজরাজবক্ত্রম্।
স্তুত্যানয়া যে বিধিনা স্তুবন্তি তে সর্বলক্ষ্মীনিধয়ো ভবন্তি॥২১॥

॥ইতি শ্রীগণেশস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

বিষ্ণু :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ প্রজাপতয়ে ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ অর্দ্ধলক্ষ্মীহরয়ে দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ উদ্যৎ প্রদ্যোতনশতরুচিং তপ্তহেমাবদাভং
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্টম্।
নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলকৌমোদকীচক্রপাণিম্॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ নমস্তে দেবতানাথ নমস্তে গরুড়ধ্বজ।
শঙ্খচক্রগদাপাণে বাসুদেব নমোঽস্তুতে॥১॥

নমস্তে নির্গুণানন্ত অপ্রতর্ক্যায় বেধসে।
জ্ঞানাজ্ঞান নিরালম্ব সর্বালম্ব নমোঽস্তুতে॥২॥

রজোযুক্ত নমস্তেঽস্তু ব্রহ্মমূর্তে সনাতন।
ত্বয়া সর্বমিদং নাথ জগৎসৃষ্টং চরাচরম্॥৩॥

সত্ত্বাধিষ্ঠিত লোকেশ বিষ্ণুমূর্তে অধোক্ষজ।
প্রজাপাল মহাবাহো জনার্দন নমোঽস্তুতে॥৪॥

তমোমূর্তে অহং হ্যেষ ত্বদংশক্রোধসম্ভবঃ।
গুণাভিযুক্ত দেবেশ সর্ববব্যাপিন্ নমোঽস্তুতে॥৫॥

ভূরিয়ং ত্বং জগন্নাথ জলাম্বর হুতাশনঃ।
বায়ুর্বুদ্ধির্মনশ্চাপি শর্ব্বরী ত্বং নমোঽস্তুতে॥৬॥

ধর্মো যজ্ঞস্তপঃ সত্যমহিংসা শৌচমার্জবম্।
ক্ষমা দানং দয়া লক্ষ্মীর্ব্রহ্মচর্য্যং ত্বমীশ্বর॥৭॥

ত্বং সাঙ্গাশ্চতুরো বেদাস্ত্বং বেদ্যো বেদপারগঃ।
উপবেদা ভবানীশ সর্বোঽসি ত্বং নমোঽস্তুতে॥৮॥

নমো নমস্তেঽচ্যুত চক্রপাণে নমোঽস্তুতে মাধব মীনমূর্তে।
লোকে ভবান্ কারুণিকো মতো মে ত্রায়স্ব মাং কেশব পাপবন্ধাৎ॥৯॥

মমাশুভং নাশয় বিগ্রহস্থং যদ্ব্রহ্মহত্যাঽভিভবং বভূব।
দগ্ধোঽস্মি নষ্টোঽস্ম্যসমীক্ষ্যকারী পুনীহি তীর্থোঽসি নমো নমস্তে॥১০॥

॥ইতি বামনপুরাণে তৃতীয়াধ্যায়ান্তর্গতং শিবেনকৃতং বিষ্ণুস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ যোগেন সিদ্ধবিবুধৈঃ পরিভাব্যমানং লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকাচিতভক্তভৃঙ্গম্।
প্রোত্তুঙ্গরক্তনখরাঙ্গুলিপত্রচিত্রং গঙ্গারসং হরিপদাম্বুজমাশ্রয়েঽহম্॥১॥

গুঞ্জন্মণিপ্রচয়ঘট্টিতরাজহংস-শিঞ্জৎসুনূপুরযুতং পদপদ্মবৃত্তম্।
পীতাম্বরাচলবিলোলচলৎপতাকং স্বর্ণত্রিবক্রবলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি॥২॥

জঙ্ঘে সুপর্ণগলনীলমণিপ্রবৃদ্ধে শোভাস্পদারুণমণিদ্যুতিচঞ্চুমধ্যে।
আরক্তপাদতললম্বনশোভমানে লোকেক্ষণোৎসবকরে চ হরেঃ স্মরামি॥৩॥

তে জানুনী মখপতের্ভুজমূলসঙ্গরঙ্গোৎসবাবৃততড়িদ্বসনে বিচিত্রে।
চঞ্চৎপতত্রিমুখনির্গতসামগীতবিস্তারিতাত্মযশসী চ হরেঃ স্মরামি॥৪॥

বিষ্ণোঃ কটিং বিধিকৃতান্তমনোজভূমিং জীবাণ্ডকোষগণসঙ্গদুকূলমধ্যাম্।
নানাগুণপ্রকৃতিপীতবিচিত্রবস্ত্রাং ধ্যায়ে নিবদ্ধবসনাং খগপৃষ্ঠসংস্থাম্॥৫॥

শান্তোদরং ভগবতস্ত্রিবলিপ্রকাশমাবর্তনাভিবিকসদ্বিধিজন্মপদ্মম।
নাড়ীনদীগণরসোত্থসিতান্ত্রসিন্ধুং ধ্যায়েঽণ্ডকোষনিলয়ং তনুলোমরেখম্॥৬॥

বক্ষঃ পয়োধি-তনয়াকুচকুঙ্কুমেন হারেণ কৌস্তভমণিপ্রভয়া বিভাতম্।
শ্রীবৎসলক্ষ্মহরিচন্দনজপ্রসূন-মালোচিতং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি॥৭॥

বাহূ সুবেশসদনৌ বলয়াঙ্গদাদিশোভাস্পদৌ দুরিতদৈত্যবিনাশদক্ষৌ।
তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাসুনাভ-চক্রোর্জ্জিতৌ সুললিতৌ মনসা স্মরামি॥৮॥

বামৌ ভুজৌ মুররিপোর্ধৃতপদ্মশঙ্খৌ শ্যামৌ কবীন্দ্রকরবন্মণিভূষণাঢ্যৌ।
রক্তাঙ্গুলিপ্রচয়চুম্বিতজানুমধ্যৌ পদ্মালয়াপ্রিয়করৌ রুচিরৌ স্মরামি॥৯॥

কন্ঠং মৃণালমমলং মুখপঙ্কজস্য লেখাত্রয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্।
কিংবা বিমুক্তিবশমন্ত্রক-সৎফলস্য বৃন্তং চিরং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি॥১০॥

বক্ত্রাম্বুজং দশন-হাস-বিকাশ-রম্যং রক্তাধরোষ্ঠবর-কোমল-বাক্-সুধাঢ্যম্।
সম্মানসোদ্ভবচলেক্ষণপত্রচিত্রং লোকাভিরামমমলঞ্চ হরেঃ স্মরামি॥১১॥

সূরাত্মজাবসথগন্ধবিদং সুনাসং ভ্রূপল্লবং স্থিতিলয়োদয়কর্মদক্ষম্।
কামোৎসবঞ্চ কমলাহৃদয় প্রকাশং সঞ্চিন্তয়ামি হরিবক্ত্র-বিলাসদক্ষম্॥১২॥

কর্ণৌ লসন্মকরকুণ্ডলগণ্ডলোলৌ নানাদিশাঞ্চ নভসশ্চ বিকাশগেহম্।
লোলালক-প্রচয়চুম্বনকুঞ্চিতাগ্রৌ লগ্নৌ হরের্মণিকিরীটতটে স্মরামি॥১৩॥

ভালং বিচিত্রতিলকং প্রিয়চারুগন্ধ-গোরোচনারচনয়া ললনাক্ষিসখ্যম্।
ব্রহ্মৈকধাম মণিকান্তকিরীটজুষ্টং ধ্যায়ে মনোনয়নহারকমীশ্বরস্য॥১৪॥

শ্রীবাসুদেবচিকুরং কুটিলং নিবদ্ধং নানাসুগন্ধিকুসুমৈরনুলেপনৈশ্চ।
গর্বাপনোদনকরং নিতরাং চমর্য্যা ধ্যায়েঽম্বুবাহরুচিরং হৃদয়াব্জমধ্যে॥১৫॥

মেঘাকারং সোমসূর্য্যপ্রকাশং সুভ্রন্নাসং শাক্রচাপৈকমানম্।
লোকাতীতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং বিদ্যুচ্চৈলঞ্চাশ্রয়েঽহংত্বপূর্বম্॥১৬॥

যে ভক্ত্যাদ্যাং ধ্যায়মানা মনোজ্ঞাং ব্যক্তিং বিষ্ণোঃ ষোড়শশ্লোকপুষ্পৈঃ।
স্তুত্বা নত্বা পূজয়িত্বা বিধিজ্ঞাঃ শুদ্ধা মুক্তা ব্রহ্মসৌখ্যং প্রয়ান্তি॥১৭॥

পদ্মেরিতমিদং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং পরম্॥১৮॥

পঠন্তি যে মহাভাগাস্তে মুচ্যন্তেঽহংহসোঽখিলাং।
ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং পরত্রেহ ফলপ্রদম্॥১৯॥

॥ইতি শ্রীকল্কিপুরাণেঽনুভাগবতে ভবিষ্যে পদ্মাপ্রোক্তঃ শ্রীবিষ্ণুস্তবরাজঃ সম্পূর্ণঃ॥”

রাম :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ শ্রীরামায় দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ কালাম্ভোধরকান্তিকান্তমনিশং বীরাসনাধ্যাসিনং
মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং দধানমপরং হস্তাম্বুজং জানুনি।
সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভাং রাঘবং
পশ্যন্তং মুকুটাঙ্গদাদিবিবিধাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি।
তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ নমোঽস্তু রামায় সশক্তিকায় নীলোৎপলশ্যামলকোমলায়।
কিরীটহারাঙ্গদভূষণায় সিংহাসনস্থায় মহাপ্রভায়॥১॥

ত্বমাদিমধ্যান্তবিহীন একঃ সৃজস্যবস্যৎসি চ লোকজাতম্।
স্বমায়য়া তেন ন লিপ্যসে ত্বং যৎ স্বে সুখেঽজস্ররতোঽনবদ্যঃ॥২॥

লীলাং বিধৎসে গুণসংবৃতস্ত্বং প্রপন্নভক্তানুবিধানহেতোঃ।
নানাবতারৈঃ সুরমানুষাদ্যৈঃ প্রতীয়সে জ্ঞানিভিরেব নিত্যম্॥৩॥

স্বাংশেন লোকং সকলং বিধায় তং বিভর্ষি চ ত্বং তদধঃ ফণীশ্বরঃ।
উপর্য্যধো ভান্বনিলোডুপৌষধি-প্রবর্ষরূপোঽবসি নৈকধা জগৎ॥৪॥

ত্বমিহ দেহভৃতাং শিখিরূপঃ পচসি ভুক্তমশেষমজস্রম্।
পবনপঞ্চকরূপসহায়ো জগদখণ্ডমনেন বিভর্ষি॥৫॥

চন্দ্র-সূর্য্য-শিখিমধ্যগতং যৎ তেজ ঈশ চিদশেষতনূনাম্।
প্রাভবৎ তনুভৃতামিহ ধৈর্য্যং শৌর্য্যমায়ুরখিলং তব সত্ত্বম্॥৬॥

ত্বং বিরিঞ্চিশিববিষ্ণুবিভেদাৎ কালকর্মশশিসূর্য্যবিভাগাৎ।
বাদিনাং পৃথগিবেশ বিভাসি ব্রহ্ম নিশ্চিতমনন্যদিহৈকম্॥৭॥

মৎস্যাদিরূপেণ যথা ত্বমেকঃ শ্রুতৌ পুরাণেষু চ লোকসিদ্ধঃ।
তথৈব সর্বং সদসদ্বিভাগস্ত্বমেব নান্যদ্ভবতো বিভাতি॥৮॥

যদ্যৎসমুৎপন্নমনন্তসৃষ্টাবুৎপৎস্যতে যচ্চ ভবেচ্চ যচ্চ।
ন দৃশ্যতে স্থাবরজঙ্গমাদৌ ত্বয়া বিনাতঃ পরতঃ পরস্ত্বম্॥৯॥

তত্ত্বং ন জানন্তি পরাত্মনস্তে জনাঃ সমস্তাস্তব মায়য়াতঃ।
ত্বদ্ভক্তসেবামলমানসানাং বিভাতি তত্ত্বং পরমেকমৈশম্॥১০॥

ব্রহ্মাদয়স্তে ন বিদুঃ স্বরূপং চিদাত্মতত্ত্বং বহিরর্থভাবাঃ।
ততো বুধস্ত্বামিদমেব রূপং ভক্ত্যা ভজন্মুক্তিমুপৈত্যদুঃখঃ॥১১॥

অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামনিশং ভবান্যা।
মুমূর্ষমাণস্য বিমুক্তয়েঽহং দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম॥১২॥

ইমং স্তবং নিত্যমনন্যভক্ত্যা শৃণ্বন্তি গায়ন্তি লিখন্তি যে বৈ।
তে সর্বসৌখ্যং পরমঞ্চ লব্ধ্বা ভবৎপদং যান্তি ভবৎপ্রসাদাৎ॥১৩॥

॥ইতি শ্রীমদধ্যাত্মরামায়ণে উমামহেশ্বরসংবাদে যুদ্ধকাণ্ডে শ্রীমহাদেবকৃত রামস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

কৃষ্ণ :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

“ওঁ স্মরেদ্‌বৃন্দাবনে রম্যে মোহয়ন্তমনারতম্।
গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ॥

আত্মনো বদনাম্ভোজে প্রেরিতাক্ষিমধুব্রতাঃ।
পীড়িতাঃ কামবাণেন চিরমাশ্লেষণোৎসুকাঃ॥

মুক্তাহারলসৎপীনতুঙ্গস্তনভরানতাঃ।
স্রস্তধর্ম্মিল্যবসনা মদস্খলিতভাষণাঃ॥

দন্তপংক্তিপ্রভোদ্ভাষিস্পন্দমালাধরাঞ্চিতাঃ।
বিলোভয়ন্তীর্বিবিধৈর্বিভ্রামৈর্ভাবগর্বিতৈঃ॥

ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ম্।
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তুভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্॥

গোপীনাং নয়নোৎপলার্চিততনুং গোগোপসংহাবৃতম্।
গোবিন্দং করবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নো অনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণত ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ প্রসীদ ভগবন্ মহ্যমজ্ঞানাৎ কুন্ঠিতাত্মনে।
তবাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজোরাগিণীং ভক্তিমুত্তমাম্॥১॥

অজ প্রসীদ ভগবন্ অমিতদ্যুতিপঞ্জর।
অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্ দুঃখহন্ পুরুষোত্তম॥২॥

স্বসংবেদ্য প্রসীদাস্মদানন্দাত্মন্ননাময়।
অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ প্রসীদ পরমেশ্বর॥৩॥

প্রসীদ তুঙ্গ তুঙ্গানাং প্রসীদ শিবশোভন।
প্রসীদ গুণগম্ভীর গম্ভীরাণাং মহাদ্যুতে॥৫॥

প্রসীদাব্যক্ত বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণানামগোচর।
প্রসীদার্দ্রার্দ্রজাতীনাং প্রসীদানন্তদায়িনাম্॥৬॥

গুরোর্গরীয়ঃ সর্বেশ প্রসীদানন্দ দেহিনাম্।
জয় মাধব মায়াত্মন্ জয় শাশ্বত শঙ্খভৃৎ॥৭॥

জয় শঙ্খধর শ্রীমন্ জয়ানন্দক-নন্দন।
জয় চক্রগদাপাণে জয় দেব জনার্দন॥৮॥

জয় রত্নবরাবদ্ধ-কিরীটাক্রান্তমস্তক।
জয় পক্ষপ্রতিচ্ছায়া-নিরুদ্ধার্ক-করারুণ॥৯॥

নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন।
নমস্তে ললিতাপাঙ্গ নমস্তে নরকান্তক॥১০॥

নমঃ পাপহরেশান নমঃ সর্বভয়াপহ।
নমঃ সম্ভূত-সর্বাত্মন্ নমঃ সম্ভৃত-কৌস্তুভ॥১১॥

নমস্তে নয়নাতীত নমস্তে ভয়হারক।
নমো বিভিন্নবেশায় নমঃ শ্রুতিপথাতিগ॥১২॥

নমস্ত্রিমূর্তিভেদেন সর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
বিষ্ণবে ত্রিদশারাতি-জিষ্ণবে পরমাত্মনে॥১৩॥

চক্রভিন্নারিচক্রায় চক্রিণে চক্রবন্ধবে।
বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতানুবর্তিনে।
নমোঽস্তু যোগিধ্যেয়ায় নমোঽস্ত্বধ্যাত্মরূপিণে।
ভক্তিপ্রদায় ভক্তানাং নমস্তে ভক্তিদায়িনে॥১৪॥

পূজনং হবনং চেজ্যা ধ্যানং পশ্চান্নমস্ক্রিয়া।
দেবেশ কর্ম সর্বং মে ভবেদারাধনং তব॥১৫॥

ইতি হবনজপার্চাভেদতো বিষ্ণুপূজা
নিয়ত-হৃদয়কর্মা যস্তু মন্ত্রী চিরায়।

স খলু সকলকামান্ প্রাপ্য কৃষ্ণান্তরাত্মা
জননমতিবিমুক্তোঽত্যত্তমাং ভক্তিমেতি॥১৬॥

গোগোপ-গোপিকাবীতং গোপালং গোষু গোপ্রদম্।
গোপৈরীড্যং গোসহস্রৈর্নৌমি গোকুলনায়কম্॥১৭॥

প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা দেবং তত্র জগন্ময়ম্।
ধর্মার্থকামমোক্ষানামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমম্॥১৮॥

॥ইতি শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

বাল গোপাল :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো
বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবিনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো
গোগোপীগোপবীতোরুরুনখবিলসৎকন্ঠভূষশ্চিরং বঃ॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ নীলোৎপলদলশ্যামং যশোদানন্দনন্দনম্।
গোপিকানয়নানন্দং গোপালং প্রণমাম্যহম্॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণম্॥১॥

স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালাবিভূষিতম্॥২॥

গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎকুঞ্চিতকুন্তলম্।
স্থূলমুক্তাফলোদারহার-দ্যোতিতবক্ষসম্॥৩॥

হেমাঙ্গদতুলাকোটি কিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্।
মন্দমারুতসংক্ষোভ-চলিতাম্বরসঞ্চয়ম্॥৪॥

রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্তবংশীমধুরনিঃস্বনৈঃ।
লসদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ॥৫॥

বল্লবীবদনাম্ভোজমধূপানমধুব্রতম্।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ॥৬॥

যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্।
বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্॥৭॥

প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দী-জলকেলিকলোৎসুকম্।
বোধয়ন্তং ক্বচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্॥৮॥

কালিন্দীজলসংসর্গ-শীতলানিলসেবিতে।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ॥৯॥

রত্নভূধরসংলগ্ন-রত্নাসনপরিগ্রহম্।
কল্পপাদপমধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্॥১০॥

বসন্তকুসুমামোদ-সুরভীকৃত দিঙ্মুখে।
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্॥১১॥

সব্যহস্ত-তলন্যস্তগিরিবর্য্যাতপত্রকম্।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনম্॥১২॥

বেণু বাদ্যমহোল্লাস-কৃতহুঙ্কারনিঃস্বনৈঃ।
সরসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্॥১৩॥

কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্তিভিঃ।
দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্॥১৪॥

নারদাদ্যৈর্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্॥১৫॥

য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্॥১৬॥

রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্বজনপ্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম॥১৭॥

॥ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শ্রীগোপাল-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

শিব :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ বামদেবায় ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু-মৃগ-বরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্তং ত্রিনেত্রম্॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥

ওঁ নমস্তুভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিণাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥

ওঁ নমস্যে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপুরামরাংঘ্রিমাম্॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ একাক্ষরায় রুদ্রায় অকারায়াত্মরূপিণে।
উকারায়াদিদেবায় বিদ্যাদেহায় বৈ নমঃ॥১॥

তৃতীয়ায় মকারায় শিবায় পরমাত্মনে।
সূর্য্যাগ্নিসোমবর্ণায় যজমানায় বৈ নমঃ॥২॥

অগ্নয়ে রুদ্ররূপায় রুদ্রাণাং পতয়ে নমঃ।
শিবায় শিবমন্ত্রায় বেধসে বিশ্বহেতবে॥৩॥

সামায় বামদেবায় বরদায়ামৃতায় তে।
অঘোরায়াতিঘোরায় সদ্যোজাতায় রংহসে॥৪॥

ঈশানায় শ্মশানায় অতিবেগায় বেগিনে।
নমোঽস্তু শ্রুতিপাদায় ঊর্দ্ধলিঙ্গায় লিঙ্গিনে॥৫॥

হেমলিঙ্গায় হেমায় বারিলিঙ্গায় চাম্ভসে।
শিবায় শিবলিঙ্গায় ব্যাপিনে ব্যোমরূপিণে॥৬॥

বায়বে বায়ুবেগায় নমস্তে বায়ুরূপিণে।
তেজসে তেজসাং ভর্ত্রে তেজোঽধিপতয়ে নমঃ॥৭॥

জলায় জলভূতায় নমস্তে জলমূর্তয়ে।
সর্বায় সর্বরূপায় পৃথিবীমূর্তয়ে নমঃ॥৮॥

শব্দস্পর্শস্বরূপায় রসগন্ধায় গন্ধিনে।
গণাধিপতয়ে তুভ্যং গুহ্যাদ্গুহ্যতমায় তে॥৯॥

অনন্তায় বিরূপায় অনন্তানাময়ায় চ।
শাশ্বতায় বরিষ্ঠায় বারিগর্ভায় যোগিনে॥১০॥

সংস্থিতায়াম্ভসাং মধ্যে আবয়োর্মধ্যবর্চসে।
গোপ্ত্রে হর্ত্রে সদা কর্ত্রে নিধনায়েশ্বরায় চ॥১১॥

অচেতনায় চিন্ত্যায় চেতনায়াঘহারিণে।
অরূপায় সুরূপায় অনঙ্গস্যাঙ্গহারিণে॥১২॥

ভস্মদিগ্ধশরীরায় ভানুসোমাগ্নিচক্ষুষে।
শ্বেতায় শ্বেতবর্ণায় তুহিনাদ্রিচরায় চ॥১৩॥

সুশ্বেতায় সুবক্ত্রায় নমঃ শ্বেতশিখায় চ।
শ্বেতাস্যায় মহাস্যায় নমস্তে শ্বেতলোহিত॥১৪॥

সুতারায় বিশিষ্টায় নমো দুন্দুভিহারিণে।
শতরূপবিরূপায় নমঃ কেতুমতে সতে॥১৫॥

ঋদ্ধশোকবিশোকায় পিনাকায় কপর্দিনে।
বিপাশায় সুপাশায় নমস্তে পাশনাশিনে॥১৬॥

সুহোত্রায় হবিষ্যায় সুব্রহ্মণ্যায় সূরিণে।
সুমুখায় সুবক্তায় দুর্দমায় দমায় চ॥১৭॥

কঙ্কায় কঙ্করূপায় কঙ্কণীকৃতপন্নগ।
সনকায় নমস্তুভ্যং সনাতন সনন্দন॥১৮॥

সনৎকুমারায় রঙ্কুমারণায় মহাত্মনে।
লোকাক্ষায় ত্রিধামায় নমো বিরজসে সদা॥১৯॥

শঙ্খপালায় শঙ্খায় রজসে তমসে নমঃ।
সারস্বতায় মেঘায় মেঘবাহন তে নমঃ॥২০॥

সুবাহায় বিবাহায় বিবাদবরদায় চ।
নমঃ শিবায় রুদ্রায় প্রধানায় নমো নমঃ॥২১॥

ত্রিগুণায় নমস্তুভ্যং চতুর্ব্যূহাত্মনে নমঃ।
সংসারায় নমস্তুভ্যং নমঃ সংসারহেতবে॥২২॥

মোক্ষায় মোক্ষরূপায় মোক্ষদাত্রে নমো নমঃ।
আত্মনে ঋষয়ে তুভ্যং স্বামিনে বিষ্ণবে নমঃ॥২৩॥

নমো ভগবতে তুভ্যং নাগানাং পতয়ে নমঃ।
ওঙ্কারায় নমস্তুভ্যং সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ॥২৪॥

শর্বায় চ নমস্তুভ্যং নমো নারায়ণায় চ।

নমো হিরণ্যগর্ভায় আদিদেবায় তে নমঃ॥২৫॥

নমোঽস্তুজায় পতয়ে প্রজানাং ব্যূহহেতবে।
মহাদেবায় দেবানামীশ্বরায় নমো নমঃ॥২৬॥

ঈশ্বরায় নমস্তুভ্যং সত্যায় শমনায় চ।
ব্রহ্মণে চৈব ভূতানাং সর্বজ্ঞায় নমো নমঃ॥২৭॥

মহাত্মনে নমস্তুভ্যং প্রজ্ঞারূপায় বৈ নমঃ।
চিতয়ে চিতিরূপায় স্মৃতিরূপায় বৈ নমঃ॥২৮॥

জ্ঞানায় জ্ঞানগম্যায় নমস্তে সংবিদে সদা।
শিখরায় নমস্তুভ্যং নীলকন্ঠায় বৈ নমঃ॥২৯॥

অর্দ্ধনারীশরীরায় অব্যক্তায় নমো নমঃ।
একাদশশরীরায় স্থাণবে তে নমঃ সদা॥৩০॥

নমঃ সোমায় সূর্য্যায় ভবায় ভবহারিণে।
যশস্করায় দেবায় শঙ্করায় সুখায় চ॥৩১॥

নমোঽম্বিকাধিপতয়ে উমায়াঃ পতয়ে নমঃ।
হিরণ্যবাহবে তুভ্যং নমস্তে হেমরেতসে॥৩২॥

নীলকেশায় বিত্তায় শিতিকন্ঠায় বৈ নমঃ।
কপর্দিনে নমস্তুভ্যং নাগাঙ্গাভরণায় চ॥৩৩॥

বৃষারূঢ়ায় সর্বস্য হর্ত্রে কর্ত্রে নমো নমঃ।
বীররামাভিরামায় রামনাথায় তে নমঃ॥৩৪॥

নমো রাজাধিরাজায় ব্রহ্মাণ্ডপতয়ে নমঃ।
নমঃ পালাধিপতয়ে পাপাশাকৃন্ততে নমঃ॥৩৫॥

নমঃ কেয়ূরভূষায় গোপতে তে নমো নমঃ।
নমঃ শ্রীকন্ঠনাথায় নমো লিকুচপাণয়ে॥৩৬॥

ভুবনেশায় দেবায় বেদবেদাঙ্গমূর্তয়ে।
সারঙ্গায় নমস্তুভ্যং রাজহংসায় তে নমঃ॥৩৭॥

কনকাঙ্গদহারায় নমঃ সর্পোপবীতিনে।
সর্পকুণ্ডলমালায় কটিসূত্রীকৃতাহয়ে॥৩৮॥

বেদগর্ভায় গর্ভায় বিশ্বগর্ভায় তে নমঃ।
এতৎ স্তোত্রবরং পুণ্যং সর্বপাপপ্রণাশনম্॥৩৯॥

যঃ পঠেৎ শ্রাবয়েদ্বাপি ব্রাহ্মণান্ বেদপারগান্।
স যাতি ব্রহ্মণো লোকে পাপকর্মরতোঽপি বৈ॥৪০॥

তস্মাজ্জপেৎ পঠেন্নিত্যং শ্রাবয়েদ্‌ব্রাহ্মণান্ শুভান।
সর্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং বিষ্ণুনা পরিভাষিতম্॥৪১॥

॥ইতি শ্রীলিঙ্গপুরাণে বিষ্ণুকৃত শিবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

বটুক ভৈরব :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ বৃহদারণ্যক ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ বটুকভৈরবায় দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

সাত্ত্বিকং যথা—

"ওঁ বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুণ্ডলোদ্ভাসিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবদনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রং
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥"

সাত্ত্বিক ধ্যানে—
অপমৃত্যু বিনাশ, আয়ু বৃদ্ধি, আরোগ্য ও মুক্তিপদ লাভ হয়।

রাজসং যথা—

"ওঁ উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।
নীলগ্রীবমুদারভূষনশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্ধুকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥"

রাজসিক ধ্যানে—
ধর্ম বৃদ্ধি, কামনা পূর্ণ এবং অর্থ লাভ হয়।

তামসং যথা—

"ওঁ ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তিং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্‌বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথ সৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি।
নাগং ঘন্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসদ্-কিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্॥"

তামসিক ধ্যানে—
শত্রুকৃত কু-কৃত্যাদি এবং
ভূতাবেশজনিত রোগনাশ হয়।

- গায়ত্রী -

"ওঁ বটুকায় বিদ্মহে মহাকালায় ধীমহি।
তন্নো ভৈরবঃ প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র মহাকায় কল্পান্ত দহনোপম।
ভৈরবায় নমস্তুভ্যং অনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্বতী পরমেশ্বরম্॥১॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ।
ভগবন্ সর্বধর্মজ্ঞ সর্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥২॥

সর্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টি প্রসাধনম্॥৩॥

অঙ্গন্যাসকরন্যাস-বীজন্যাসসমন্বিতম্।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধনম্॥৪॥

শ্রীভগবানুবাচ।
শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
সর্বদুঃখপ্রশমনং সর্বশত্রুনিবর্হণম্॥৫॥

অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।

নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥৬॥

গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্বসারমিমং প্রিয়ে॥৭॥

সর্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজ্যভোগপ্রদং নৃণাম্।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ॥৮॥

প্রণবং পূর্বমুচ্চার্য্য দেবী প্রণবমুদ্ধরেৎ।
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ॥৯॥

কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে॥১০॥

মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রং সর্বশক্তিসমন্বিতম্॥১১॥

স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥১২॥

পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্।
নাগ্নিচৌরভয়ং বাপি গ্রহরাজভয়ং তথা॥১৩॥

ন চ মারীভয়ং তস্য সর্বত্র সুখবান্ ভবেৎ।
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ ॥
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ॥১৪॥

শ্রীপার্বত্যুবাচ।
য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ॥১৫॥

তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ॥১৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।
যস্তু সংকীর্তয়েদেতৎ সর্বদুষ্টনিবর্হণম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ॥১৭॥

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্॥১৮॥

সর্বপাপহরং পুণ্যং সর্বাপদ্বিনিবারকম্।
সর্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্॥১৯॥

দেহাঙ্গন্যাসনঞ্চৈব পূর্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্॥২০॥

অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥২১॥

ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্বাঘনাশনম্।
ত্রিনেত্রমূর্বোর্বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্।
পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ॥২২॥

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্।
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্॥২৩॥

বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্তিতঃ।
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্বটুকভৈরবঃ॥২৪॥

ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্॥২৫॥

শ্মশানবাসী মাংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ॥২৬॥

করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রা বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ॥২৭॥

শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীমো ভূতপো যোগিনীপতিঃ॥২৮॥

ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ॥২৯॥

কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনোজ্জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ॥৩০॥

ত্রিবৃত্তনয়নোডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ॥৩১॥

ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।
ধূর্তো দিগম্বরঃ সৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ॥৩২॥

প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বল্লভঃ।
অষ্টমূর্তিনিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তমোময়ঃ॥৩৩॥

অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশীশিখঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ॥৩৪॥

কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্।
জৃম্ভণো মোহনস্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা॥৩৫॥

শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্যদেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ।
বলিভুক্ বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ॥৩৬॥

সর্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ।
কালী কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী।
সর্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্॥৩৭॥

অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্বকামদম্॥৩৮॥

য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ন তস্য দূরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা॥৩৯॥

ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ ক্কচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ॥৪০॥

মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নজে ভয়ে॥৪১॥

বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্-ভৈরবকীর্তনাৎ॥৪২॥

একাদশসহস্রন্তু পুরশ্চরণমিষ্যতে।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সম্বৎসরমতন্দ্রিতঃ॥৪৩॥

স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানবঃ।
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীম্॥৪৪॥

রাজা শক্রবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ।
রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্॥৪৫॥

জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ।
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ॥৪৬॥

পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি।
ধনং পুত্রাংস্তথা দারান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥৪৭॥

ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ। *
যান্ যান্ সমীহতে কামাংস্তাংস্তান্ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ॥৪৮॥

অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জিতে॥৪৯॥

দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্বকামফলপ্রদম্।
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ॥৫০॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চসম্।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্বাহুং দ্বিবাহুকম্॥৫১॥

ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্॥৫২॥

খট্বাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগং তথা॥৫৩॥

নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনসমপ্রভম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসঙ্কুলম্॥৫৪॥

আত্মবর্ণসমোপেতং সারমেয়সমন্বিতম্।
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥৫৫॥

এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী॥৫৬॥

॥ইতি শ্রীবিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে শ্রীবটুকভৈরবস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥

দক্ষিণাকালী :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ ভৈরব ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ উষ্ণিক্‌ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ দক্ষিণাকালিকায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥

সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ-খড়্গ-বামাধোর্দ্ধ্ব-করাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধ্বাধঃ-পাণিকাম্॥

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাম্॥

কর্ণাবতংসতানীত-শবযুগ্ম-ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥

শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্ত-ধারা-বিস্ফুরিতাননাম্॥

ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্ক-মণ্ডলাকার-লোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥

দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপি-মুক্তালম্বি-কচোচ্চয়াম্।
শবরূপ-মহাদেব-হৃদয়োপরিসংস্থিতাম্॥

শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত-রতাতুরাম্॥

সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরানন-সরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্মকামার্থ-সিদ্ধিদাম্॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি।
তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্মার্থমোক্ষদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

- স্তোত্র -

ওঁ কৃশোদরি মহাচণ্ডি মুক্তকেশি বলিপ্রিয়ে।
কুলাচার-প্রসান্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥১॥

ঘোরদংষ্ট্রে কোটরাক্ষি গীতিশব্দ প্রসাধিনি। (কিচিশব্দ, কিতিশব্দ, প্রণাদিনি, নিনাদিনি)
ঘোরঘোরারবাস্ফারে নমস্তে চিত্তবাসিনি॥২॥ (ঘুরঘোরারবাস্ফালে, গুরুঘোরারবাস্ফালে, চিতিবাসিনি)

বন্ধুকপুষ্প-সঙ্কাশে ত্রিপুরে ভয়নাশিনি।
ভাগ্যোদয়-সমুৎপন্নে নমস্তে বরবর্ণিনি॥৩॥

জয় দেবী জগদ্ধাত্রি ত্রিপুরাদ্যে ত্রিদেবতে। (ত্রিদৈবতে)
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি মহিষঘ্নি নমোঽস্ততে॥৪॥

ঘোরবিঘ্ন-বিনাশায় কুলাচার-সমৃদ্ধয়ে।
নমামি বরদে দেবি মুণ্ডমালা-বিভূষণে॥৫॥

রক্তধারা-সমাকীর্ণে করকাঞ্চী-বিভূষিতে। (কলকাঞ্চী, কৃতকাঞ্চী)
সর্ববিঘ্নহরে কালি নমস্তে ভৈরবপ্রিয়ে॥৬॥

নমস্তে দক্ষিণামূর্ত্তে কালি ত্রিপুরভৈরবি।
ভিন্নাঞ্জন-চয়প্রখ্যে প্রবীণ-শবসংস্থিতে॥৭॥

গলচ্ছোণিত-ধারাভিঃ স্মেরানন-সরোরুহে।
পীনোন্নত-কুচদ্বন্দ্বে নমস্তে ঘোরদক্ষিণে॥৮॥

আরক্তমুখ-শান্তাভির্নেত্রালিভির্বিরাজিতে।
শবদ্বয়-কৃতোত্তংসে নমস্তে মদবিহ্বলে॥৯॥

পঞ্চাশন্মুণ্ড-ঘটিতমালা-লোহিতলোহিতে।
নানামণি-বিশোভাঢ্যে নমস্তে ব্রহ্মসেবিতে॥১০॥

শবাস্থি-কৃতকেয়ুরে শঙ্খ-কঙ্কণ-মণ্ডিতে।
শববক্ষঃ-সমারূঢ়ে নমস্তে বিষ্ণুপূজিতে॥১১॥

শবমাংসকৃতগ্রাসে সাট্টহাসে মুহুর্মুহুঃ।
মুখশীঘ্র-স্মিতামোদে নমস্তে শিববন্দিতে॥১২॥

খড়্গমুণ্ডধরে বামে সব্যেঽভয়-বরপ্রদে।
দন্তুরে চ মহারৌদ্রে নমস্তে চণ্ডনায়িকে॥১৩॥

ত্বং গতিঃ পরমা দেবি ত্বং মাতা পরমেশ্বরী।
ত্রাহি মাং করুণাসার্দ্রে নমস্তে চণ্ডনায়িকে॥১৪॥

নমস্তে কালিকে দেবি নমস্তে ভক্তবৎসলে।
মূর্খতাং হর মে দেবি প্রতিভা-জয়দায়িনী॥১৫॥

গদ্যপদ্যময়ীং বাণীং তর্কব্যাকরণাদিকম্।
অনধীতাগতাং বিদ্যাং দেহি দক্ষিণাকালিকে॥১৬॥

জয়ং দেহি সভামধ্যে ধনং দেহি ধনাগমে।
দেহি মে চিরজীবিত্বং কালিকে রক্ষ দক্ষিণে॥১৭॥

রাজ্যং দেহি যশো দেহি পুত্রান্ দারান্ ধনং তথা।
দেহান্তে দেহি মে মুক্তিং জগন্মাতঃ প্রসীদ মে॥১৮॥

ওঁ মঙ্গলা ভৈরবী দুর্গা কালিকা ত্রিদশেশ্বরী।
উমা হৈমবতী কন্যা কল্যাণী ভৈরবেশ্বরী॥১৯॥

কালী ব্রাহ্মী চ মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী বাসবী চণ্ডী ত্বাং জগুর্মুনয়ঃ সদা॥২০॥

উগ্রতারেতি তারেতি শিবেত্যেকজটেতি চ।
লোকোত্তরেতি কালীতি গীয়সে কৃতিভিঃ সদা॥২১॥

যথা কালী তথা তারা তথা ছিন্না চ কুল্লুকা।
একমূর্ত্তিশ্চতুর্ভেদা দেবি ত্বং কালিকা পুরা॥২২॥

একদ্বি-ত্রিবিধা দেবী কোটিধানন্তরূপিণী।
অঙ্গাঙ্গৈকৈর্নামভেদৈঃ কালিকেতি প্রগীয়তে॥২৩॥

শম্ভুঃ পঞ্চমুখেনৈব গুণান্ বক্তুং ন তে ক্ষমঃ।

চাপল্যের্যৎকৃতং স্তোত্রং ক্ষমস্ব বরদা ভব॥২৪॥

প্রাণান্ রক্ষ যশো রক্ষ পুত্রান্ দারান্ ধনং তথা।
সর্বকালে সর্বদেশে পাহি দক্ষিণাকালিকে॥২৫॥

যঃ সম্পূজ্য পঠেৎ স্তোত্রং দিবা বা রাত্রিসন্ধ্যয়োঃ।
ধনং ধান্যং তথা পুত্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥

॥ইতি শ্রীমহাকালবিরচিতং শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপররহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং
বীজং তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধূ ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি।
তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরুচিরে সর্বসিদ্ধিং গতানাম্॥১॥

ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি
দ্বন্দ্বং তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষীবৃন্দং
চন্দ্রার্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরশাবাবতংসে॥২॥

ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্ বামনেত্রেণ যুক্তো
বীজং তে দ্বন্দ্বমন্যদ্ বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমভিতো বশ্যভাবং নয়ন্তি
সৃক্কদ্বন্দাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি॥৩॥

ঊর্ধ্বং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং ততোঽধঃ
সব্যেঽভীতিং বরং চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব বিমলতনুং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য॥৪॥

বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিললিতং তৎ ত্রয়ং কূর্চযুগ্মং
লজ্জাদ্বন্দ্বং চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।

মাতর্যে ত্বাং জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি॥৫॥

প্রত্যেকং বা দ্বয়ং বা ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং
ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে
বাগ্দেবী দেবি মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকন্ঠি পীনস্তনাঢ্যে॥৬॥

গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলসন্নিতম্বাং
দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাং।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরতপ্রসক্তাং
ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ॥৭॥

শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ
পরং সংকীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ॥৮॥

বদামস্তে কিং বা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ো
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাননমিতে
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ॥৯॥

সমন্তাদাপীনস্তনজঘনদৃগ্যৌবনবতীরতাসক্তো
নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ॥১০॥

সমাঃ স্বস্থীভূতো জপতি বিপরীতাং যদি সদা
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাম্।
তদা তস্য ক্ষোণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ
করাম্ভোজে বশ্যাঃ হরবধূ মহাসিদ্ধিনিবহাঃ॥১১॥

প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বাং ধাতাঽপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরপি
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌতি ভবতীম্॥১২॥

অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্বাণনিবহান্

বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্।
সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাম্॥১৩॥

ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরোঽপি গগনং
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজকরুণয়া মামগতিকং
প্রসন্না ত্বং ভূয়াঃ ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ॥১৪॥

শ্মশানস্থঃ স্বস্থো গলিতচিকুরো দিগ্‌পটধরঃ
সহস্রং ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্যেণ কুসুমম্।
জপংস্ত্বৎ প্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো
মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ॥১৫॥

গৃহে সম্মার্জ্যন্যা পরিগলিতবীর্যং হি চিকুরং
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে।
সমুচ্চার্য প্রেম্ণা মনুমপি সকৃৎ কালি সততং
গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ॥১৬॥

স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো
পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
স গন্ধর্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী
নদীনঃ পর্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি॥১৭॥

ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং
মহাকালেনোচ্চৈর্মদনরসলাবণ্যনিরতাম্।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো
জনো যো ধ্যায়েৎ ত্বাময়ি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ॥১৮॥

সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জারমসিতে
পরং চোষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।
বলিং তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্যবসতাং
সতাং সিদ্ধিঃ সর্বা প্রতিপদমপূর্বা প্রভবতি॥১৯॥

বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো

দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণকমলধ্যাননিরতঃ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং
জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে॥২০॥

ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণমনু
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগলপূজাবিধিযুতম্।
নিশার্ধে বা পূজাসময়মধি বা যস্তু পঠতি
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ॥২১॥

কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং
বশস্তস্য ক্ষোণীপতিরপি কুবেরপ্রতিনিধিঃ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া
চিরং জীবন্মুক্তঃ প্রভবতি স ভক্তঃ প্রতিজনুঃ॥২২॥
॥ইতি শ্রীমন্মহাকালবিরচিতং শ্রীমদ্দক্ষিণাকালিকায়াঃ স্বরূপাখ্যং স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

তারা :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ অক্ষোভ্য ঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ বৃহতীচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ শ্রীমদেকজটায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রি-শবহৃদ্ঘোরাট্টহাসা-পরা
খড়্গেন্দীবরকর্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা।
খর্বা নীলবিশাল-পিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

"ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে
প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে। (শিবহৃদি)
ফুল্লেন্দীবরলোচনে ত্রিনয়নে কর্ত্রীকপালোৎপলে
খড়্গং চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥১॥

বাচামীশ্বরি ভক্তিকল্পলতিকে সর্বার্থসিদ্ধিশ্বরি
গদ্যপ্রাকৃতপদ্যজাতরচনাসর্বার্থসিদ্ধিপ্রদে।
নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারান্নিধে
সৌভাগ্যামৃতবর্ধনেন কৃপয়াসিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্॥২॥

খর্বে গর্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেষোজ্জ্বলে (শর্বে)
ব্যাঘ্রত্বক্‌পরিবীত-সুন্দরকটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে।
সদ্যঃকৃত্তগলদ্রজঃপরিমিলন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজগ্রন্থি-
শ্রেণিনৃমুণ্ডদামললিতে ভীমে ভয়ং নাশয়॥৩॥

মায়ানঙ্গবিকাররূপললনাবিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাম্বিকে
হূংফট্‌কারময়ি ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ।
মূর্তিস্তে জননি ত্রিধামঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মাপরা
বেদানাং নহি গোচরা কথমপি প্রাজ্ঞৈর্নুতামাশ্রয়ে॥৪॥

ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং
তস্যাঃ শ্রীপরমেশ্বর-ত্রিনয়নব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ।
সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূর্দেবেন্দ্রমুখ্যাসুরান্
মাতস্তে পদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে॥৫॥

মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজদ্বয়-রজোমুদ্রাঙ্ককোটীরিণস্তে
দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে
তত্তুল্যাং নিয়তং যথা শশিরবী নাশং ব্রজন্তি স্বয়ম্॥৬॥

ত্বন্নামস্মরণাৎপলায়নপরান্দ্রষ্টুং চ শক্তা ন তে
ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসগণা যক্ষশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবপুঙ্গবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকশ্চ মনুজান্ মাতঃ ক্ষণং ভূতলে॥৭॥

লক্ষ্মীঃ সিদ্ধিগণশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বৈরিণাং
স্তম্ভশ্চাপি বরাঙ্গনে গজঘটাস্তম্ভস্তথা মোহনম্।
মাতস্ত্বৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিদ্ধ্যন্তি তে তে গুণাঃ
ক্লান্তঃ কান্তমনোভবোঽত্র ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥৮॥

তারাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ। (তারাষ্টকমিদং রম্যং)
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ॥৯॥

লভতে কবিতাং বিদ্যাং সর্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ।
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্যথেপ্সিতান্॥১০॥

কীর্তিং কান্তিং চ নৈরুজ্যং সর্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ।
বিখ্যাতিং চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥১১॥

॥ইতি শ্রী বৃহৎনীলতন্ত্রে তারাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

ষোড়শী (ত্রিপুর-সুন্দরী) :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ ত্রিপুরসুন্দর্য়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীং কামেশ্বর্য়ৈ ধীমহি।
তন্নো সৌস্তনঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

“ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ শ্বেতপদ্মাসনারূঢ়াং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভাম্।
বন্দে বাগ্‌দেবতাং ধ্যাত্বা দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥১॥

শৈলাধিরাজতনয়াং শঙ্করপ্রিয়বল্লভাম্।
তরুণেন্দুনিভাং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥২॥

সর্বভূতমনোরম্যাং সর্বভূতেষু সংস্থিতাম্।
সর্বসম্পৎকরীং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥৩॥

পদ্মালয়াং পদ্মহস্তাং পদ্মসম্ভবসেবিতাম্।
পদ্মরাগনিভাং বন্দে দেবী ত্রিপুরসুন্দরীম্॥৪॥

পঞ্চবাণধনুর্বাণপাশাঙ্কুশধরাং শুভাম্।
পঞ্চব্রহ্মময়ীং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥৫॥

ষট্‌পুণ্ডরীকনিলয়াং ষড়াননসুতামিমাম্।
ষট্‌কোণান্তঃস্থিতাং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥৬॥

হরার্ধভাগনিলয়ামম্বামদ্রিসুতাং মৃড়াম্।
হরিপ্রিয়ানুজাং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥৭॥

অষ্টৈশ্বর্যপ্রদামম্বামষ্টদিক্‌পালসেবিতাম্।
অষ্টমূর্তিময়ীং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥৮॥

নবমাণিক্যমকুটাং নবনাথসুপূজিতাম্।
নবযৌবনশোভাঢ্যাং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥৯॥

কাঞ্চীবাসমনোরম্যাং কাঞ্চীদামবিভূষিতাম্।
কাঞ্চীপুরীশ্বরীং বন্দে দেবীং ত্রিপুরসুন্দরীম্॥১০॥

॥ইতি শ্রী ত্রিপুরসুন্দরী স্তোত্রম সম্পূর্ণম্॥

ভুবনেশ্বরী :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ শক্তয়ে ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ গায়ত্রৈচ্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং চ বরাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীম্॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ অথানন্দময়ীং সাক্ষাচ্ছব্দব্রহ্মস্বরূপিণীম্।
ঈড়ে সকলসম্পত্ত্যৈ জগৎকারণমম্বিকাম্॥

আদ্যামশেষজননীমরবিন্দযোনে- ; বিষ্ণোঃ শিবস্য চ বপুঃ প্রতিপাদয়িত্রীম্। (বিদ্যামশেষজননী...)
সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়করীং জগতাং ত্রয়াণাং ; স্তুত্বা গিরং বিমলয়াম্যহমম্বিকে ত্বাম্॥১॥

পৃথ্যা জলেন শিখিনা মরুতাম্বরেণ ; হোত্রেন্দুনা দিনকরেণ চ মূর্তিভাজঃ।
দেবস্য মন্মথরিপোরপি শক্তিমত্তা- ; হেতুস্ত্বমেব খলু পর্বতরাজপুত্রি॥২॥

ত্রিস্রোতসঃ সকললোকসমর্চিতায়াঃ ; বৈশিষ্ট্যকারণমবৈমি তদেব মাতঃ।
ত্বৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রিতাসু ; শম্ভোর্জটাসু সততং পরিবর্তনং যৎ॥৩॥

আনন্দয়েৎকুমুদিনীমধিপঃ কলানাং ; নান্যামিনঃ কমলিনীমথ নেতরাং বা।

একস্য মোদনবিধৌ পরমেকমিষ্টে ; ত্বঞ্চ প্রপঞ্চমভিনন্দয়সি স্বদৃষ্ট্যা॥৪॥

আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি ; শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি।
ত্রয্যাঃ প্রসুরপি তয়া ন সমীক্ষিতাসি ; ধ্যেয়াসি গৌরি মনসো ন পথি স্থিতাসি॥৫॥

আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং ; তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাম্।
নাভ্যর্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি যে ত্বাং ; নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তি॥৬॥

কপূরচূর্ণহিমবারি বিলোড়িতেন ; যে চন্দনেন কুসুমৈশ্চ সুজাতগন্ধৈঃ।
আরাধয়ন্তি হি ভবানি সমুৎসুকাস্ত্বাং ; তে খল্বখণ্ডভুবনাধিভুবঃ প্রথন্তে॥৭॥

আবিশ্য মধ্যপদবীং প্রথমে সরোজে ; সুপ্তা হি রাজসদৃশী বিরচয্য বিশ্বম্।
বিদ্যুল্লতাবলয় বিভ্রমমুদ্বহন্তী ; পদ্মানি পঞ্চ বিদলয্য সমশ্রুবানা॥৮॥

তন্নির্গতামৃতরসৈরভিষিচ্য গাত্রং ; মার্গেণ তেন বিলয়ং পুনরপ্যবাপ্তা।
যেষাং হৃদি স্ফুরসি জাতু ন তে ভবেয়ু- ; র্মাতর্মহেশ্বর কুটুম্বিনি গর্ভভাজঃ॥৯॥

আলম্বিকুণ্ডলভরামভিরামবক্ত্রা- ; মাপীবরস্তনতটীং তনুবৃত্তমধ্যাম্।
চিন্তাক্ষসূত্রকলশালিখিতাঢ্যহস্তা- ; মাবর্তয়ামি মনসা তব গৌরি মূর্তিম্॥১০॥

আস্থায় যোগমবিজিত্য চ বৈরিষট্ক- ; মাবধ্য চেন্দ্রিয়গণং মনসি প্রসন্নে।
পাশাঙ্কুশাভয়বরাঢ্যকরাংশুবক্ত্রা- ; মালোকয়ন্তি ভুবনেশ্বরি যোগিনস্ত্বাম্॥১১॥

উত্তপ্তহাটকনিভাং করিভিশ্চতুর্ভি- ; রাবর্তিতামৃতঘটৈরভিষিচ্যমানা।
হস্তদ্বয়েন নলিনে রুচিরে বহন্তী ; পদ্মাপি সাভয়করা ভবসি ত্বমেব॥১২॥

অষ্টাভিরুগ্রবিবিধায়ুধবাহিনীভি- ; র্দোর্বল্লরীভিরধিরুহ্য মৃগাধিবাসম্।
দূর্বাদলদ্যুতিরমর্ত্য বিপক্ষপক্ষা- ; ন্ন্যক্কুর্বতী ত্বমসি দেবি ভবানি দুর্গে॥১৩॥

আবির্নিদাঘজলশীকর-শোভিবক্ত্রাং ; গুঞ্জাফলেন পরিকল্পিতহারযষ্টিম্।
রত্নাংশুকামসিতকান্তিমলঙ্কৃতাং ত্বাম্ ; আদ্যাং পুলিন্দতরুণীমসকৃন্নমামি॥১৪॥

হংসৈর্গতিঃ ক্বণিত নূপুরদূরদৃষ্টে ; মূর্তৈরিবাপ্তবচনৈরনুগম্যমানৌ।
পদ্মাবিবোর্দ্ধমুখরূঢ়সুজাতনালৌ ; শ্রীকন্ঠপত্নি শিরসৈব দধে তবাঙ্ঘ্রী॥১৫॥

দ্বাভ্যাং সমীক্ষিতুমতৃপ্তিমতেব দৃভ্যা- ; মুৎপাদ্যতা ত্রিনয়নং বৃষকেতনেন।
সান্দ্রানুরাগভবনেন নিরীক্ষ্যমাণে ; জঙ্ঘে উভে অপি ভবানি তবানতোঽস্মি॥১৬॥

উরূ স্মরামি জিতহস্তিকরাবলেপৌ ; স্থৌল্যেন মার্দবতয়া পরিভূতরম্ভৌ।
শ্রোণীভরস্য সহনৌ পরিকল্প্য দত্তৌ ; স্তম্ভাবিবাঙ্গবয়সা তব মধ্যমেন॥১৭॥

শ্রোণ্যৌস্তনৌ চ যুগপৎপ্রথয়িষ্যতোচ্চৈ- ; র্বাল্যাৎপরেণ বয়সা পরিকৃষ্টসারঃ।
রোমাবলীবিলসিতেন বিভাব্যমূর্তি- ; র্মধ্যং তব স্ফুরতু মে হৃদয়স্য মধ্যে॥১৮॥

সখ্যাস্স্মরস্য হরনেত্রহুতাশভীরো- ; র্ল্লাবণ্যবারিভরিতং নবযৌবনেন।
আপাদ্য দত্তমিব পল্লবমপ্রবিষ্টং ; নাভিং কদাপি তব দেবি ন বিস্মরেয়ম্॥১৯॥

ঈশোঽপি গেহপিশুনং ভসিতং দধানে ; কাশ্মীরকর্দমমনুস্তনপঙ্কজে তে।
স্নানোত্থিতস্য করিণঃ ক্ষণলক্ষফেনৌ ; সিন্দুরিতৌ স্মরয়তঃ সমদস্য কুম্ভৌ॥২০॥

কন্ঠাভিষিক্তগলদুজ্জ্বলকান্তিধারা- ; শোভৌ ভুজৌ নিজরিপোর্মকরধ্বজেন।
কন্ঠগ্রহায় রচিতৌ কিল দীর্ঘপাশৌ ; মাতর্মম স্মৃতিপথং ন বিলঙ্ঘয়েতাম্॥২১॥

নাত্যায়তং রুচিরকম্বুবিলাসচৌর্য্যং ; ভূষাভরেণ বিবিধেন বিরাজমানম্।
কন্ঠং মনোহরগুণং গিরিরাজকন্যে ; সঞ্চিন্ত্য তৃপ্তিমুপযামি কদাপি নাহম্॥২২॥

অত্যায়তাক্ষমভিজাতললাটপট্টং ; মন্দস্মিতেন দরফুল্লকপোলরেখম্।
বিম্বাধরং খলু সমুন্নতদীর্ঘনাসং ; যত্তে স্মরত্যসকৃদম্ব স এব জাতঃ॥২৩॥

আবিস্তৃয়ার করলেখমনল্পগন্ধ- ; পুষ্পোপরি ভ্রমদলিব্রজনির্বিশেষম্।
যশ্চেতসা কলয়তে তব কেশপাশং ; তস্য স্বয়ং গলতি দেবি পুরাণপাশঃ॥২৪॥

শ্রুতিসুরচিতপাকং ধীমতাং স্তোত্রমেতৎ ; পঠতি য ইহ মর্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা।
স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্র- ; ক্ষিতিপমুকুটলক্ষ্মীর্ল্লক্ষণানাং চিরায়॥২৫॥

॥ইতি শ্রীভুবনেশ্বরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

ভৈরবী (ত্রিপুর-ভৈরবী) :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ ত্রিপুরভৈরব্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরাম্।

হস্তাব্জৈর্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ স্তুত্যাঽনয়া ত্বাং ত্রিপুরে স্তোষ্যেঽভীষ্টফলাপ্তয়ে।
যয়া ব্রজন্তি তাং লক্ষ্মীং মনুজাঃ সুরপূজিতাম্॥১॥

ব্রহ্মাদয়ঃ স্তুতিশতৈরপি সূক্ষ্মরূপাং ; জানন্তি নৈব জগদাদিমনাদিমূর্তিম্।
তস্মাদ্বয়ং কুচনতাং নবকুঙ্কুমাভাং ; স্থূলাং স্তুমঃ সকলবাঙ্ময়মাতৃভূতাম্॥২॥

সদ্যঃ সমুদ্যতসহস্রদিবাকরাভাং ; বিদ্যাক্ষসূত্রবরদাভয়চিহ্নহস্তাম্।
নেত্রোৎপলৈস্ত্রিভিরলঙ্কৃতবক্তপদ্মাং ; ত্বাং হারভাররুচিরাং ত্রিপুরে ভজামঃ॥৩॥

সিন্দুরপূররুচিরং কুচভার নম্রং ; জন্মান্তরেষু কৃতপুণ্যফলৈকগম্যম্।
অন্যোঽন্যভেদকলহাকুলমানসাস্তে ; জানন্তি কিং জড়ধিয়স্তব রূপমম্ব॥৪॥

স্থূলাং বদন্তি মুনয়ঃ শ্রুতয়ো গৃণন্তি ; সূক্ষ্মাং বদন্তি বচসামধিবাসমন্যে।
ত্বাং মূলমাহুরপরে জগতাং ভবানি ; মন্যামহে বয়মপারকৃপাম্বুরাশিম্॥৫॥

চন্দ্রাবতংসকলিতাং শরদিন্দুশুভ্রাং ; পঞ্চাশদক্ষরময়ীং হৃদি ভাবয়ন্তি।
ত্বাং পুস্তকং জপবটীমমৃতাঢ্যকুম্ভং ; ব্যাখ্যাঞ্চ হস্তকমলৈর্দধতীং ত্রিনেত্রাম্॥৬॥

শম্ভুস্ত্বমদ্রিতনয়া কলিতার্দ্ধভাগো ; বিষ্ণুস্ত্বমন্য কমলাপরিবদ্ধদেহঃ।
পদ্মোদ্ভবস্ত্বমসি বাগধিবাসভূমিঃ ; যেষাং ক্রিয়াশ্চ জগতি ত্রিপুরে ত্বমেব॥৭॥

আশ্রিত্য বাগ্‌ভবভবাংশ্চতুরঃ পরাদীন্ ; ভাবান্ পদেষু বিবিধান্ সমুদীরয়ন্তি।
কণ্ঠাদিভিশ্চ করণৈঃ পরদেবতাং ত্বাং ; সচ্চিন্ময়ীং হৃদি কদাপি ন বিস্মরামি॥৮॥

আকুঞ্চ্য বায়ুমবজিত্য চ বৈরিষট্ক- ; মালোক্য নিশ্চলধিয়ো নিজনাসিকাগ্রম্।
ধ্যায়ন্তি মূর্দ্ধ্নি কলিতেন্দুকলাবতংসং ; তদ্রূপমম্ব কৃতিনস্তরুণার্কমিত্রম্॥৯॥

ত্বং প্রাপ্য মন্মথরিপোর্বপুরর্দ্ধভাগং ; সৃষ্টিং করোষি জগতামিতি বেদবাদঃ।
সত্যং তদদ্রিতনয়ে জগদেকমাত- ; র্নোচেদশেষজগতঃ স্থিতিরেব ন স্যাৎ॥১০॥

পূজাং বিধায় কুসুমৈঃ সুরপাদপানাং ; পীঠে তবাম্ব কনকাচলগহ্বরেষু।
গায়ন্তি সিদ্ধবনিতাঃ সহ কিন্নরীভি- ; রাস্বাদিতামৃতরসারুণপদ্মনেত্রাঃ॥১১॥

বিদ্যুদ্বিলাসবপুষং শ্রিয়মুদ্বহন্তীং ; যান্তীং স্ববাসভবনাচ্ছিবরাজধানীম্।
সৌন্দর্যরাশিকমলানি বিকাশয়ন্তীং ; দেবীং ভজে হৃদি পরামৃতসিক্তগাত্রীম্॥১২॥

আনন্দজন্মভবনং ভবনং শ্রুতীনাং ; চৈতন্যমাত্রতনুমম্ব তবাশ্রয়ামি।
ব্রহ্মেশবিষ্ণুভিরুপাসিত পাদপদ্মাং ; সৌভাগ্যজন্মবসতীং ত্রিপুরে যথাবৎ॥১৩॥

সর্বার্থভাবি ভুবনং সৃজতীন্দুরূপা ; যা তদ্বিভর্তি ত্রিপুরেঽর্কতনুঃ স্বশক্ত্যা।
বহ্ন্যাত্মিকা হরতি তৎ সকলং যুগান্তে ; তাং শারদাং মনসি জাতু ন বিস্মরামি॥১৪॥

নারায়ণীতি নরকার্ণবতারিণীতি ; গৌরীতি খেদশমনীতি সরস্বতীতি।
জ্ঞানপ্রদেতি নয়নত্রয়ভূষিতেতি ; ত্বামদ্রিরাজতনয়ে বিবুধা বদন্তি॥১৫॥

যে স্তুবন্তি জগন্মাতঃ শ্লোকৈর্দ্বাদশভিঃ ক্রমাৎ।
ত্বামনুপ্রাপ্য বাক্‌সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়ুস্তে পরাং গতিম্॥১৬॥

॥ইতি শ্রীভৈরবীতন্ত্রোক্তং ভৈরবীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

ছিন্নমস্তা (প্রচণ্ড চণ্ডিকা) :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ ভৈরবায় ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ সম্রাট্‌ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ ছিন্নমস্তায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাং
দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা।

নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাং
রত্যাসক্তমনোভবোপরি দৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্॥

দক্ষে চাতিসিতাং বিমুক্তচিকুরাং কর্ত্রীং তথা খর্পরং
হস্তাভ্যাং দধতীং রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী।
দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্ধারাং পিবন্তী মুদা
নাগাবদ্ধশিরোমণির্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ॥

বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গং তথা খর্পরং
প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী
শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ বৈরোচিন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ নাভৌ শুভ্রারবিন্দং তদুপরি বিলসন্মণ্ডলং চণ্ডরশ্মেঃ
সংসারস্যৈকসারাং ত্রিভুবনজননীং ধর্মকামার্থদাত্রীম্।
তস্মিন্মধ্যে ত্রিমার্গে ত্রিতয়তনুধরাং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তাং
তাং বন্দে ছিন্নমস্তাং শমনভয়হরাং যোগিনীং যোগমুদ্রাম্॥১॥

নাভৌ শুদ্ধসরোজবক্ত্রবিলসদ্বন্ধুকপুষ্পারুণং
ভাস্বদ্ভাস্করমণ্ডলং তদুদরে তদ্‌যোনিচক্রং মহৎ।
তন্মধ্যে বিপরীতমৈথুনরত-প্রদ্যুম্ন-তৎকামিনী-
পৃষ্ঠস্থাং তরুণার্ককোটিবিলসত্তেজঃ-স্বরূপাং শিবাম্॥২॥

বামে ছিন্নশিরোধরাং তদিতরে পাণৌ মহৎকর্তৃকাং
প্রত্যালীঢ়পদাং দিগন্তবসনামুন্মুক্তকেশব্রজাম্।

ছিন্নাত্মীয়শিরঃ-সমুল্লসদসৃগ্ধাধারাং পিবন্তীং পরাং
বালাদিত্যসমপ্রকাশবিলসন্নেত্রত্রয়োদ্ভাসিনীম্॥৩॥

বামাদন্যত্র নালং বহুবহুলগলদ্রক্তধারাভিরুচ্চৈঃ
গায়ন্তীমস্থিভূষাং করকমললসৎকর্ত্তৃকামুগ্ররূপাম্।
রক্তামারক্তকেশীমপগতবসনাং বর্ণিনীমাত্মশক্তিং
প্রত্যালীঢ়োরুপাদামরুণিতনয়নাং যোগিনীং যোগনিদ্রাম্॥৪॥

দিগ্বস্ত্রাং মুক্তকেশীং প্রলয়ঘনঘটাঘোররূপাং প্রচণ্ডাং
দংষ্ট্রাদুষ্প্রেক্ষ্যবক্ত্রোদরবিবরলসল্লোলজিহ্বাগ্রভাসাম্।
বিদ্যুল্লোলাক্ষিযুগ্মাং হৃদয়তটলসদ্ভোগিভীমাং সুমূর্ত্তিং

সদ্যশ্ছিন্নাত্মকণ্ঠপ্রগলিতরুধিরৈর্ডাকিনীং বর্দ্ধয়ন্তীম্॥৫॥

ব্রহ্মেশানাচ্যুতাদ্যৈর্দিবিষদনিকরৈরর্চিতাং ভক্তিপুষ্পৈ-
রাত্মজ্ঞৈর্যোগিমুখ্যৈঃপ্রতিদিনমনিশং চিন্তিতাং বিশ্বরূপাম্।
সংসারে সারভূতাং ত্রিভুবনজননীং ছিন্নমস্তাং প্রশস্তা-
মিষ্টাং তামিষ্টদাত্রীং কলিকলুষহরাং চেতসা চিন্তয়ামি॥৬॥

উৎপত্তিস্থিতিসংহৃতীর্ঘটয়িতুং ধত্তে ত্রিরূপাং তনুং
ত্রৈগুণ্যাজ্জগতো যদীয় বিকৃতির্ব্রহ্মাচ্যুতঃ শূলভৃৎ।
তামাদ্যাং প্রকৃতিং স্মরামি মনসা সর্বার্থসংসিদ্ধয়ে
যস্যাঃ স্মেরপদারবিন্দযুগলে লাভং ভজন্তেঽমরাঃ॥৭॥

অভিলষিতপরস্ত্রীযোগপূজাপরোঽহং
বহুবিধজড়ভাবারম্ভসম্ভাবিতোঽহম্।
পশুজনবিরতোঽহং ভৈরবীসংস্থিতোঽহং
গুরুচরণপরোঽহং ভৈরবোঽহং শিবোঽহম্॥৮॥

ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা।
সর্বসিদ্ধিপ্রদং সাক্ষান্মহাপাতকনাশনম্॥৯॥

যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় দেব্যাঃ সন্নিহিতোঽপি বা।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী॥১০॥

ধনং ধান্যং সুতং জায়াং হয়ং হস্তিনমেব চ।
বসুন্ধরাং মহাবিদ্যামষ্টসিদ্ধিং লভেদ্ ধ্রুবম্॥১১॥

বৈয়াঘ্রাজিনরঞ্জিতস্বজঘনে রম্যে প্রলম্বোদরে
খর্বেঽনির্বচনীয়পর্বসুভগে মুক্তাবলীমণ্ডিতে।
কর্ত্রীং কুন্দরুচিং বিচিত্ররচিতাং জ্ঞানং দধানে পরে
মাতর্ভক্তজনানুকম্পিতমহামায়েঽস্তু তুভ্যং নমঃ॥১২॥

॥ইতি ব্রহ্মাকৃত শ্রীপ্রচণ্ডচণ্ডিকা (ছিন্নমস্তা) স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

ধূমাবতী :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ পিপ্পলাদ ঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ নিবৃচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ ধূমাবত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিবর্ণকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥

কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
সুর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা॥

প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ ধূমাবত্যৈ বিদ্মহে বিকটায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ প্রাতর্যা স্যাৎ কুমারী কুসুম-কলিকয়া জপমালাং জপন্তী
মধ্যাহ্নে প্রৌঢ়রূপা বিকসিতবদনা চারুনেত্রা নিশায়াম্।
সন্ধ্যায়াং বৃদ্ধরূপা গলিতকুচযুগা মুণ্ডমালাং বহন্তী
সা দেবী দেবদেবী ত্রিভুবনজননী চণ্ডিকা পাতু যুষ্মান্॥১॥

বদ্ধা খট্টাঙ্গকোটৌ কপিলবরজটামণ্ডলং পদ্ম যোনেঃ
কৃত্বা দৈত্যোত্তমাঙ্গৈঃ স্রজমুরসি শিরঃ শেখরং তার্ক্ষ্যপক্ষৈঃ।
পূর্ণং রক্তৈর্সুরাণাং যমমহিষমহাশৃঙ্গমাদায় পাণৌ
পায়াদ্বো বন্ধমানঃ প্রলয়মুদিতয়া ভৈরবঃ কালরাত্যা॥২॥

ক্ষুৎক্ষামা ভীমবক্তে দনুজপতিশিরঃ-শ্রেণিমাক্ষিপ্য সোলা
চর্বন্তী চাস্থিখণ্ডং প্রকট-কট-কটা-শব্দমুগ্রং কৃশাঙ্গী।
নিত্যং নৃত্যপ্রমত্তা ডমরু-ডিম-ডিমান্ স্ফারয়ন্তী মুখাব্জম্
পায়ান্নশ্চণ্ডিকেয়ং ঝঝম-ঝম-ঝমা জল্পমানা ভ্রামন্তী॥৩॥

ভ্রূভঙ্গীভীমবক্ত্রা জঠরহুতভুজং ভীষণং তর্পয়ন্তী
চণ্ডা স্ফেংকার-কারা টক-টকিত-হসাং নাদসঙ্ঘট্ট-ভীমা।
লোলং মুণ্ডাগ্রমালা ললহ-লহ-লহা লোল-লোলোগ্র-বাচং
চামুণ্ডা চণ্ড-মুণ্ডং মট-মট-মটিতং চর্বয়ন্তী পুনাতু॥৪॥

বামে কর্ণে মৃগাঙ্কং প্রলয় পরিগতং দক্ষিণে সূর্য্যবিম্বং
কণ্ঠে নক্ষত্র-হারং শিরসি জটাভরং মুণ্ডমালাং গলে চ।
স্কন্ধে তুঙ্গং ভুজঙ্গং কুটিলকটিতটে চাস্থিকঙ্কাল-ভারং
সংহারে ধারয়ন্তী মম হরতু ভয়ং ভদ্রদা ভদ্রকালী॥৫॥

তৈলাভ্যক্তৈক-বেণী কনকময়লসৎকর্ণিকাক্রান্ত-কর্ণা
লোহেনৈকেন কৃত্বা চরণ নলিনকামাত্মনঃ পাদশোভাম্।
দিগ্বাসা কৌতুকেন গ্রসতি জগদিদং যা মহাধূম্রভাসা
যা ভীমা সুপ্রবৃদ্ধা ধ্বজবিততভুজা সাহসি দেবী ত্বমেব॥৬॥

সংগ্রামে হেতিকৃত্তৈঃ সরুধির-দশনৈর্যদ্ভটানাং শিরোভি-
র্মালামাবদ্ধ মুর্ধ্নি ধ্বজবিততভুজা ত্বং শ্মশানে প্রবিষ্টা।
দৃষ্টা ভূতৈঃপ্রভূতৈঃ পৃথুতর জঘনাবদ্ধনাগেন্দ্রকাঞ্চী
সা দেবী ব্যগ্রহস্তা মধুরুধিরমদা তাম্রনেত্রা নিশায়াম্॥৭॥

দংষ্ট্রারৌদ্রে মুখেঽস্মিংস্তব বিশতি জগদ্দেবি সর্বং ক্ষণার্দ্ধং
সংসারস্যান্তকালে নররুধিরবসা ত্বং মহাধূমধূম্রে।
কালী রম্যা কপালী শবশয়নরতা যোগিনী যোগমুদ্রা
রক্তা ঋদ্ধিঃ কুমারী মরণভয়হরা ত্বং শিবা চণ্ডঘণ্টা॥৮॥

ওঁ ধূমাবত্যষ্টকং পুণ্যং সর্বাপদ্বিনিবারকম্।
যঃ পঠেৎ সাধকো ভক্ত্যা সিদ্ধিং লভতি বাঞ্ছিতাম্॥৯॥

মহাপদি মহাঘোরে মহারোগে মহারণে।
শত্রুচ্চাটে মারণাদৌ জন্তনাং মোহনে তথা॥১০॥

পঠেৎ স্তোত্রমিদং দেব্যাঃ সর্বত্র সিদ্ধিভাগ্‌ভবেৎ।
দেবদানবগন্ধর্বযক্ষরাক্ষসপন্নগাঃ॥১১॥

সিংহব্যাঘ্রাদিকাঃ সর্বে স্তোত্রস্মরণমাত্রতঃ।
দুরাদ্দুরতরং যান্তি কিং পুনর্মানুষাদয়ঃ॥১২॥

স্তোত্রেণানেন দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
সর্বশান্তির্ভবেদ্দেবি চান্তে নির্বাণতাং ব্রজেৎ॥১৩॥

॥ইত্যূর্দ্ধাম্নায়ে ধূমাবত্যষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

বগলা :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ বগলামুখ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাং
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্‌গরবৈরিজিহ্বাম্।
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীং
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥"

- গায়ত্রী -

“ওঁ বগলামুখ্যৈ বিদ্মহে দ্বিভুজায়ৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিতচারুগণ্ডস্থলীং
লসৎকনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্।
গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখ সন্মনঃস্তম্ভিনীম্॥১॥ (বাঙ্মনঃস্তম্ভিনীম্)

পীযূষোদধিমধ্যচারুবিলসদ্রক্তোৎপলে মণ্ডপে (রক্তোৎপলে মণ্ডলে)
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিত রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রমাম্
ইত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্বাপদঃ॥২॥

দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং
ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাদ্বীজং স্মরেৎ পার্থিবং
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ॥৩॥

বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি।
গর্বী খর্বতি সর্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রিণা মন্ত্রিতঃ (মন্ত্রিণা যন্ত্রিতঃ)
শ্রীনিত্যে বগলামুখি প্রতিদিনং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ॥৪॥

মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে
যন্ত্রং বাদিনি যন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রন্তু চিত্রং নুতে।
মাতঃ শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে
তন্নামগ্রহণেন সংসদি মুখস্তম্ভো ভবেদ্বাদিনাম্॥৫॥

দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং
ভূভৃদ্ভূশমনং চলন্মৃগদৃশাং চেতঃসমাকর্ষণম্।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশোঃ কারুণ্যপূর্ণামৃতং
মৃত্যোর্মারণমাবিরস্তু পুরতোমাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ॥৬॥

মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধিষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।
শত্রুংশ্চূর্ণয় দেবি তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি পীতাম্বরে
বিঘ্নৌঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে॥৭॥

মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্॥৮॥

সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াম্।
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জনে বা বনে বা
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ॥৯॥

নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ
ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সমরে বাহৌ করে বা গলে। (তথৈব সময়ে)
রাজানোঽপ্যরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ॥১০॥

ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসঞ্ছেদিনী
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃ সম্মোহসন্দায়িনী
জিহ্বাকীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা॥১১॥

বিদ্যাং লক্ষ্মীং সর্বসৌভাগ্যমায়ুঃ ; পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিম্। (লক্ষ্মীর্নিত্যসৌভাগ্যমায়ুঃ)
মানং ভোগো বশ্যমারোগ্যসৌখ্যং ; প্রাপ্তং তদ্বদ্ভূতলেঽস্মিন্নরেণ॥১২॥ (প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্নরেণ)

যৎকৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তদ্গৃহাণ নমোঽস্তু তে।॥১৩॥

ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভম্।

গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥১৪॥

পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেৎ তাং বগলামুখীম্॥১৫॥

॥ইতি শ্রীরুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখী-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

মাতঙ্গী (উচ্ছিষ্ট চাণ্ডালিনী) :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ দক্ষিণামূর্ত্তয়ে ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ বিরাট্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ মাতঙ্গ্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ মাতঙ্গ্যৈ বিদ্মহে শ্যামাঙ্গিন্যৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ আরাধ্য মাতশ্চরণাম্বুজে তে ব্রহ্মাদয়ো বিশ্রুতকীর্তিমাপুঃ।
অন্যে পরং বা বিভবং মুনীন্দ্রাঃ পরাং শ্রিয়ং ভক্তিভরেণ চান্যে॥১॥

নমামি দেবীং নবচন্দ্রমৌলিঃ মাতঙ্গিনীং চন্দ্রকলাবতংসাম্।
আম্নায়-নৃত্য-প্রতিপাদিতার্থং প্রবোধয়ন্তীং হৃদিসাদরেণ॥২॥ (প্রবোধয়ন্তীং প্রিয়মাদরেণ)

বিনম্র-দেবাসুর-মৌলিরত্নৈঃ বিরাজিতং তে চরণারবিন্দম্।
ভজন্তি যে দেবি মহীপতীনাং ব্রজন্তি তে সম্পদমাদরেণ॥৩॥

মাতঙ্গিনীনাং গমনে ভক্ত্যাঃ শিঞ্জীনমঞ্জীরমিদং ভজে তে।
মাতস্ত্বদীয়ং চরণারবিন্দমকৃত্রিমাণাং বচনং বিশুদ্ধম্॥৪॥

পদাৎপদং শিঞ্জিতনূপুরাভ্যাং কৃতার্থয়ন্তীং পদবীং পদাভ্যাম্।
আস্ফালয়ন্তীং কুচবল্লকীং তাং মাতঙ্গিনীং সদহৃদয়াং ধিনোমি॥৫॥

লীলাংশুকাবদ্ধনিতম্ববিম্বাং তালীদলেনার্পিতকর্ণভূষাম্।
মাধ্বীমদোদ্ঘূর্ণিতনেত্রপদ্মাং ঘনস্তনীং শম্ভুবধূং নমামি ॥৬॥

তড়িল্লতাকান্তমলক্ষ্যভূষাং চিরেণ লক্ষং প্রদদাতু রাজ্যম্।
স্মরামি ভক্ত্যা জগতামধীশে বলিত্রয়াঙ্কং তব মধ্যমম্ব॥৭॥

নীলোৎপলানাং শ্রিয়মাবহন্তীং কান্ত্যা কটাক্ষৈর্কমলাকরাণাম্।
কদম্বমালাঞ্চিতকেশপাশাং মাতঙ্গকন্যাং হৃদি ভাবয়ামি॥৮॥

ধ্যায়েয়মারক্তকপোলবিম্বং বিম্বাধরন্যস্তললামরম্যম্।
আলোলনীলালকমায়তাক্ষং মন্দস্মিতং তে বদনং মহেশি॥৯॥

স্তুত্যানয়া শঙ্করধর্মপত্নীং মাতঙ্গিনীং বাগধিদেবতাং তাম্।
স্তুবন্তি যে ভক্তিযুতা মনুষ্যাঃ পরাং শ্রিয়ং নিত্যমুপাশ্রয়ন্তি॥১০॥

॥ইতি শ্রীরুদ্রযামলে শ্রীমাতঙ্গী-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

কমলাত্মিকা :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ ভৃগবে ঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ নিবৃদ্গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ শ্রিয়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।

বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্॥”

- অন্য ধ্যান -

“ওঁ মাণিক্যপ্রতিমপ্রভাং হিমনিভৈস্তুঙ্গৈশ্চতুর্ভির্গজৈর্হস্ত
গ্রাহিতরত্নকুম্ভসলিলৈরাসিচ্যমানাং সদা।
হস্তাব্জৈর্বরদানমম্বুজযুগাভীতীর্দধানাং হরেঃ
কান্তাং কাঙ্ক্ষিতপারিজাতলতিকাং বন্দে সরোজাসনাম্॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ কমলায়ৈ বিদ্মহে মহালক্ষ্ম্যৈ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতে দেবী কমলে বিষ্ণুবল্লভে।
যথা ত্বমচলা কৃষ্ণে তথা ভব ময়ি স্থিরা॥১॥

ঈশ্বরী কমলা চঞ্চলা লক্ষ্মীশ্চলা ভূতির্হরিপ্রিয়া।
পদ্মা পদ্মালয়া সম্পদুচ্চৈঃ শ্রীপদ্মধারিণী॥২॥

দ্বাদশৈতানি নামানি লক্ষ্মীং সম্পূজ্য যঃ পঠেৎ।
স্থিরা লক্ষ্মীর্ভবেত্তস্য পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥৩॥

॥ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে কমলা-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ নমস্তেঽস্তু মহামায়ে শ্রীপীঠে সুরপূজিতে।
শঙ্খচক্রগদাহস্তে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥১॥

নমস্তে গরুড়ারূঢ়ে কোলাসুরভয়ঙ্করি।
সর্বপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥২॥

সর্বজ্ঞে সর্ববরদে সর্বদুষ্টভয়ঙ্করি।
সর্বদুঃখহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥৩॥

সিদ্ধিবুদ্ধিপ্রদে দেবি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনি।
মন্ত্রমূর্তে সদা দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥৪॥

আদ্যন্তরহিতে দেবি আদ্যশক্তে মহেশ্বরি।
যোগজে যোগসম্ভূতে মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥৫॥

স্থূলসূক্ষ্মমহারৌদ্রে মহাশক্তে মহোদয়ে।
মহাপাপহরে দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥৬॥

পদ্মাসনস্থিতে দেবি পরব্রহ্মস্বরূপিণি।
পরমেশি জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥৭॥

শ্বেতাম্বরধরে দেবি নানালঙ্কারভূষিতে।
জগৎস্থিতে জগন্মাতর্মহালক্ষ্মি নমোঽস্তুতে॥৮॥

মহালক্ষ্ম্যষ্টকস্তোত্রং যঃ পঠেদ্ভক্তিমান্নরঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি মহালক্ষ্মীপ্রসাদতঃ॥৯॥

॥ইতি মহালক্ষ্ম্যষ্টক-স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥"

জয়দুর্গা :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– "ওঁ নারদ ঋষয়ে নমঃ॥" মুখে:– "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ॥"
হৃদি:– "ওঁ দুর্গায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥"

- ধ্যান -

"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবন্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।

সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥"

- গায়ত্রী -

"ওঁ নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি।
তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ॥"

- প্রণাম -

"ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য-পাদারবিন্দে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥১॥

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমানস্বরূপে নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে মহানন্দনন্দস্বরূপে নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥২॥

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য ক্ষুধার্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৩॥

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽনলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার-হেতুর্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৪॥

অপারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে বিপৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাম্।
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারনৌকা নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৫॥

নমশ্চণ্ডিকে চণ্ডদোর্দণ্ডলীলালসৎখণ্ডিতাখণ্ডলাশেষভীতে।
ত্বমেকা গতির্বিঘ্নসন্দোহহন্ত্রী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৬॥

ত্বমেকাজিতারাধিতা সত্যবাদিন্যমেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধনিষ্ঠা।
ইড়া পিঙ্গলা ত্বং সুষুম্না চ নাড়ী নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৭॥

নমো দেবি দুর্গে শিবে ভীমনাদে সরস্বত্যরুন্ধত্যমোঘস্বরূপে।
বিভূতিঃ শচী কালরাত্রিঃ সতী ত্বং নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥৮॥

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানাম্।
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানাং ত্বমসি শরণমেকা দেবি দুর্গে প্রসীদ॥৯॥

ইদং স্তোত্রং ময়া প্রোক্তমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা পঠনাদেব সঙ্কটাৎ॥১০॥

মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো ভুবি স্বর্গে রসাতলে।
সমস্তশ্লোকমেকং বা যঃ পঠেদ্‌ভক্তিতঃ সদা॥১১॥

স সর্বদুষ্কৃতিং তীর্ত্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্।
পঠনাদস্য দেবেশি কিং ন সিধ্যতি ভূতলে॥১২॥

॥ইতি শ্রীবিশ্বসারে শ্রীজয়দুর্গা স্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

অন্নপূর্ণা :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ পংক্তিচ্ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ অন্নপূর্ণায়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়ামন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুসকলাভরণং বিলোক্য হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি।
তন্নো অন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোঽস্তুতে॥”

- স্তোত্র -

"ওঁ নমঃ কল্যাণদে দেবি নমঃ শঙ্করবল্লভে।
নমো ভক্তপ্রিয়ে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥১॥

নমো মায়াগৃহীতাঙ্গি নমঃ শঙ্করবল্লভে।
মাহেশ্বরি নমস্তুভ্যমন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥২॥

মহামায়ে শিবে ধর্মপত্নীরূপে হরপ্রিয়ে।
বাঞ্ছাদাত্রি সুরেশানি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥৩॥

উদ্যদ্ভানুসহস্রাভে নয়নত্রয়ভূষিতে।
চন্দ্রচূড়ে মহাদেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥৪॥

বিচিত্রবসনে দেবি অন্নদানরতেঽনঘে।
শিবনৃত্যকৃতামোদে অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥৫॥

সাধকাভীষ্টদে দেবি ভবদুঃখবিনাশিনি।
কুচভারনতে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥৬॥

ষট্‌কোণপদ্মমধ্যস্থে ষড়ঙ্গযুবতীময়ে।
ব্রহ্মাণ্যাদিস্বরূপে চ অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥৭॥

দেবি চন্দ্রকলাপীড়ে সর্বসাম্রাজ্যদায়িনি।
সর্বানন্দকরে দেবি অন্নপূর্ণে নমোঽস্তুতে॥৮॥

পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু স্তোত্রমেতৎ সমাহিতঃ।
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্জায়তে নাত্র সংশয়ঃ॥৯॥

প্রাতঃকালে পঠেদ্‌যস্তু মন্ত্রজপপুরঃসরম্‌।
তস্য চান্নসমৃদ্ধিঃ স্যাদ্‌বর্দ্ধমানা দিনে দিনে॥১০॥

যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন।
প্রকাশাৎ কার্য্যহানিঃ স্যাৎ তস্মাদ্‌যত্নেন গোপয়েৎ॥১১॥

॥ইতি শ্রীঅন্নপূর্ণাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্‌॥"

- স্তোত্র -

"ওঁ নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী-

নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥১॥

নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্‌বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥২॥

যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৩॥

কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৪॥

দৃশ্যাদৃশ্য প্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৫॥

উর্ব্বী সর্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্বানন্দকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৬॥

আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরাত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৭॥

দর্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্নরচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।

ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৮॥

চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশী চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥৯॥

ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥১০॥

অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্বতি॥১১॥

মাতা চ পার্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥১২॥

॥ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণাস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

বাগীশ্বরী (মহাসরস্বতী চণ্ডিকা) :—

- ঋষ্যাদি -

শিরসি:– “ওঁ কণ্বঋষয়ে নমঃ॥” মুখে:– “ওঁ বিরাট্‌ছন্দসে নমঃ॥”
হৃদি:– “ওঁ বাগীশ্বর্য়ৈ দেবতায়ৈ নমঃ॥”

- ধ্যান -

“ওঁ ঘন্টা-শূল-হলানি-শঙ্খ-মুসলে-চক্রং-ধনুঃ-সায়কং
হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্বামত্র সরস্বতী মনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দিনীম্॥”

- অন্য ধ্যান -

“ওঁ তরুণসকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥”

- গায়ত্রী -

“ওঁ বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥”

- প্রণাম -

“ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥”

- স্তোত্র -

“ওঁ কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেবং হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্॥১॥

জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকা॥২॥

গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতির্ষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্॥৩॥

লুপ্তং সর্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ॥৪॥

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥৫॥

যয়া বিনা জগৎ সর্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং ভবেৎ।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥৬॥

যয়া বিনা জগৎ সর্বং মুকমুন্মত্তবৎ সদা।

বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥৭॥

হিমচন্দনকুন্দেন্দু কুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ॥৮॥

বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥৯॥

যয়া বিনাত্র সংখ্যাকৃৎ সংখ্যাং কর্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥১০॥

ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥১১॥

স্মৃতিশক্তিজ্ঞানশক্তি-বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ॥১২॥

সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ।
বভূব জড়বৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্তুমক্ষমঃ॥১৩॥

তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
উবাচ সততং স্তৌহি বাণীমিতি প্রজাপতিম্॥১৪॥

তুষ্টাব ত্বাং স চ ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
চকার ত্বৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমুত্তমম্॥১৫॥

যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা।
বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্তুমক্ষমঃ॥১৬॥

তদা ত্বাঞ্চ স তুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া।
ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্মলং ভ্রমভঞ্জনম্॥১৭॥

ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং যদা।
মৌনীভূতঃ স সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্॥১৮॥

তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্‌বরেণ মুনীশ্বরঃ।
সংপ্রাপ্য নির্মলং জ্ঞানং প্রমাদধ্বংসকারণম্॥১৯॥

পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ।
ত্বাং সিষেবে স দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে॥২০॥

তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য স কবীন্দ্রো বভূব হ।
তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণানি চকার সঃ॥২১॥

যদা মহেশং পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং শিবা স্বয়ম্।
ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্যৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ॥২২॥

পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে॥২৩॥

তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
উবাচ শব্দশাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্॥২৪॥

অধ্যাপিতাশ্চ যৈঃ শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ।
তে চ ত্বাং পরিসঞ্চিন্ত্য প্রবর্তন্তে সুরেশ্বরি॥২৫॥

ত্বং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ।
দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ॥২৬॥

জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্মুখঃ।
যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি ত্বামেকাস্যেন মানবঃ॥২৭॥

ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ॥২৮॥

তদা জ্যোতিঃস্বরূপা সা তেনাদৃষ্টাঽপ্যুবাচ তম্।
স কবীন্দ্রো ভবেত্যুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ॥২৯॥

যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রং যঃ সংযতঃ পঠেৎ।
স কবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥৩০॥

মহামূর্খশ্চ দুর্মেধা বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ।
স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্॥৩১॥

॥ইতি শ্রীযাজ্ঞবল্ক্যকৃতং শ্রীবাগীশ্বরীস্তোত্রং সম্পূর্ণম্॥”

“ওঁ তৎসৎ ওঁ”

আচার্য্য ভক্তি প্রসন্ন ন্যাস
ভক্তিনিকেতন, ইন্দ্রনগর, আগরতলা, ত্রিপুরা

Aacharya Bhakti Prasanna Foundation
Bhaktiniketan, Indranagar, Agartala, Tripura

ISBN 978-93-5890-141-2